# আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব

সম্পাদনা
মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

# আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ
# ও
# মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব

## সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদনা
**মুহাম্মদ কামারুজ্জামান**

শতাব্দী প্রকাশনী
**শতাব্দী প্রকাশনী**

www.pathagar.com

**আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ ও**
**মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব**

শ.প্র. : ৬৫
ISBN : 978-984-645-070-5

প্রকাশক
**শতাব্দী প্রকাশনী**
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৯

কম্পোজ
**হাসান কম্পিউটার**
মোবাইল : ০১৭২৬২০১৯৯৬

মুদ্রণ
**আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস**
৪২৩ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

**মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র**

শতাব্দী প্রকাশনী

**Adunik Bisshe Islami Jagoron O Maulana Maudoodir Chintadharar Proveb** (Seminar Papers Compiletion) Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292. 1st Edition: November 2009
**Prise : Tk. 100.00 Only.**

www.pathagar.com

## আমাদের কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপনই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইসলামের উপর অতীত মনীষীগণের অবদান সমূহের অনুবাদ, গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক, মতবিনিময় সভা প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে একাডেমী তার লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমী বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার করে আসছে। এ যাবৎ একাডেমী অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার করেছে। প্রতিটি সেমিনারেই এক বা একাধিক ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষণালব্ধ মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

একাডেমী প্রবন্ধগুলো বিষয় অনুসারে সাজিয়ে একাধিক গ্রন্থকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সেমিনার সংকলনটি সেই পরিকল্পনারই অংশ।

ক'দিন আগেই 'আধুনিক বিশ্বে ইসলাম' শীর্ষক একটি সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি দ্বিতীয় প্রবন্ধ সংকলন। একাডেমীর উদ্যোগে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর অবদান সম্পর্কে যেসব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেসব সেমিনারের প্রবন্ধই কেবল সংকলনে স্থান পেয়েছে।

আমরা আশা করি এই সংকলনটি থেকে বিদগ্ধ পাঠক সমাজ আধুনিক বিশ্বে ইসলামি জাগরণ সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর অবদান বিষয়ে একটা যথার্থ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আর সে আশা নিয়েই সংকলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

**আবদুস শহীদ নাসিম**
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

www.pathagar.com

**এ গ্রন্থে যাদের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে :**

- অধ্যাপক গোলাম আযম
- আব্বাস আলী খান
- অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ
- ব্যারিস্টার আবদুর রাজজাক
- বদরে আলম
- আবদুস শহীদ নাসিম

www.pathagar.com

| বিষয় | সূচিপত্র | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


১. **আলেমে দীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.** ৯

**– আব্বাস আলী খান**

- প্রাথমিক কিছু কথা ৯
- তাঁর শিক্ষা জীবন ১০
- কর্মজীবন ১২
- ইসলাম কি হত্যাকাণ্ড শেখায় ১৫
- ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ১৫
- আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী রহ. ১৬
- কোনো আন্দোলন ব্যতীত দীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা ১৯
- মাওলানা মওদূদীর অবদান ২২
- ত্রিশের দশকে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২৩
- মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে মাওলানা মওদূদী রহ. ২৪
- তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান ২৭
- চারিত্রিক গুণাবলী ২৮
- সর্বশেষ কথা ২৯
- মাওলানা মওদূদীর শিক্ষাগত সনদপত্র সমূহ ৩১

২. **মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান** ৩৫

**– আব্বাস আলী খান**

- ইসলামী পুনর্জাগরণ ৩৭
- ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ৪২
- রাজনীতির অঙ্গনে মাওলানার অবদান ৪৫
- মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান ৪৮
- তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান ৪৯
- সীরাতে সরওয়ারে আলম ৫০
- এক নজরে : মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ৫১
- মাওলানা মওদূদী প্রণীত গ্রন্থাবলী ৫৫

৩. **ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান** ৬০

**– অধ্যাপক গোলাম আযম**

- ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন ৬১
- এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ৬২
- মাওলানা মওদূদী কি এ যুগের মুজাদ্দিদ? ৬৩
- আবেগ মুক্ত আলোচনা ৬৪
- মাওলানা মওদূদীর যুগ ৬৫
- মাওলানার অবদান ৬৬


www.pathagar.com

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|


১. একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিবেশন করা ৬৬
২. ইকামাতে দীনের দায়িত্ব যে মুসলিম জীবনের জন্য প্রধানতম ফরয একথা বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা ৬৭
৩. কুরআন মজীদকে ইকামতে দীনের 'গাইড বুক' হিসাবে সহজ বোধ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা ৬৮
৪. ইকামাতে দীনের আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ করা ৬৯
৫. ইসলামি আন্দোলনের উপযোগী সুনিপুণ সংগঠন গড়ে তোলা ৭২
৬. ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা ৭৩
৭. ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা প্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করা ৭৫
৮. জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে উম্মতে মুসলিমাকে মুক্তির সন্ধান দান করা ৭৫
৯. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করা ৭৭
১০. ইসলামের প্রতিরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা ৭৮
◆ উপসংহার ৮১
◆ আরো কয়েকটি অবদানের উল্লেখ ৮১

**৪. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ৮৩**
**– অধ্যাপক গোলাম আযম**
◆ রাষ্ট্রের মূলনীতি ৮৪
◆ ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ৮৫
◆ ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ৯১
◆ ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ৯৩
◆ মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার ৯৪
◆ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকার ৯৬
◆ ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাচন পদ্ধতি ৯৬
◆ ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার কাঠামো ৯৭
◆ আধুনিক কতোক রাজনৈতিক পরিভাষা ৯৭
◆ শেষ কথা ৯৮

**৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর চিন্তাধারা ৯৯**
**– এ. কে. এম. নাজির আহমদ**
১. 'মুতাজাদ্দিদ' ও 'মুজাদ্দিদের' ভূমিকা বিশ্লেষণ ৯৯
২. আল কুরআনকে ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন ১০০
৩. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে উপস্থাপন ১০২
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তার ভিত্তি বিশ্লেষণ ১০২
৫. ইসলামী রাষ্ট্র-গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ ১০৪


www.pathagar.com

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|


৬. আদর্শ প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত কর্মনীতি প্রদর্শন ১০৬
৭. গুপ্ত সংস্থা গঠন ও সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার বিরোধিতা ১০৭
৮. রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণ ১০৮
৯. সংগঠনের ক্যাডার সিস্টেম প্রবর্তন ১১০
১০. উপসংহার ১১২

**৬. আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ইসলামের জাগরণ মাওলানা মওদূদী রহ.-এর ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন ১১৩**
**– ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক**

**৭. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী রহ. ১২৫**
**– আবদুস শহীদ নাসিম**

১. পৃথিবীতে মানুষ ও ইসলামের আগমন ১২৫
২. ইসলামী সমাজের বিস্তার ও জাহেলিয়াতের প্রবেশ ১২৬
৩. হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলাম ও জাহেলিয়্যত ১২৯
৪. মুজাদ্দিদের জরুরত ও আগমন ১২৯
৫. আধুনিক বিশ্ব ও আধুনিক জাহেলিয়্যত ১৩০
৬. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন ১৩১
৭. 'একক বিশ্বব্যবস্থা' ও 'সভ্যতার সংঘাতে'র নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ১৩৩
৮. হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন ১৩৫
৯. সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর পূর্ববর্তী তিন মুজাদ্দিদের কর্মধারার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১৩৬
১০. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নকীব ১৩৭
১১. আধুনিক যুগ মানসে আবেদন সৃষ্টিকারী তাফসির গ্রন্থ প্রণয়ন ১৩৮
১২. দেড় শতাধিক গ্রন্থ রচনা ১৩৯
১৩. আন্দোলন পরিচালনার জন্যে মজবুত সংগঠন প্রতিষ্ঠা ১৪০
১৪. আধুনিক বিশ্বে ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব ১৪০
১৫. বাংলাদেশে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব ১৪৩
১৬. মাওলানা মওদূদীর আমলী মাকবুলিয়ত ১৪৪
১৭. উপসংহার ১৪৯
১৮. সাইয়েদ মওদূদীর লেখা থেকে ১৫১
১৯. সহায়ক গ্রন্থাবলী ১৫২

**৮. মাওলানা মওদূদী রহ.-এর জীবনে তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ১৫৪**
**– বদরে আলম**

**৯. মাওলানার জানাযায় অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে ১৫৮**
**– আব্বাস আলী খান**


www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

১

# আলেমে দীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.*

আব্বাস আলী খান

## প্রাথমিক কিছু কথা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামি আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন এক অতি মযলুম ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় এক দিকে কঠোর শ্রম সাধনায়, অগাধ জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় এবং অপর দিকে বিশ্ব মানবতার কাছে দীন ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে উপস্থাপনায় যেমন তাঁকে উপস্থাপিত করেছে কুরআন হাকীম। তারপর ইসলামকে যারা বুঝলো এবং সত্য বলে গ্রহণ করলো তাদের কাছে তাঁর দাওয়াত ছিলো ইসলামেরই ছাঁচে গোটা জীবন গড়ে তোলার, বাতিল ব্যবস্থা ভেঙ্গে চূরমার করে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম করার। তার জন্যে তাঁকে হাসিমুখে বরণ করতে হয়েছে অজস্র গালি, কটুক্তি, অমূলক অভিযোগ-অপবাদ, বিশেষ শ্রেণীর পক্ষ থেকে ফতোয়ার অবিরত গোলাবর্ষণ, বার বার তাঁকে যেতে হয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, এমন কি ফাঁসিরও অন্ধকার সংকীর্ণ কুঠরিতে। সত্যের পথে সংগ্রামকারী মনীষীবৃন্দের সাথে যুগে যুগে এ ধরনের আচরণই করা হয়েছে বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে। ইতিহাস তাই বলে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই বহুমুখী প্রতিভা এবং উচ্চ ও মহান গুণাবলীর এমন একত্র সমাবেশ যা সমসাময়িক অন্য কারো মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়না। আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযত তাঁকে দান করেছিলেন অসাধারণ ও অতুলনীয় মেধাশক্তি যার ফলে তিনি আরবি ভাষা, কুরআন হাদিস, তাফসির, ফেকাহ, কালাম শাস্ত্র প্রভৃতিতে গভীর পাণ্ডিত্য

---

* সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক বিগত ২২ অক্টোবর ১৯৯৫ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

www.pathagar.com

লাভের সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান চর্চাও করেন। পাশ্চাত্যের সভ্যতা সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চিন্তাধারা সমালোচনার দৃষ্টিতে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

তিনি একধারে ছিলেন আলেমকুল শিরোমণি, দার্শনিক, ইসলামি চিন্তানায়ক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ সংগঠক, বাগ্মী ও সুসাহিত্যিক। তদুপরি তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথা ও কাজে ছিলো পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য।

## তাঁর শিক্ষা জীবন

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গবাদ শহরে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নবী মুস্তাফার সা. পবিত্র বংশের ৩৮ তম অধস্তন পুরুষ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণের পেশা ছিলো ইসলামি জ্ঞান চর্চা ও মানুষের মধ্যে হেদায়াতের আলো পরিবেশন করা। এমনি এক পরিবারে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী যদিও বংশীয় ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন, তথাপি কুরআন হাদিসের গভীর জ্ঞান আয়ত্ব করেন। তিনি আওরঙ্গবাদের ইসলামিয়া মাদরাসার শায়খুল হাদিস মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের কাছে সহীহ মুসলিম কামেল ও নাসায়ী কামেল শিক্ষা লাভ করে সনদ হাসিল করেন।

তিনি ওকালতি পেশা অবলম্বন করলেও আওরঙ্গাবাদের সেসন জজ মৌলভী মহীউদ্দীন খান সাহেবের সংস্পর্শে আসেন, যিনি একজন অলী ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর পিতা মৌলভী রশীদুদ্দীন খানও ছিলেন একজন অলী ও দরবেশ, যাঁর সাগরেদ মৌলভী মামলুক আলী সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন মৌলভী আহমদ আলী সাহারানপুরী, মৌলভী মুহাম্মদ কাসেম নান্‌তভী, মৌলভী রশীদ আহমদ গাংগুহী, মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব প্রমূখ মনীষীগণ। আহমদ হাসান মওদূদী মৌলভী মহীউদ্দীন খান সাহেবের হাতে বায়আত করে অধিকাংশ সময় যিকির আযকারে মশগুল থেকে একজন দরবেশের মতো জীবন যাপন করেন। ইসলামের এমনি এক আলোক উদ্ভাসিত পরিবার ও পরিবেশে শিশু মওদূদীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।

শিশু মওদূদীর প্রাথমিক শিক্ষা পিতার তত্ত্বাবধানে জনৈক গৃহ শিক্ষকের অধীনে গৃহেই শুরু হয়। ন'বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতেই তাঁর বিদ্যাচর্চা চলতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি আরবি সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ফেকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাথমিক পুস্তকাদি শেষ করেন। ন'বছর বয়সেই তাঁকে মাদরাসায় পাঠানো হয় এবং তেরো বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে তিনি আরবি সাহিত্য, সার্ফ, নাহু, মান্তেক, কাওয়ানীম, ফেকাহ, ফারায়েয, আরবি থেকে উর্দূ এবং উর্দূ থেকে

www.pathagar.com

আরবি তরজমা প্রভৃতি বিষয়সহ মৌলভী পাশ করেন এবং কৃতকার্য ছাত্রদের তালিকায় ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর শাশ্বত নীতি-পদ্ধতি ও হিকমত অনুযায়ী তাঁর সৃষ্টিকুলের হেদায়াত ও সংস্কারের জন্যে যে ব্যক্তিত্বের খেদমত নিতে চান, বয়সের সূচনা কাল থেকেই তাঁকে তদনুযায়ী রুচিপ্রকৃতি, উন্নত ও মহান মানসিকতা এবং তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। সাইয়েদ মওদূদীর বেলায়ও আমরা তাই দেখতে পাই। তাঁর বংশীয় ঐতিহ্য, পারিবারিক পরিবেশ, শিশু কাল থেকেই মহান পিতা ও জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য তাঁর মনের উপর গভীর ছাপ এঁকে দেয়। সেই সাথে খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও মেধাশক্তি ইসলামি জ্ঞান চর্চায় তাঁকে প্রভুত প্রেরণা যোগায়। ফলে তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ হতে থাকে এবং অলৌকিকভাবে তার বহি:প্রকাশ ঘটতে থাকে।

মাত্র বারো বছর বয়সে সাইয়েদ মওদূদী সীরাতুন্নবীর উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন যার পাণ্ডুলিপির মাত্র আট পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এতো অল্প বয়সে সীরাত সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান কতোখানি পরিপক্ক এবং ভাষা কতোটা শক্তিশালী ও বেগবান ছিলো তা নিম্নের কয়েকটি ছত্র থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় :

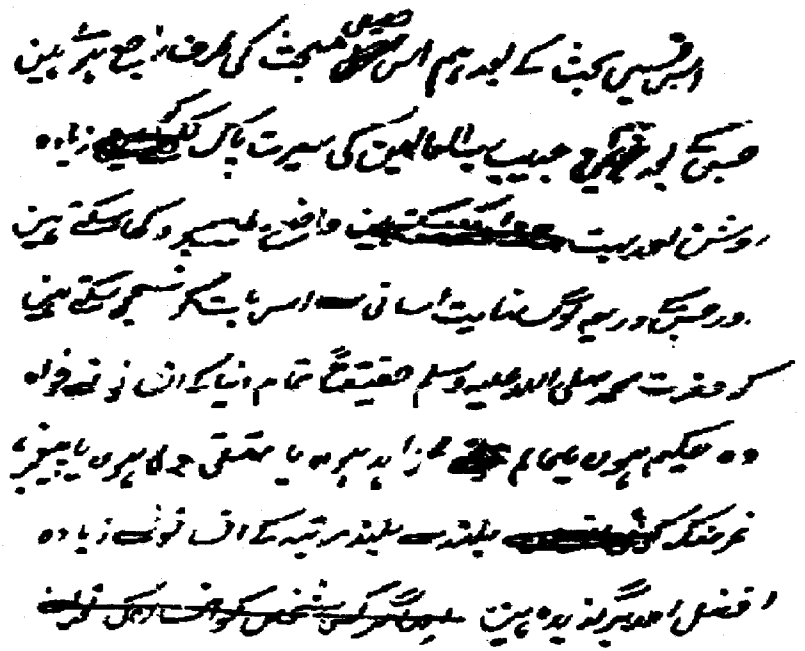

www.pathagar.com

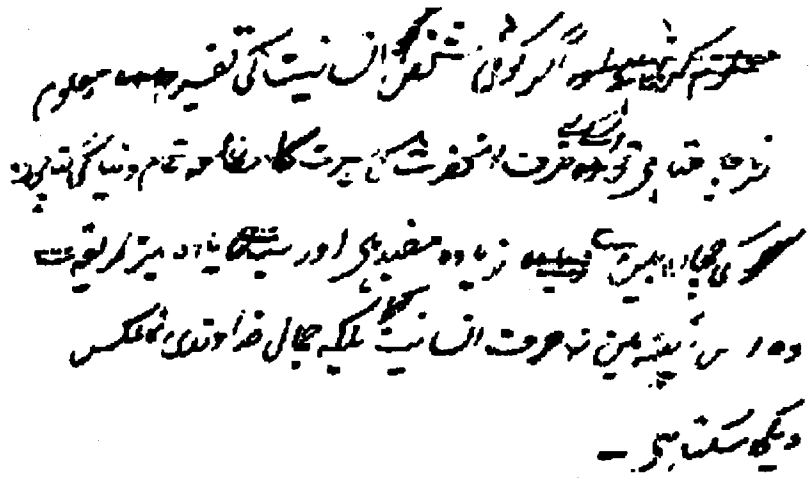

(এ হস্তলিপি মাওলানা মরহুমের বারো বছর বয়সে লেখা উল্লেখিত প্রবন্ধের অংশ যার তরজমা নিম্নে দেয়া হলো। হস্তলিপির ফটোকপি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীতে সংরক্ষিত।)

"উপরোক্ত বংশানুক্রমিক আলোচনার পর আমরা এখন সেই মূল আলোচনা করতে চাই যার ফলে আমরা রাব্বুল আলামীনের হাবীবের সীরাত পাককে অধিকতর উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারি এবং যার দ্বারা মানুষ অতি সহজেই এ কথা বুঝতে পারে যে হযরত মুহাম্মদ সা. প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দুনিয়ায় মানুষ অপেক্ষা– তা তিনি বিজ্ঞ হোন অথবা জ্ঞানী, সংযমী সাধু পুরুষ হোন অথবা মুত্তাকী, অলী হোন অথবা পয়গম্বর– মোট কথা যে কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ও গুণান্বিত। কেউ যদি মানবতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চায় তাহলে তার জন্যে শুধু নবী মুস্তাফার সা. সীরাত অধ্যয়ন সারা দুনিয়ায় যাবতীয় গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে অধিকতর ফলপ্রসু হবে এবং সব চেয়ে উত্তম পন্থায় সে এ দর্পণে শুধু মানবতাই নয়, বরঞ্চ খোদায়ী সৌন্দর্যের প্রতিবিম্বও দেখতে পাবে।"

## কর্মজীবন

মৌলভী পরীক্ষা পাশ করার পর পিতা সাইয়েদ মওদূদীকে হায়দরাবাদ দারুল উলুমে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এক বছর অতীত হ'তে না হতেই ভূপালে রুগ্ন পিতার শুশ্রুষার জন্যে তাঁকে দারুল উলুম ছেড়ে চলে যেতে হয়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি পিতার চিকিৎসা ও শুশ্রুষার কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। এ সময়ে তাঁকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মূল্যবান প্রবন্ধাদি লিখে অর্থ উপার্জন করতে হয়।

www.pathagar.com

১৯২০ সালে পিতার মৃত্যুর পর জীবিকার জন্যে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন। মাত্র সতেরো বছর বয়সের বালক মওদূদী জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত 'তাজ' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

'তাজ' পত্রিকা সরকারের কোপানলে পড়ে বন্ধ হওয়ার পর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, এর মুখপত্র 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে সাইয়েদ মওদূদীকে ডেকে নেয়া হয়। দিল্লীতে অবস্থান করত: একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের সম্পাদনার কাজ তাঁর উত্তরোত্তর প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়।

হিন্দু শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৯২৬ সালে জনৈক মুসলমান কর্তৃক নিহত হওয়ায় সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দাবানল জ্বলে ওঠে। মি: গান্ধী বলেন, ইসলাম মুসলমানদের হত্যাকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে। আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদকের নিকটে বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরনের প্রশ্ন আসতে থাকে– 'কিয়া ইসলাম খুনরেযি সিখাতা হ্যায়'– ইসলাম কি হত্যাকাণ্ড শিক্ষা দেয়?

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর একবার দিল্লী জামে মসজিদে এক বিরাট সমাবেশে দু:খ করে বলেন– হিন্দুদের প্রচারণার জবাব দেয়ার জন্যে কোনো আল্লাহ্‌র বান্দাহ কি এ দেশে নেই?

তার জবাব তরুণ সম্পাদক সাইয়েদ মওদূদী 'আল জমিয়ত' পত্রিকায় ইসলাম কা কানুনে জং'- 'ইসলামের যুদ্ধনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। তাঁর বক্তব্য এতো তথ্যবহুল অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী এবং কুরআন হাদিস সম্মত যে ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম মনীষীবৃন্দকে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে। এ ধারাবাহিক প্রবন্ধ পরে 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম' নামে বিরাট গ্রন্থাকারে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর পরিবেশনায় দারুল মুসান্নেফীন আযমগড় থেকে প্রকাশিত হয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কিত তথ্য বহুল গ্রন্থ এই প্রথম সাইয়েদ মওদূদী কর্তৃক প্রণীত হয়। এ গ্রন্থে ইসলামি যুদ্ধনীতির সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যুদ্ধনীতিও তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাইয়েদ মওদূদীর খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভা এবং কুরআন ও হাদিসের উপর বিরাট পাণ্ডিত্য আলেম সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এর সম্পাদক মাওলানা আহমদ সাঈদ 'আল জমিয়ত' পত্রিকায় সাতাশ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন :

www.pathagar.com

# کیا اسلام خونریزی سکھاتا ہے؟

دنیا میں حقیقی امن و صلح کا پیغام اگر کوئی مذہب لایا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ مگر عداوت اور بغض کا برا ہو
کہ اس نے مخالفین اسلام کی آنکھوں کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ انکو یہ روشنی نظر نہیں آتی اور وہ برابر اسلام کی تعلیم
کو خونی تعلیم اور اسلام کو خونی مذہب کہتے ہیں۔ مخالفین اسلام کے غلط پروپیگنڈے کی قلعی کھولنے اور

## اسلام کی حقیقی اور سچی تعلیم

کو واضح کرنے کے لئے جمعیۃ علماء کے اخبار الجمعیۃ میں ایک مؤثر اور معلومات سلسلہ مضامین شروع
کیا جا رہا ہے جو مخالفین کے لئے مشعل ہدایت اور مسلمانوں کیلئے ازدیاد بصیرت کا ذریعہ ہوگا۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلح و جنگ کے احکام کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھیں اور دیگر ہندوستان
کے تمام قومی و مذہبی معاملات میں صحیح رہنمائی سے مستفید ہوں تو فوراً خریداری کے ذریعہ اخبار الجمعیۃ
کو اسلام سے مدد دیجئے۔ اور اپنے احباب کو پڑھ کر سنائیے۔ ہر مسلمان کا قومی اور مذہبی فرض ہے کہ
اس حق کی آواز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچاوے۔ بالخصوص اس وقت آئمہ مساجد کی اسلامی خدمت
یہ ہے کہ جمعہ کے روز الجمعیۃ کے مضامین مسلمانوں کو سنا کر ان میں اسلامی تعلیم کی صحیح واقفیت پیدا کریں
تاکہ عام مسلمانوں کا طبقہ مخالفین کی تلبیس کی ضربوں سے محفوظ رہے۔ الجمعیۃ کی توسیع اشاعت بھی اسلامی تبلیغ
میں سے ایک مفید اور موثر ذریعہ ہے۔

(مولانا احمد سعید ناظم جمعیۃ علماء ہند)

www.pathagar.com

## ইসলাম কি হত্যাকাণ্ড শেখায়?

"দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম যদি কোনো মাযহাব দিয়ে থাকে তাহলে তা একমাত্র ইসলাম। কিন্তু শত্রুতা ও বিদ্বেষের মানসিকতা ইসলাম বিরোধীদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। ফলে এ আলোক রশ্মি তারা দেখতে পায়না এবং সর্বদা ইসলামের শিক্ষাকে হত্যার শিক্ষা এবং ইসলামকে হত্যাকাণ্ডের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে। ইসলাম বিরোধীদের ভ্রান্ত প্রচারণার গুমোর ফাঁক করার জন্যে এবং

## ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা

সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে 'আল জমিয়ত' পত্রিকায় এক তথ্যবহুল ধারাবাহিক প্রবন্ধের সূচনা করা হচ্ছে যা বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে হেদায়াতের মশালও মুসলমানদের অন্তর্দৃষ্টি লাভের উপায় হবে।

যদি আপনারা যুদ্ধ ও সন্ধির নির্দেশাবলী সত্যিকার ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী পড়তে ও উপলব্ধি করতে চান এবং ভারতের সকল জাতীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারে সঠিক পথ নির্দেশনা পেতে চান তাহলে দুসরা ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ থেকে 'আল জমিয়ত' পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন। আপন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে পড়ে শুনান। প্রত্যেক মুসলমানের জাতীয় ও ধর্মীয় ফরয হচ্ছে এ হকের আওয়াজ অন্যান্য মুসলমানের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিশেষ করে এ সময়ে মসজিদের ইমামগণের ইসলামি খেদমত এটাই যে, তাঁরা জুমার দিন 'আল-জমিয়তের' এ প্রবন্ধগুলো মুসলমানদেরকে শুনিয়ে তাদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন যাতে করে মুসলিম জনসাধারণ বিরোধীদের প্রতারণার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে।"

(মাওলানা) আহমদ সাঈদ
(সম্পাদক, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ)

'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' এর মুখপাত্রের পক্ষ থেকে উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি এ কথারই প্রমাণ যে, সাইয়েদ মওদূদী শুধু একজন সাংবাদিকই নন বরঞ্চ ইসলামের একজন সুপণ্ডিত, একজন পত্রিকা সম্পাদক এবং একজন প্রখ্যাত আলেমে দীন।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, সাইয়েদ মওদূদী উনিশশত ছাব্বিশের তেরই জানুয়ারি বাইশ বছর বয়সে দারুল উলুম ফতেহপুরী দিল্লীর শিক্ষক মাওলানা শরীফুল্লাহ খান সাহেবের কাছে তাফসীরে বয়যাবী, হেদায়া তথা উলুমে আকলিয়া ও আদাবিয়া ও বালাগাত এবং উলুমে আসলিয়া ও ফরুইয়াতে সনদ হাসিল করেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী বছর মাদরাসায়ে আলীয়া আরাবীয়া ফতেহপুরী দিল্লী এর মুহাদ্দিস ও ফকীহ মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধলভী সাহেবের নিকট থেকে হাদিস ফেকাহ ও আরবি সাহিত্যে সনদ লাভ করেন।

উপরন্ত পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯২৮ সালে উক্ত মুহাদ্দিসের কাছে সাইয়েদ মওদূদী জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক হাদিস গ্রন্থগুলো শব্দে শব্দে শিক্ষা লাভ করেন।

তৎকালীন অন্যতম প্রখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াযীর নিকট সাইয়েদ মওদূদী ফরজ নামাযের পূর্বে এক ঘন্টা করে আরবি ব্যাকরণ সার্ফ, নুহু, মা'কুলাত, মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন।

অতএব, এখন সাইয়েদ মওদূদীকে নিঃসন্দেহে একজন আলেমে দীন বলা যেতে পারে। মজার ব্যাপার এই যে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর পরিচিতির জন্যে না কোনোদিন তাঁর বংশের কোনো উল্লেখ করেছেন, আর না তাঁর কোনো উস্তাদের অথবা তাঁদের দেয়া কোনো সনদের উল্লেখ করেছেন। বরঞ্চ এ সনদগুলো তিনি গোপন রেখেছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর পর বহু অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করা হয়। উস্তাদের নাম করে মাওলানা মওদূদীর পরিচয় করিয়ে দেয়া হতোনা কোনো দিন যে, তিনি অমুক শায়খের সাগরেদ। বরঞ্চ উস্তাদের পরিচয় এভাবে করিয়ে দেয়া হতো যে, অমুক ছিলেন মাওলানা মওদূদীর উস্তাদ। কারণ তাঁর অমূল্য ইলমী অবদানই আলেমে দীন হিসাবে তাঁর পরিচিতির জন্যে যথেষ্ট ছিলো।

## আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী রহ.

এখন আলেমে দীন পরিভাষাটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আলেমে দীন শব্দদয় মুখে উচ্চারিত হতে অথবা কানে পড়তেই সাধারণত: মনের মধ্যে এ ধারণা জাগে যে, যে ব্যক্তি এক বিশেষ ধরনের লেবাস পোষাক পরিধান করেন, বিশেষ করে কোনো দার্সে নেসাবের ফারেগ এবং কোনো প্রসিদ্ধ দীনী মাদরাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিনিই আলেমে দীন। কিন্তু ব্যাপার প্রকৃত তা নয়। প্রকৃত পক্ষে 'ইলম' না 'কা-লা-আকুলু' বিতর্কের কোনো নাম আর না মানতেক বা তর্ক শাস্ত্রের ছোট বড় বিতর্ক ঝটিকার নাম। বরঞ্চ মর্ম উপলব্ধির নামই 'ইলম' (জ্ঞান) তা যদি না হয় তাহলে মাদরাসা বা কলেজ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীকে বড় জোর বলা যেতে পারে আক্ষরিক পরিচয়-এ নিগুঢ় তত্ত্ব মাওলানা মওদূদীর জানা ছিলো। তাইতো তিনি দিল্লী, ভূপাল ও হায়দরাবাদের বড় বড় লাইব্রেরি-গুলোতে রক্ষিত সকল মূল্যবান গ্রন্থাবলী মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

মাওলানা মওদূদী চল্লিশ সালের ৩১ মার্চ মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর এক পত্রের জবাবে বলেন–

www.pathagar.com

"প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক বই-পুস্তকের আলমারি উজাড় করে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কুরআন পাক পড়লাম তখন সত্যিই মনে হলো যে এ যাবত যা কিছু পড়াশুনা করেছি তা সবই ব্যর্থ হয়েছে। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত হয়েছে। ক্যান্ট, হিগেল, নিশটে, মার্কস এবং দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ আমার কাছে একেবারে শিশু মনে হয়েছে। তাঁদের প্রতি করুণা হয় যে, তাঁরা যে সব সমস্যা সমাধানের জন্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এবং যে সবের উপরে বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে সবের সমাধান পেশ করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে এ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসব সমস্যার দু'এক কথায় সুষ্ঠ সমাধান পেশ করা হয়েছে। এসব বেচারা যদি এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকতেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের জীবন এভাবে ব্যর্থতায় কাটিয়ে দিতেননা। আমার সত্যিকার মহোপকারী গ্রন্থ এই একটি (মেরী মুহসিন কিতাব)। এ আমাকে একবারে বদলে দিয়েছে। পশু থেকে মানুষ বানিয়েছে। অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আলোকে এনেছে। এমন এক প্রদীপ এ আমার হাতে দিয়েছে যে, জীবনের যে দিকেই তাকাই না কেন, সত্য আমার কাছে এমনভাবে প্রতিভাত হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। যে চাবি দিয়ে সব রকমের তালা খোলা যায় তাকে ইংরেজিতে বলে Master key। কুরআন আমার নিকট Master key। জীবন সমস্যার যে তালাতেই তা আমি লাগাই, তা চট করে খুলে যায়। যে খোদা এ মহাগ্রন্থ দান করেছেন তাঁর শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই।"

জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মর্ম উপলব্ধি করার জন্যে তিনি হাদিসে রসূলের মাধ্যমকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। ঘনিষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এ দু'টির সাথে (কুরআন ও হাদিস) সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বহু বছরে শ্রম সাধনার ফলে অবশেষে নিজের মধ্যে 'এস্তেম্বাত' ও 'এস্তেখরাজ' এর যোগ্যতা সৃষ্টি করেন। তার ঝলক আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে।

'আলেমে দীন' পরিভাষাটি বলতে এটাও বুঝায় যে, কুরআন হাদিসে এবং নবী মুস্তাফা সা.-এর জীবন চরিত্রের আলোকে 'দীন' সম্পর্কে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ জ্ঞান যে ব্যক্তির আছে এবং তদনুযায়ী যিনি নিজের গোটা জীবনকে গড়ে তুলেছেন তাঁকেই বলে আলেমে দীন। আলেমে দীনের কাজ তাই বলে শুধু এটাই নয় যে দীন অনুযায়ী তিনি শুধু নিজের জীবনই গড়ে তুলবেন। বরঞ্চ যে দীনকে তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন এবং মেনে নিয়েছেন তা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন, তাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রকাশিত করার আন্দোলন ও সংগ্রাম করবেন।

২—

www.pathagar.com

কিন্তু মুসলমানদের পতন যুগে অমুসলিম শাসকদের অধীনে বহু কাল যাবত গোলামীর জীবন যাপন করার ফলে দীনকে সংকীর্ণ অর্থে বুঝবার ও বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ কুরআন পাকের ভাষায় 'দীন' শব্দটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। চারটি অংশ নিয়ে সে বিধান গঠিত।

**এক :** সার্বভৌমত্ব, সর্বোচ্চ সার্বিক ক্ষমতা।

**দুই :** সার্বভৌমত্বের মুকাবিলায় আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য।

**তিন :** এ সার্বভৌমত্বের প্রভাবাধীন চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত তাহযিব তামাদ্দুন বা সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ।

**চার :** সে বিধান মেনে চলার জন্যে পুরস্কার এবং প্রত্যাখান বা লঙ্ঘন করার পরিণামে শাস্তি। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত প্রতিদান-প্রতিফল।

কুরআন কখনো প্রথম অর্থে এবং কখনো দ্বিতীয় অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছে। কখনো তৃতীয় অর্থে এবং কখনো চতুর্থ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো 'আদ্ দীন' বলে অংশ চতুষ্টয় সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধানকেই বুঝানো হয়েছে। মাওলানা মওদূদী 'দীন' শব্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহে' নামক গ্রন্থে। তাঁর এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কারো দ্বিমত হয়নি, হতেও পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে দেশের আইনের (Law of the Land) জন্যে 'দীন' শব্দ ব্যবহার করে দীনের ব্যাপকতা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এর দ্বারা তিনি ঐ সব লোকের দীন সম্পর্কিত ধারণার মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছেন, যারা নবীগণের দাওয়াতকে শুধুমাত্র সাধারণ ধর্মীয় অর্থে এক খোদার পূজা অর্চনার এবং নিছক কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের মধ্যে সীমিত বলে মনে করে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে মানবীয় সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, আইন কানুন এবং এ ধরনের অন্যান্য পার্থিব কাজ কর্মের সাথে দীনের কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা থাকলেও এ সব ব্যাপারে দীনের হেদায়েত নিছক সুপারিশমূলক এবং তা মেনে চললে তা ভালোই। অন্যথায় মানুষের নিজের রচিত নীতিপদ্ধতি মেনে নিতে কোনো দোষ নেই। দীন সম্পর্কে এ ধারণা একেবারে গুমরাহিমূলক। মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত এ ধারণার প্রচলন রয়েছে। এ ধারণা মুসলমানদেরকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিমুখ করে রেখেছে যার ফলে মুসলমানগণ কুফর ও জাহেলিয়্যতের জীবন বিধানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তা পরিচালনা করতেও প্রস্তুত হয়েছে। অথচ তা কুরআনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কুরআন পরিষ্কার একথা বলে যে, নামায রোযা হজ্ব প্রভৃতি যেমন ধারা 'দীন' তেমনই সে আইন ও নিয়ম নীতিও 'দীন' যার ভিত্তিতে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। অতএব ইন্নাদদীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম : অর্থাৎ আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র দীন।

www.pathagar.com

"অমাইয়াব তাগী গায়রাল ইসলামে দীনান ফালাইয়ুঁক বালা মিনহু- অর্থাৎ কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করে, তা কখনো কবুল করা হবেনা।

প্রভৃতি আয়াতগুলোতে যে দীনের আনুগত্যের দাবি করা হয়েছে তার দ্বারা শুধু নামায রোযাই বুঝানো হয়নি, বরঞ্চ ইসলামের সামগ্রিক পূর্ণ ব্যবস্থাই বুঝায়। তা পরিহার করে অন্য কোনো বিধান অনুসরণ করা খোদার কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

আলেমে দীন হিসাবে যখন আমরা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মূল্যায়ন করি তখন জানতে পারি যে, তাঁর দীনী ইলম শুধু ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়াদিতেই সীমিত নয়, বরঞ্চ তিনি দীনকে যেমন ধারা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান মনে করেন তেমনি পৃথিবীতে প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানকে দীনেরই একটি অংশ এবং দীন উপলব্ধির একটি উপায় মনে করেন। অতএব মাওলানা তাঁর অধ্যয়নের পরিধি তাফসির, হাদিস, ফেকাহ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি কোনো বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করে থাকলে তা গভীরভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের পরই করেছেন এবং বিষয়টির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর যথাসাধ্য গভীর পর্যালোচনার পরই করেছেন। এ কারণেই তাঁর প্রবন্ধাদি ও গ্রন্থাবলীতে একটি যুক্তিপূর্ণ ও সুদৃঢ় সংগতি দেখতে পাওয়া যায়।

## কোনো আন্দোলন ব্যতীত দীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা

বিগত কয়েক শতাব্দীর ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় বিগত শতাব্দিতে ভারতে 'তাহরিকে মুজাহেদীন' ব্যতিত কোথাও কোনো ইসলামি আন্দোলন হয়নি। ফলে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান না হয়ে কতিপয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব এক ধর্মে রূপান্তরিত হয়। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিকির আযকার, ইসলামের ওয়াজ-নসিহত বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠান, মক্তব, মাদরাসা, খানকাহ, কুরআন-হাদিসের আলোচনা ও দীক্ষাদান, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা প্রভৃতিতেই ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এসব কিছু ইসলাম বহির্ভূত কোনো জিনিস নয়, তথাপি শুধু এ সব মুসলমান জাতিকে অধঃপতন ও চরম বিকৃতি থেকে রক্ষা করতে পারেনা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিশ্বের বহু মুসলিম মনীষী উপরোক্ত খেদমত আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। তথাপি মুসলিম জাতিকে বিজাতীয় ও বিধর্মী শক্তি বর্গের অধীন গোলামীর জীবন যাপন করতে হয়েছে। বিধর্মী শাসকদের পক্ষ থেকে ইসলামি আকীদাহ-বিশ্বাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির উপর বার বার আঘাত এসেছে। আলেম সমাজ এ ব্যাপারে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ইসলামি আন্দোলন তথা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' কোথাও না থাকলেও বিভিন্ন

www.pathagar.com

দেশে বহু ইসলামি প্রতিষ্ঠান ছিলো। ভারতে যেমন ছিলো দেওবন্দ, সাহারানপুর, নাদওয়া কোলকাতা মাদরাসা, তেমনি মিশরে ছিলো জামে আযহার, জামালুদ্দীন আফগানীর সাগরেদ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুহু ও আল্লামা রশীদ রেজা, সিরিয়া ও জর্দানে আল্লামা বদরুদ্দীন আল হুসায়নীর অনুসারীগণ কর্মতৎপর ছিলেন। যতোদিন ইরাকে শায়খ আমজাদ আয যাহাবী জীবিত ছিলেন, ততোদিন তিনি ছিলেন ইসলামের প্রতীক। ফিলিস্তিনে শায়খ ইয়্যুদ্দীন আলকেসাম, আলজিরিয়ায় আল্লামা আবদুল হামীদ বিন বাদীস, মরক্কোয় আবদুল করীম রিফী ও তাঁর ভাই আবদুল করীম খিতাবী এবং সুদানে মাহদী সুদানীর অনুসারীগণ ইসলামি প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ায়ও একসাথে কয়েকজন মনীষী ইসলামের খেদমতে উৎসর্গীকৃত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুকরী আমীন ও হাশিম আশয়ারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর নাইজেরিয়ার উপজাতি এলাকায় ওসমান বিন ফাউযীর প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এ সব মহান ব্যক্তি ইসলামের যে প্রশংসনীয় খেদমত করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কর্মতৎপরতা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজেই সীমিত ছিলো।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে মুসলিম মনীষীগণ ইতিহাসের প্রতিটি যুগে ইসলামি সংবিধান, আইন, সভ্যতা সংস্কৃতির উপর আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। মাওয়ার্দী হানফীর 'আল-আহকামুস সুলতানিয়া', আবুল আলী হাম্বালীর 'আল আহকামুস সুলতানিয়া', ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 'আসসিয়াসাতুস শারইয়াহ' 'ইবনে কাইয়্যেমের' আত্তারীকুল হুকমিয়া ছাড়াও ইবনে হাজার ইবনে হাযম, ইমাম শাওকানী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ সবের পূর্বে প্রখ্যাত ফকীহ ও ইমাম শাতবীর আল 'মুয়াফেকাত' ও 'আল ই'তেসাম' এ বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণসহ উচ্চমানের গ্রন্থ রচিত হয়। মোট কথা ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে শুরু করে ইবনে আবেদীন শামী পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোণামে ইসলামি শাসনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ভারতে তাহরিকে মুজাহেদীনের সাফল্য স্থায়ী হতে না পারায় যাঁরা এ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন তাঁদের উপর বৃটিশ সরকারের অমানুষিক নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতীয় আলেমগণের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। তাদের মনে এ সন্দেহেরও সৃষ্টি হয় যে খেলাফত আলামিনহাজির রেসালাত কখনো সম্ভব হবেনা। ফলে মুসলিম জনসাধারণ আলেমদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে যা অতীতে কোনোদিন হয়নি। তদুপরি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতসহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো বহুদিন যাবত গোলামির জীবন যাপন করার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রভাব মুসলমানদের মনের উপর এমন বিস্তার লাভ করে যে ইসলামের মূল চিন্তাধারা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খৃষ্টান জগতের ন্যায় ধর্ম ও রাজনীতিকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক মনে করতে থাকে। এ বিকৃত ধারণা আলেমগণও পোষণ করতে থাকেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মিশরে আলী আবদুর রায্যাক 'আল ইসলাম ওয়াল উসূলুল হুকুম' নামক গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রাজনৈতিক জীবনের সাথে দীনের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্যি-এর প্রতিবাদে কয়েকখানা গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন রশীদ রেজার 'আল খিলাফাতু ওয়াল ইমামাতুল কুবরা' এবং শায়খুল ইসলাম সাবরী আফেন্দীর 'আল নাকীর আলা মুনকরিন নি'মাতে মিনাদ্দীনে ওয়াল খেলাফতে ওয়াল উম্মাহ' গ্রন্থগুলোতে আবদুর রায্যাকের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করা হয়। তুরস্কের নাস্তিক্যবাদীগণ ইসলামের আকীদাহ বিশ্বাস ও শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করলে সাবরী আফেন্দী 'মওকেফুল ইসলাম-মিনাল ইলমে ওয়াল আকলে' গ্রন্থ লিখে তার দাঁতভাঙা জবাব দেন। এভাবে জর্যি যায়দান 'তারীখুত্তামাদ্দুনিল ইসলাম' গ্রন্থে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকৃত করার চেষ্টা করলে শুধু মিশরের আলেমগণই নন ভারতের মাওলানা শিবলী নোমানীও সেসবের জবাব দেন।

এভাবে কতিপয় মুসলিম মনীষী গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামের যে বিরাট খেদমত করেছেন তা অনস্বীকার্য এবং তাঁদের গ্রন্থাবলী ইসলামি সাহিত্য ভাণ্ডারকে যে সমৃদ্ধ করেছেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব চিন্তাধারাকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্যে যেহেতু কোনো ইসলামি জামায়াত ও আন্দোলন ছিলনা সেজন্যে তা গ্রন্থাবলীর মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে। জনগণের মধ্যে কোনো জাগরণ সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে ইসলাম বিরোধী আদর্শ বা জাহেলিয়াত সর্বত্র রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

এদিক দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা ছিলো অতীব বেদনাদায়ক। যারা একদিন বিজয়ীর বেশে এ দেশে এসেছিলো, এদেশকে আপন দেশ মনে করে এদেশে এক হাজার বছর যারা শাসন পরিচালনা করেছে, তারা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকেই বিতাড়িত হয়নি, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের অধঃপতন সূচিত হয়। এরা ইংরেজ শাসক ও হিন্দুজাতির আক্রোশ ও প্রতিহিংসার শিকার হয়ে পড়েছিল। তদুপরি ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা তাদের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত করে। বিশেষ করে শিক্ষিত যুব সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির যাদুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে পড়ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারত সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

একজাতীয়তার জালে আবদ্ধ করে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো।

## মাওলানা মওদূদীর অবদান

এমন সময়ে এ শতাব্দির প্রারম্ভেই মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির বাণী নিয়ে এক যুগ ও ইতিহাস শ্রষ্ঠা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। উনিশ শ আটাশ সালে সাংবাদিকতা পরিত্যাগ করে মাওলানা মওদূদী ইসলামি জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে তিনি অত্যন্ত আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। হায়দরাবাদের ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানীর প্রচেষ্টায় দুই দুইবার মাওলানাকে সম্মানজনক পদে নিয়োগ পত্র দেয়া হয় কিন্তু তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দুইবারই তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের খেদমত করাই ছিলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য সে সময়ের একজন প্রতিভাবান মর্দে মুমেন ও মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজনও ছিলো অত্যধিক। তর্জুমানুল কুরআন নামে একটি মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা এ খেদমত আঞ্জাম দেয়া শুরু করেন।

তাঁর সম্পাদনায় ১৯৩২ সালে তর্জুমানুল কুরআনের প্রথম সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় মাওলানা বলেন–

"ইসলামকে তার প্রকৃত আলোকে পেশ করতে হবে, যে আলোকে কুরআন হাকীম তাকে পেশ করেছে।"

পঞ্চম পৃষ্ঠায় বলেন– "মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই কুরআনকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে এবং ঐ সব সন্দেহ সংশয় দূর করতে হবে যা কুরআন অধ্যয়নকারীদের মনে সৃষ্টি হয়।"

ইসলামকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্যে প্রয়োজন ছিলো পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার যাদুর প্রভাব নস্যাৎ করা। সূচনাতেই মাওলানা এ সম্পর্কে বলেন :

"এ সময়ে কাজের যে ক্রমিক ধারা আমার মনে রয়েছে তা এই যে, সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রভাব দূর করা যা মুসলমানদের প্রতিভাবান লোকদের মন মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ কথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামের নিজস্ব একটি জীবন বিধান রয়েছে, নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, নিজস্ব চিন্তাধারা ও নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আছে যা সব দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাদের মন থেকে এ ধারণা দূর করতে হবে যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে তাদেরকে কারো ভিক্ষা চাইতে হবেনা। তাদেরকে বলে দিতে হবে তোমাদের নিজস্ব এক জীবন বিধান আছে যা দুনিয়ার সকল জীবন বিধান থেকে উৎকৃষ্টতর। কঠোর

www.pathagar.com

সমালোচনা করে তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে যে, পাশ্চাত্যের যে ব্যবস্থার প্রতি তারা মন্ত্রমুগ্ধ তার প্রতিটি দিক ও বিভাগে কি কি দুর্বলতা রয়েছে।"

মাওলানা মওদূদীর জীবনের লক্ষ্য ছিলো ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামি আন্দোলন পুনর্জীবিত করা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

"আমার লক্ষ্য ইসলামি আন্দোলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনর্জীবন। আমাকে ক্রমান্বয়ে আমার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হয়েছে। তর্জুমানুল কুরআনের জীবনের প্রথম চার বছর (১৯৩২-৩৬) এ চেষ্টায় অতিবাহিত হয় যে, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গোমরাহির যে যে রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে তা ধরিয়ে দেয়া এবং ইসলাম থেকে দৈনন্দিন যে দুরত্ব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিলো তা প্রতিহত করা।"

আল্লাহ তা'আলা মাওলানা মওদূদীকে ক্ষুরধার লেখনী শক্তি দান করেছিলেন এবং তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতা সংস্কৃতি "এক্সরে' করে তার ত্রুটি বিচ্যুতি, অন্তঃসারশূন্যতা এবং অনিষ্টকারিতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন একটি আত্মবিস্মৃত জাতির মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে যে যে ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন, একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের মতো মাওলানা মওদূদী তদনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে উপযোগী ইসলামি সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর ভাষ্য ছিলো অত্যন্ত সাবলিল, যুক্তিপূর্ণ, শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে অর্ধ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের কাছে তা সমানভাবে বোধগম্য ও সমাদৃত।

## ত্রিশের দশকে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

১৯৩৩ : ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা, মাসআলায়ে জবর ও কদর

১৯৩৪ : ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, তাফহীমাত ১ম ও ২য় খণ্ড

১৯৩৫ : স্বামী স্ত্রীর অধিকার, ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

১৯৩৬-৩৭ : ইসলাম পরিচিতি, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, পর্দা ও ইসলাম

১৯৩৮ : ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামি ইবাদতের একটি তাত্ত্বিক আলোচনা, মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান)।

তাঁর এসব অমূল্য গ্রন্থাবলী তাঁকে একজন প্রখ্যাত আলেমে দীনেরই মর্যাদায় ভূষিত করে। তাঁর ছোট বড় গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। পৃথিবীর প্রায় ৪০টি ভাষায় তার অনেকগুলো অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে।

www.pathagar.com

একজন সত্যিকার আলেমে দীনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ইলমের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর আমল আখলাক, চরিত্র ও আচার আচরণে। সেজন্যে তাঁর সংস্পর্শে এলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। মাওলানা মওদূদীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও ছিলো তাই। বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন দেশের অগণিত মানুষ তাঁর বাসভবন সংলগ্ন উদ্যানে অনুষ্ঠিত প্রতিদিনের বৈকালীন আসরে তাঁর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ লাভ করার পর যখন বিদায় গ্রহণ করতেন, তখন নিয়ে যেতেন বুক ভরা ঈমানের নূর, ইসলামের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, এবং আল্লাহর পথে চলার দৃঢ় সংকল্প। মাওলানার কাছে প্রশ্ন করে অনেকের ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সন্দেহ সংশয় দূর হয়ে যেতো। তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণকারী কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপচারিতা করার পর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। এমন কি এমন ঘটনা ঘটতেও দেখা গেছে যে, কোনো ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র গোপন করে তাঁর আসরে যোগদান করেছে অত:পর তাঁর ইসলামি জ্ঞান গরিমার পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুরী লক্ষ্য করে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে। একজন খোদা প্রেমিক আলেমে দীনের এইত পরিচয়। তিনি শুধু নবী পাকের সা. বংশধরই ছিলেননা, তাঁর প্রকৃত ওয়ারিশও ছিলেন। ধন সম্পদের ওয়ারিশ নয়, নবীর অহী ভিত্তিক ইলমে ওয়ারিশ। সে ইলমের ভিত্তিতে নবীর প্রতিষ্ঠিত দীনকে তিনি পুনর্জীবিত ও পুন:প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামও করেছেন সারাজীবন।

## মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে মাওলানা মওদূদী রহ.

খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানগণ চরম নৈরাশ্যের শিকার হয়ে একেবারে পথ হারা হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মাওলানা মুহাম্মদ আলীর ইন্তেকালের পরে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবার আর কেউ রইলোনা। এসময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করা হয়। বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তাদেরকে ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করতেই হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতেই ক্ষমতা অর্পিত হবে, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র অনুযায়ী এ এক অবধারিত সত্য। এ হস্তান্তর কার্য পাকাপোক্ত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একজাতীয়তার জোরদার প্রচারণা শুরু হয়। অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বী এক জাতি এবং কংগ্রেস তাদের সকলের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দুজাতি ভারতের সমগ্র অধিবাসীদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ। উপরন্তু একজাতীয়তা সর্বস্বীকৃত হলে কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোনো দল উপদলের অস্তিত্ব থাকেনা; এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। একজাতীয়তাবাদ মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে একদিকে শুদ্ধি আন্দোলন এবং অপর দিকে Muslim Mass Contract Movement ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। চরম

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা নির্মুল করে, তাদেরকে হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার করার যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছিলো তা তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারলেননা।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, আবহমান কাল থেকে ওলামায়ে কেরাম মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। তাই মুসলিম জনসাধারণ তাদের এ চরম মুহূর্তে আলেমদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু আলেমদের পক্ষ থেকে তাদেরকে আত্মহত্যার পথই দেখানো হলো। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ছিলো ভারতীয় আলেমদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। জমিয়ত তিরিশের দশকে একজাতীয়তাবাদ সমর্থন করে। শুধু তাই নয়, দেওবন্দের শায়খুল হাদিস মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী মরহুম এক জাতীয়তার সমর্থনে একজাতীয় ও ইসলাম নামে একখানা গ্রন্থও প্রকাশ করেন। এমনকি দিল্লী জামে মসজিদের মেহরাব মেম্বার থেকে ঘোষণা করেন জন্মভূমিই জাতীয়তার ভিত্তি। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বাইরে যে সব আলেম ছিলেন তাঁরা এর কোনো প্রতিবাদ করার সাহস করেননি।

ইসলাম মানুষকে স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার যে অধিকার দিয়েছে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সীমা অতিক্রম করলেই সে স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হয়। নবী ব্যতীত প্রত্যেক মানুষ ভুল করতে পারে এবং করেও থাকে। তার সাথে একমত না হওয়ার অধিকারও প্রত্যেকের আছে। কোনো বিতর্কিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা.-এর সুস্পষ্ট বক্তব্যের আলোকেই করতে হবে। কিন্তু কারো প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সীমা অতিক্রম করলে তাকে সকল ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়। ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে জড়তা ও স্থবিরতা মানসিক গোলামি এনে দেয়। বুযুর্গানে কওমের প্রতি এ ধরনের অতি ভক্তি এবং সেই সাথে চিন্তার স্থবিরতা ইয়াহুদ নাসারাদেরকে তাদের বুযুর্গানে কওম তথা আহবাব ও রাহবারদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছিলো, কুরআন তীব্র ভাষায় যার সমালোচনা করেছে।

মাওলানা মওদূদী তাঁর মাসিক তর্জুমানুল কুরআনে 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত', শীর্ষক এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটা তিনি লিখেছিলেন মাদানী মরহুমের 'মুত্তাহিদা কওমিয়াত আওর ইসলাম' পুস্তকের প্রতিবাদে। তিনি কুরআন হাদিস ও ইসলামি ইতিহাসের কষ্টি পাথরে প্রমাণ করেন যে অমুসলিমদের সাথে মিলে মুসলমান কখনো এক জাতি হতে পারেনা। অথচ মাদানী মরহুম তাঁর গ্রন্থে তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। মাওলানা মওদূদীর 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত' হিন্দু ভারতের এক জাতীয়তার ভিত্তিতে রামরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সাধ ভেঙে দেয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে। অন্য কারো মুখ থেকে 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম'

www.pathagar.com

গ্রন্থের বিরুদ্ধে টু শব্দটি শুনা যায়নি। শুধু আল্লামা ইকবাল তাঁর রোগ শয্যা থেকে কয়েক ছত্র কবিতার তীর ছুঁড়েছিলেন।

মাওলানা মওদূদী তাঁর 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াতে' একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, ইসলামি জাতীয়তা কোনো বর্ণ, ভাষা অথবা জন্মভূমির ভিত্তিতে হয়না হয় ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে। তাঁর 'মাসয়ালায়ে কওমিয়াত ও ইসলাম' এবং 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' মুসলমানদের মধ্যে এক নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে। তাদেরকে পথের সন্ধান দান করে এবং হিন্দুজাতির মধ্যে মিলে-মিশে একাকার হওয়া থেকে রক্ষা করে।

একচল্লিশ সালে মাওলানা মওদূদী ইসলামি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামি নামে একটি আদর্শবাদী ইসলামি দল গঠন করেন। ১৯৪০-৪১ সালে তাঁর উল্লোখযোগ্য গ্রন্থ হলো :

ইসলামি রেঁনেসা আন্দোলন, ইসলামি বিপ্লবের পথ, এক আহম এস্তেফতা, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামি সমাধান।

পরবর্তী কালে অবশ্যি আমরা তাঁকে ইমাম মালেক রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর পদাংক অনুসরণ করে চলতেই দেখেছি এবং প্রতিটি পদে পদে ইলম ও আমলের একত্র সমাবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অতীত মহান ও গরিয়ান করে তুলেছে।

ইসলামি আন্দোলনের উৎসই যেহেতু আল-কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ সা.-এর তেইশ বছর ব্যাপী ইসলামি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে পথ নির্দেশনার জন্যেই বিভিন্ন সময়ে কালামে পাক নাযিল হয়েছে তাই মাওলানা অনুধাবন করেছিলেন যে, কুরআন পাককে তার উদ্দেশ্য ও মর্মসহ সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে না পারলে ইসলামি আন্দোলন অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি তাঁর অজস্র সাহিত্য রচনার সাথে সাথে কুরআন পাকের তাফসির করার কাজেও হাত দেন তাঁর এ তরজমা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে 'তাফহীমুল কুরআন" (Towards Understanding the Quraan বা কুরআন উপলব্ধি) বলে আখ্যায়িত করেন। এ নামকরণ সত্যিই অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। তাঁর প্রকাশভঙ্গীও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। যার ফলে কুরআনের উদ্দেশ্য ও মর্ম পাঠকের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। প্রকৃত পক্ষে তাফহীমুল কুরআন ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৈতিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন জ্ঞানের এক বিশ্বকোষ। আগামী শতাব্দীগুলোর জন্যে এ একটি জীবন্ত ও শাশ্বত গ্রন্থ হিসাবে হেদায়েতের আলো বিকিরণ করতে থাকবে।

www.pathagar.com

তাফহীমুল কুরআন রচনা কালে মাওলানার সামনে থাকতো বিশেষ করে যমখশরীর 'কাশশাফ আন্ হাকায়েকুত্তানযীল, আল্লামা ইবনে কাসীরের 'তাফসিরুল কুরআনিল আযীম', আল্লামা ইবনে জারীর তাবারীর জামেউল বায়ান, ইমাম রাযীর মাফাতিহুল গায়েব অর্থাৎ তাফসিরুল কবীর, আল্লামা আলুসীর রুহুল মায়ানী, আবু বকর জাসসাসের আহকামুল কুরআন এবং ইবনুল আরাবি মালেকীর আহকামুল কুরআন।

তাফহীমুল কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে আধুনিক মন মানসিকতাকে সামনে রেখে মাওলানা এর টীকার বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাদান করেছেন। আরবি অভিধান, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কোনো প্রকার অবতারণা না করে সহজ সরল ভাষায় আধুনিক যুগের সমস্যাগুলো পেশ করেছেন। কুরআন পাঠকালে পাঠকের মনে যে সব সন্দেহ সংশয় ও প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে সে সবের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত করেছেন।

তাফহীমুল কুরআনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে এর মাধ্যমে মাওলানা নবী সা.-এর সিরাত পাকের উপর প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। কুরআন পাকের ধারক ও বাহক নবী মুস্তাফার সা. সত্যিকার পরিচয় দান করে তাঁর প্রতি পাঠকের অগাধ প্রেম ও ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন।

তাফহীমুল কুরআনের টীকায় সিরাতের পুর্ণাঙ্গ আলোচনা সত্ত্বেও সিরাতে সরওয়ারে আলম নামে মাওলানা সিরাত পাকের এক অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন যা কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সুন্নাত কি আইনি হায়সিয়াত অর্থাৎ সুন্নাতের আইনানুগ মর্যাদা নামে আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে মাওলানা সুন্নাতের আইনগত মর্যাদাকে প্রমাণিত করেছেন যা ইসলামি আইনের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। সেই সাথে হাদিস অস্বীকারকারীদের একটা ফেৎনা যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো এ গ্রন্থের দ্বারা সে ফেৎনার মূলোৎপাটিত হয়।

তাফহীমুল কুরআন সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছে শিক্ষিত যুব সমাজের কাছে যার ফলে অসংখ্য অগণিত যুবক পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার বন্ধন ছিন্ন করে ইসলামের জন্যে নিজেদেরকেও উৎসর্গীকৃত করেছেন।

## তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান

হাদিস অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে বুখারি ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থ থেকে বেছে বেছে এমন পনেরো বিশটি হাদিস পেশ করা হয় যা সাধারণ বুদ্ধি বিবেকের কষ্টি পাথরে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এর ভিত্তিতে হাদিস অমান্যকারীগণ গোটা হাদিস শাস্ত্রকে অমূলক ও অবিশ্বাস্য প্রমাণ করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে হাদিস সম্পর্কে দক্ষতা রাখেন এমন অনেকের মনেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাঁরা মাওলানার কাছে ও সবের ব্যাখ্যা দাবি করলে তিনি সে সবের এমন সুন্দর

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা দান করে এ সবের সত্যতা প্রমাণ করেন যে, সে সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান হয়। এমনি কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক অনুসন্ধিৎসু মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করেন। এভাবে তিনি হাদিস ও তাফসির শাস্ত্রে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হন। (রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড দ্রঃ)

সোসালিজম, কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, কাদিয়ানীবাদ, ভাষাভিত্তিক ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি 'ইজম' ও মতবাদগুলো ইসলামের মূল প্রাণশক্তি গ্রাস করছিলো। আলেমে দীন ও ইসলামের বলিষ্ঠ মুখপাত্র হিসাবে মাওলানা মওদূদী এ সব জাহেলী মতবাদের কোমর ভেঙ্গে দেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি ইসলামের যে অশেষ খেদমত করেছেন তা বিগত কয়েক শতাব্দীতে আর কেউ করতে পারেননি।

মাওলানা মওদূদীর ইলমী বা বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান এতো ব্যাপক, বিরাট ও বহুমুখী যে একজন সত্যিকার আলেমে দীনের ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন।

ষাটের দশকে লেখা তাঁর 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' উপমহাদেশে প্রতিবাদ সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করে। কিন্তু এ একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য তথ্য ভিত্তিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। খেলাফত ও কিভাবে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো তার কারণগুলো অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

## চারিত্রিক গুণাবলী

একজন আলেমে দীনের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে খোদার ভয় খোদার জন্যে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়ার দৃঢ় মনোবল এবং একমাত্র খোদার প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুল সবর ও সহনশীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সব কয়টিতেই তিনি কামালাত বা পূর্ণত্ব লাভ করেন।

চরম বিপদজনক মুহূর্তে, স্বাভাবিক দুঃখদৈন্যে, পুলিমের আবেষ্টনীতে, জেলের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে এবং মৃত্যুদণ্ড শ্রবণে তাঁর যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় পাওয়া গেছে তার তুলনা বিরল।

কিছু রাজনীতিক ও তথাকথিত বুযুর্গানে কওমের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবিরত গালি বর্ষণ হয়েছে, অমূলক অপবাদ ও ফতোয়াবাজি হয়েছে। তাদের প্রতি তিনি কোনো দিন মুখ খুলেননি। বরঞ্চ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন চিরদিনের জন্য। এসব তথাকথিত আলেমে দীন ও বুযুর্গানে কওমের কণা মাত্র খোদাভীতি ও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি থাকলে একজনের বিরুদ্ধে এ ধরনের পরিকল্পিত উপায়ে অভিযান পরিচালনা করতেননা। এতে তাঁরা ইসলামের দুশমনদের উদ্দেশ্য পূরণেই সাহায্য করেছেন। এসব লোক সম্পর্কে মাওলানা বলেন, আমি বুঝতে পারছি তারা আমার নেকীর পাল্লা ভারি করার কাজে লেগে আছে। তার জন্যে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

সারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাকে 'আল ইমাম' 'আল উস্তায' মওদূদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাদের কোনো ইলমী অবদান ও একামতে দীনের খেদমত বলে কিছু নেই। যারা ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের এক জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতায় সোচ্চার ছিলেন, তাঁরা এবং তাঁদের অন্ধ ভক্ত অনুরক্তগণই মাওলানার বিরুদ্ধে কাদা ছড়াবার কাজ করে আসছেন।

## সর্বশেষ কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সারা জীবনের কর্মসাধনার সঠিক মূল্যায়ন করলে এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয় যে, একজন বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি নিম্নলিখিত দীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

১. সমসাময়িক বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর ইসলামের মধ্যে কতোখানি বিকৃতি এসেছে, তার দেহের ভেতর জাহেলিয়্যত কোথায় এবং কতোটুকু অনুপ্রবেশ করেছে, কোন পথে তার আগমন, কোথায় তার শিকড় এবং বিস্তৃতি তার কতোখানি এসব কিছু নির্ণয় করে তিনি ইসলামকে তার সঠিকরূপে তুলে ধরেছেন।

২. কোথায় আঘাত হানলে জাহেলিয়্যতের বাঁধন ছিন্ন হবে এবং ইসলাম পুনরায় একটি শক্তি হিসাবে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে তার জন্যে তিনি ব্যাপক সংস্কার সংশোধনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা পেশ করেছেন এবং তদনুযায়ী কাজও চলছে।

৩. তিনি মানুষের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মানুষের আকীদা বিশ্বাস চিন্তাধারা, জীবন দর্শন, মন মানসিকতা ও আমল আখলাক ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার তিনি সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

৪. বংশানুক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত রসম রেওয়াজ এবং ইসলামের নামে যে সব নতুন নতুন বিদআত মুসলিম সমাজে দানা বেঁধেছে তার মূলোৎপাটন করে তিনি শরিয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার প্রেরণা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামি নেতৃত্বের যোগ্য লোক তৈরি করেছেন।

৫. ইসলামের দুশমন শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual) প্রতিরোধ করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছেন।

৬. ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন যাতে করে জাহেলিয়্যতের হাত থেকে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামি নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ করা যায়।

www.pathagar.com

৭. তিনি ইসলামি চরিত্র গঠনের এমন এক পদ্ধতির প্রচলন করে গেছেন যাতে করে আমল আখলাকে মুনাফেকী তথা কথা ও কাজের মধ্যে বৈষম্য দেখতে পাওয়া না যায়।

৮. দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতেহাদের যোগ্যতাও তাঁর ছিলো। অর্থাৎ দীনের মূলনীতি ও প্রাণশক্তিতে অক্ষুন্ন ও অমলিন রেখে সমকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শরিয়তের বিধানকে সঙ্গতিশীল করে পেশ করার যোগ্যতাও তাঁর ছিলো।

৯. উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো হাসিলের জন্যে তিনি এক বিশ্বজনীন আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন, যার ফলে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি পুনর্জাগরণের গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছে।

উপরোক্ত কাজগুলো নিঃসন্দেহে একজন মুজাদ্দিদেরই কাজ এবং তাঁকে একজন মুজাদ্দিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হোক বা না হোক তিনি যে এসব কাজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বিশ্বের যেখানেই আজ ইসলামের গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছে তার পেছনে রয়েছে তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার ও চিন্তাধারা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব। এসব কারণেই তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন।

www.pathagar.com

## মাওলানা মওদূদীর শিক্ষাগত সনদপত্র সমূহ

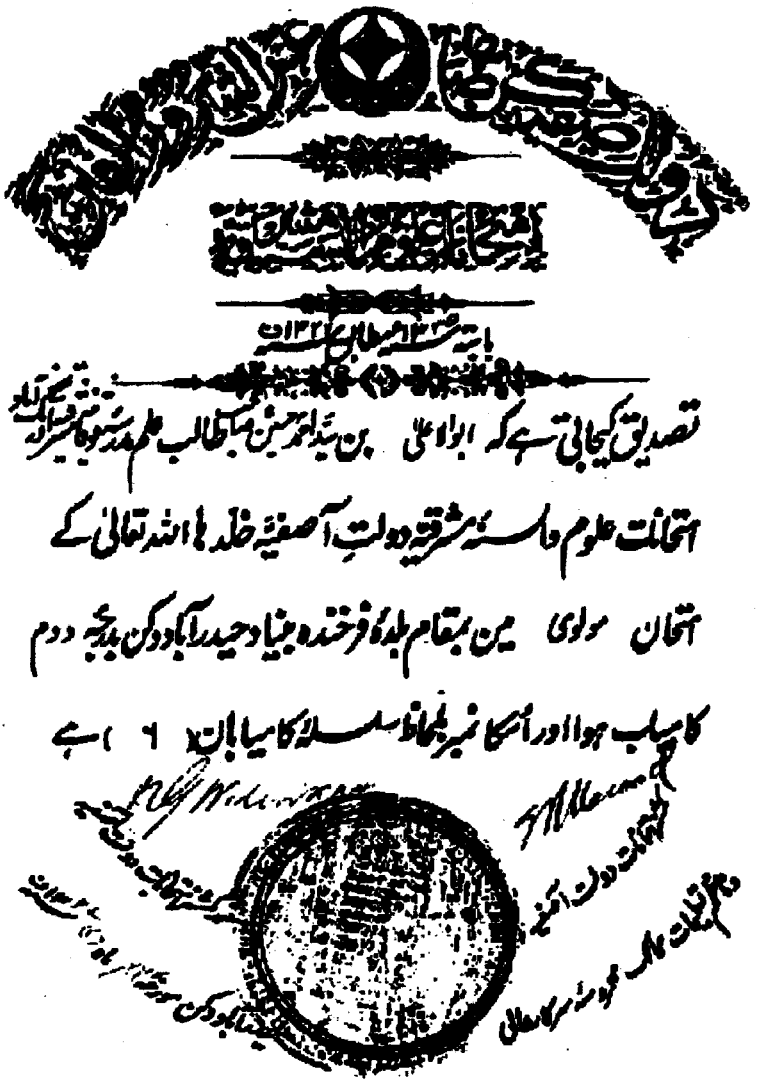

১৩৩৫ হিজরি মোতাবেক ১৯১৬ ঈসায়ী সালে ১৩ বছর বয়সে মাওলানা মওদূদী রহ. মৌলভী (মেট্রিক) পাশ করেন। সার্টিফিকেট থেকে দেখা যায় তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

www.pathagar.com

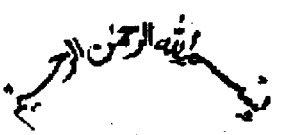

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملئكة
والروح عالم الغيب والشهادة وهو اللطيف الخبير والصلوة والسلام على
حبيبه الأعظم وخليله الأكرم سيد ولد آدم وصفوة الصفوة من جميع العالم
محمد المصطفى وعلى آله المجتبى

وبعد فان العلوم على تشعب فنونها وتكثر شجونها ارفع المطالب وانفع المآرب
وقد من الله تعالى من عباده على من اعتنى لطلبها واخذ باوفر حصولها
واتقانها وكان منهم من حوى الفضائل الانسية ورقى المعارج السنية فقرأ
جملة الكتب الانتهائية من العلوم العقلية والنقلية الادبية بغاية من التحقيق ونهاية
من التدقيق فارع فيما قرأ علي وهو الفاضل الذكي والمتوقد الالمعي المولوي السيد
ابو الاعلى المودودي وبعد البلوغ فرتبة التكميل طلب مني اجازة عامة لعلوم
العقلية والبلاغة والادبية وسائر العلوم الاصلية والفرعية فاسعفته بمطلوبه
ومرغوبه وارجو منه ان لا ينساني من صالح دعواته في جميع اوقاته واوصيه و
اياي بتقوى الله في السر والعلن ومتابعة الكتاب والسنن وآخر دعوانا ان الحمد لله
رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
حرره العبد الحقير الراجي الى الله محمد شريف الله عفي عنه الله المدرس في مدرسة
دار العلوم فتحپوري دهلي فقط

٢٢ جمادى الثاني ١٣٤٤

১৩৪৪ হিজরিতে (১৯২৬ ঈসায়ী) মাওলানা মওদূদী রহ. ২২ বছর বয়সে দিল্লীর দারুল উলূম ফতেহপুরীর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ উল্লাহ খান থেকে ভাষা সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সার্টিফিকেট লাভ করেন।

www.pathagar.com

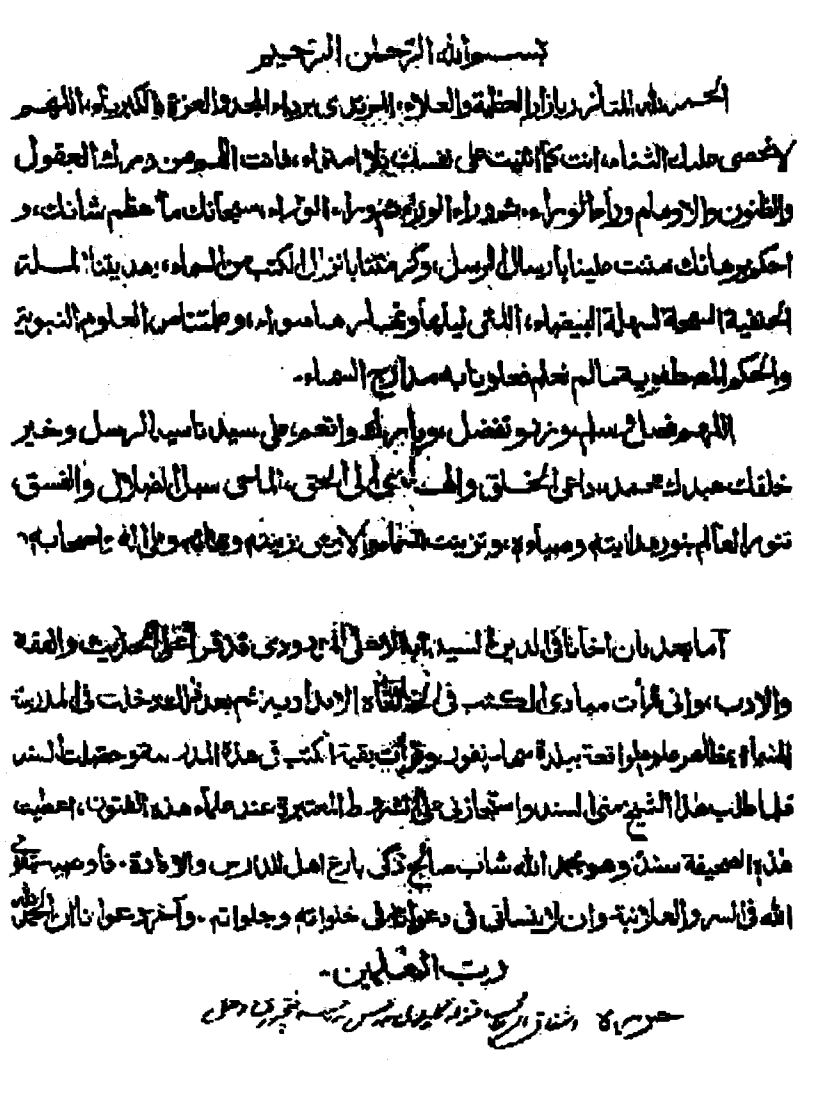

মাওলানা মওদূদী রহ. ১৯২৯ সালে দিল্লীর মাওলানা আশফাকুর রহমান কানধোলোবী থেকে হাদিস, ফিক্‌হ এবং আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভ করেন।



www.pathagar.com

মরহুম মাওলানা ১৯২৮ সালে মাওলানা আশফাকুর রহমান কানধোলোবী থেকে জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে মালিক অধ্যয়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

www.pathagar.com

২

# মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান

## আব্বাস আলী খান

এ কথা মহাসত্য যে, যে কোনো কালে যে কোনো যুগে মানবজাতি যখনই আল্লাহ্ তা'য়ালার দেয়া জীবন ব্যবস্থা পরিহার করে স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, আল্লাহ্র নাফরমানির জীবনযাপন শুরু করেছে, তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে লাঞ্ছনা, দুঃখ ও দারিদ্র ও অপরের গোলামির অভিশাপ।

বিশ্বস্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'য়ালা যুগে যুগে তঁর প্রিয় নবীগণের মাধ্যমে মানুষের জন্যে তাদের উপযোগী একমাত্র কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা পাঠিয়েছিলেন। এ জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সা.-এর মাধ্যমে। তা ছিলো সর্বকালের সকল দেশের মানুষের জন্যে একমাত্র মঙ্গলকর ব্যবস্থা। সর্বশেষ নবীর তিরোধানের পর নবুয়্যতের এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মতে মুসলিমার উপরে। তাদের জীবনের মিশন হয়ে পড়ে মানবজাতিকে সত্যের দিকে, ভালোর দিকে, মঙ্গলের দিকে আহ্বান করা এবং দুস্কৃতি, পাপ ও অকল্যাণকর কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা। বিগত দেড় হাজার বছরে আল্লাহ্র বহু নেক বান্দাহ এ মহান কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন।

সত্য কথা এই যে, মুসলমান ও গোলামি, সে গোলামি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক হোক অথবা মানসিক ও সাংস্কৃতিক- এ দু'টি কখনো একত্র হতে পারেনা। এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, কোনো প্রকার গোলামির পরিবেশে মুসলমান তার দীনের দাবি পূরণ করতে পারে। কারণ ইসলাম তাকে সকল গোলামি ও আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একমাত্র খোদার অনুগত বানিয়ে দেয়। তাই সত্যিকারের মুসলমানের মেজাজ প্রকৃতিই এই হয় যে সে তাগুতের, খোদাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে। তা উৎখাত করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র খোদার আনুগত্য ও তাঁর শেষ নবীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

বিগত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে এ সমস্যাটি বিরাট আকারে দেখা দিয়েছিলো। ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের সকল শক্তি এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিলো

www.pathagar.com

যে, মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিকৃতি ও অধঃপতন ঘটেছিলো তা যেনো চরমে পৌঁছে যায় এবং মুসলমানগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, নৈতিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে একেবারে গোলাম জাতিতে পরিণত হয় এবং তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র একেবারে বিলুপ্ত না হলেও আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও আমল-আখলাকের দিক দিয়ে সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যে বিরাট বিকৃতি এসেছিলো। কিছু লোক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পরিহার করে এমন বহু কিছুকে ধর্মের রূপ দিয়েছিলো যা কুরআন হাদিস ও নবী জীবনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়না। শাহ অলীউল্লাহ রহ. তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে এ সবের খণ্ডন করে মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরেন এবং ইসলামি চিন্তধারার জাগরণ সৃষ্টি করেন। পরবর্তী কালে সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. ইসলামকে একটা গতিশীল ও প্রাণবন্ত জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে 'তাহ্‌রিকে মুজাহেদীন' নামে এক আন্দোলন শুরু করেন এবং তিনটি সম্মিলিত ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ১৮৩১ সালে এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের মধ্যে 'আপোষ-মীমাংসার' দৃষ্টিভঙ্গী শক্তিশালী হয়। মুসলমানদের অবস্থা হয়ে পড়েছিলো একটা পরাজিত সেনাবাহিনীর মতো। যারা মানসিক দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছিলো, তারা আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সমঝোতা করে সে রঙেই নিজেদেরকে রঞ্জিত করার আহ্বান জানায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। একটি শ্রেণী উদ্ভুত পরিস্থিতি ও তার চাহিদার প্রতি একেবারে উপেক্ষা প্রদর্শন করে অতীতের মনোহর দৃশ্যপটে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারেনি। বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে এমনভাবে অবস্থার মোড় পরিবর্তন হয় যে দেশের কার্যকলাপে মুসলমানদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পুরাতন বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যায় নতুন শত্রুতা শুরু হয়। সাময়িকভাবে এবং ঘটা করে বড় বড় কাজও করা হয়। কিন্তু মুসলামদের সামনে এমন কোনো পথ সুস্পষ্ট ছিলনা যাতে করে একদিকে তারা গোলামি থেকে মুক্ত হতে পারে এবং আযাদির প্রশস্ত ময়দান তার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তাদের সম্পর্ক তাদের দীন এবং সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে দৃঢ়তর করে ঐসব ঐতিহাসিক দাবি পুরণে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে যার জন্যে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের মন অধীর চঞ্চল হয়েছিলো। কিন্তু রাজনীতির চাবিকাঠি এমন সব লোকের হাতে ছিলো যারা জাতির মেজাজ প্রকৃতি ও দীনের চাহিদা সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি রাখতোনা। যে আলেম সম্প্রদায়

www.pathagar.com

দীর্ঘকাল যাবত জাতির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলো তাঁদের অধিকাংশ ধীরে ধীরে আপন আপন দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন যেহেতু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন সমস্যাবলী সত্যিকারভাবে অনুধাবনের কোনো প্রমাণ তাঁরা পেশ করতে পারেননি। গোটা জাতি বহুমুখী সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হয় এবং জীবন পথের চৌমাথায় উপনীত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

## ইসলামী পুনর্জাগরণ

মুসলমান জাতির ঠিক এমন এক দু:সময়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামি পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার সূচনা করেন।

এ সম্পর্কে নবী পাকের সা. যে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (আবু দাউদ) তার মর্ম এই যে, ইনশাআল্লাহ্ ইসলামি ইতিহাসের কোনো এক শতাব্দীও এমন লোকদের থেকে বঞ্চিত হবেনা যারা জাহেলিয়্যতের আগ্রাসনের মুকাবিলা করবেন এবং ইসলামকে তার আসল প্রাণশক্তি ও রূপে আকৃতিতে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চালাবেন। ইসলামি পরিভাষায় এমন লোককে বলা হয় মুজাদ্দিদ।

মুসলমানদের দীনী, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাদের ভেতর ও বাইরে পরিবেশ এটাই দাবি করছিলো যে, এখন একজন সমাজ সংস্কারক বা মুজাদ্দিদের প্রয়োজন যার কাজ হবে নিম্নরূপ :

১. বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির নির্ভুল মূল্যায়নের পর ইসলামকে তার আসল রূপে সমাজের সামনে তুলে ধরা। ইসলামের মধ্যে কতোটুকু বিকৃতি এসেছে, জাহেলিয়্যত তার দেহের ভেতর কোথায় এবং কতোটুকু পরিমাণে অনুপ্রবেশ করেছে, কোন্ পথে তার আগমন, কোথায় তার শিকড় এবং বিস্তৃতি তার কতোখানি এ সব কিছু সঠিকভাবে নির্ণয় করা।

২. সংস্কার সংশোধনের পরিকল্পনা করা। কোথায় আঘাত করলে জাহেলিয়্যতের বাধন টুটে যাবে এবং ইসলাম পুনরায় একটা বিজয়ী শক্তি হিসাবে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

৩. আপন শক্তি সামর্থ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা। অর্থাৎ কোন্ পথে, কিভাবে সংস্কার করা এবং তার শক্তি কতোখানি তার একটি নির্ভুল আন্দাজ করা।

৪. মানুষের চিন্তারাজ্যে ইসলামি বিপ্লব সৃষ্টি করা। অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধারা আকীদা বিশ্বাস, মন মানসিকতা, রুচি প্রকৃতি, আমল আখলাক, জীবন-দর্শন ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা এবং ইসলামের সার্বিক পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করা।

৫. যেসব জাহেলি রসম রেওয়াজ বংশানুক্রমে সমাজের বুকে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং ধর্মের নামে যেসব নতুন নতুন বিদআত আমদানি করা হয়েছে এসব মূলোচ্ছেদ করে চিন্তা চরিত্র ও মানসিক বৃত্তিসমূহ পরিচ্ছন্ন করা, মানুষের মধ্যে

www.pathagar.com

শরিয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার মন মানসিকতা ও প্রেরণা সৃষ্টি করা, ইসলামি নেতৃত্বের যোগ্য লোক তৈরি করা।

৬. দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা। অর্থাৎ দীনের মূলনীতি ও প্রাণশক্তিকে অক্ষুন্ন ও অমলিন রেখে সমকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শরিয়তের বিধানকে সংগতিশীল করে পেশ করা যাতে করে শরিয়তের প্রাণবস্তু অবিকৃত থাকে। তার উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হয় এবং সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামই দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করতে পারে।

৭. ইসলাম বিরোধী শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন (Intellectual aggression) প্রতিরোধ করা ও তা নির্মূল করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রশস্ত করা।

৮. ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন করা। অর্থাৎ কুফর ও জাহেলিয়্যতের হাত থেকে কর্তৃত্ব প্রভুত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে দেশের শাসন ব্যবস্থা ইসলামি শরিয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, যা প্রকৃত খেলাফত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৯. এমন এক শক্তিশালী বিশ্বজনীন ইসলামি আন্দোলন সৃষ্টি করা যাতে করে ইসলামের সংস্কারমূলক বিপ্লবী ও কল্যাণময় দাওয়াত বিশ্বমানবতার কাছে বিস্তার লাভ করতে পারে। ইসলাম একটা বিজয়ী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নতুন করে ইসলামি সভ্যতা সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে এবং মানবজাতি স্থায়ী কল্যাণ ও উন্নতির অধিকারী হতে পারে।

মুসলিম জাতির ইতিহাসে এ ধরনের গুণসম্পন্ন লোক শতাব্দীর মাথায় একজনই পয়দা হয়েছেন দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার একশ বছর পর ১৯৩১ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ মহান কাজের পুনরায় সূচনা করেন।

মাওলানা মওদূদী তাঁর খোদা প্রদত্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে মুসলমানদের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে তাদের অধিকাংশই ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একেবারেই ছিলো অপরিজ্ঞাত। এমনকি তাদের মধ্যে সে সীমারেখাটুকুর অনুভূতিও ছিলনা যা ইসলামকে কুফর থেকে আলাদা করে রাখে। প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা দীক্ষা থেকে তারা ছিলো দূরে অবস্থিত।

সাধারণতঃ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষ মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষার কোনো ব্যবস্থা তাদের জন্যে করা হয়নি। ফলে নওমুসলিমদের অধিকাংশ ঐসব মুশরেকী ও জাহেলি রসম ও রেওয়াজের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা মেনে চলতো। যারা বাইরে থেকে এ দেশে

www.pathagar.com

এসেছিলো তাদের অবস্থাও ভারতীয় মুসলমান থেকে তেমন বেশি ভালো ছিলনা। পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি তাদের ছিলো অধিক আগ্রহ আসক্তি। এখানে আগমন করার পর তারা এখানকার অধিবাসীদের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। ফলে তারা অপরের উপর যেমন কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি অপরের প্রভাবও গ্রহণ করে। ফলে কিছুটা মুসলমানি এবং কিছুটা হিন্দুয়ানি এমন এক মিশ্র সভ্যতা সংস্কৃতির জগা খিচুরি তৈরি হয়। সুফীবাদও এখানে মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে যা ক্রমশঃ বেদান্তবাদ, যোগবাদ, খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম উম্মার একটা অংশকে মোরাকাবা, মোশাহিদা, রিয়াজাত, কামালিয়াত, মাকামাত, সফর ও হাকীকত প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধায় নিক্ষেপ করে।

পরবর্তীকালে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে গোলামির জীবন যাপন তাদেরকে ইসলাম থেকে অধিকতর দূরে নিক্ষেপ করে। তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি দুনিয়াদারী, অপরটি দীনদারী। রাজনীতি, অর্থনীতি. দেশ ও সমাজ পরিচালনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতিকে দুনিয়াদারী ও অবাঞ্ছিত মনে করে তা বর্জন করা হয়। এসব কিছু প্রতারক, চরিত্রহীন, ধর্মহীন ও খোদাবিমুখ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে ইসলামের আংশিক কিছু ক্রিয়া-কর্মকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকেই দীনদারী মনে করা হয়।

মুসলমান সমাজের এ ছিলো এক বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা। আলেম সমাজের একটা বিরাট অংশ জীবনের বাস্তবতার প্রতি চক্ষু বন্ধ করে ছিলেন এবং ইসলামের আলোকে জীবনের নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হন। একদিকে আলেম সমাজের এ ব্যর্থতা এবং অপরদিকে জড়বাদী ইউরোপীয় সভ্যতা ও কার্ল মার্কস, হেগেল, লেনিন প্রমূখের দর্শন ও মতবাদ শিক্ষিত মুসলমান যুব সমাজকে নাস্তিকতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করছিলো। মুসলমানদের এ সংকট সন্ধিক্ষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৩১ সালের শেষার্ধে তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কার কাজের সূচনা করেন। তিনি সর্বপ্রথমে ইসলামের সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা জনসমক্ষে তুলে ধরাই সমীচীন মনে করেন। ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিসালায়ে দীনিয়াত (ইসলাম পরিচিত) ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, জিহাদ, প্রভৃতির মর্মকথা, ইসলাম ও জাহেলিয়্যত, ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা, দীনে হক (একমাত্র ধর্ম) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি দীন ইসলামকে তার সত্যিকার রূপে ও তার পূর্ণত্ব সহকারে মানব সমাজে উপস্থাপিত করেন। সাথে সাথে যে খোদাহীন পাশ্চাত্য সভ্যতা তার চাকচিক্যময়

www.pathagar.com

রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে মুসলমানদের মনমানসকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করেছিলো তারও তীব্র সমালোচনা করে তিনি তান্‌কীহাত (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এ গ্রন্থখানিতে তিনি জাতির মানসিক ব্যাধি ও তার কারণ বিশ্লেষণ করেন। অত:পর ইসলামি সভ্যতার বিপর্যয়ের ইতিহাস আলোচনা করেন।

আধুনিক সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি তার অন্তঃসারশূন্যতা ও বিষময় পরিণাম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন, যে পাশ্চাত্যবাসীগণ আধুনিক সভ্যতার এ বিষবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করেছিলো, তারা আজ নিজেরাই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কারণ সে বৃক্ষ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এমন বিভ্রান্তি, জটিলতা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে যে, তার সমাধানের যে কোনো প্রচেষ্টাই অসংখ্য জটিলতা ডেকে নিয়ে আসে। তারা তার যে কোনো ডালপালাই কেটে দেয় সেখান থেকে অসংখ্য কাঁটাযুক্ত ডাল গজায়। যেমন ধরুন, তারা পুঁজিবাদের উপর যেই মাত্র করাত চালিয়ে দিলো, অমনি তার থেকে কমিউনিজম বেরুলো, গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানলো, সঙ্গে সঙ্গেই একনায়কত্ববাদ আত্মপ্রকাশ করলো। সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে গেলো, নারীত্ববাদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের আবির্ভাব হলো। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের চেষ্টা করলো, তার ফলে আইন লঙ্ঘন ও বহুবিধ অপরাধ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উটলো। মোটকথা সংস্কৃতি ও সভ্যতার এ বিষবৃক্ষ থেকে অনাচার অরাজকতার এক অন্তহীন ধারা বেরিয়ে এসে পাশ্চাত্য জীবনকে আপাদমস্তক দুঃখ-বেদনার এক বিরাট বিষফোঁড়ায় পরিণত করেছে। সে ফোঁড়ার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রতিটি শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুকেন্দ্রে অনুভূত হচ্ছে।

এভাবে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা ও ভয়াবহ পরিণাম ব্যাখ্যা করেন এবং সাথে সাথে ইসলামি সভ্যতা সংস্কৃতির মঙ্গলকারীতা বর্ণনা করে মুসলিম মনমানসকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করার সফল চেষ্টা করেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমে দীন হিসাবে একজন মুজাদ্দিদের ভূমিকা পালন করেন এবং ইসলামকে জাহেলিয়্যতের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে খাঁটি ও পরিশুদ্ধ ইসলাম পেশ করেন যা পেশ করে ছিলেন আখেরি নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. এবং যার আলোকবর্তিকা নিয়ে বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রা.। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত সুফীবাদেরও গঠনমূলক সমালোচনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

যে তাসাওউফের সত্যতা আমরা স্বীকার করি এবং যাকে আমরা পুনর্জাগরিত করতে চাই তা হলো এমন এক তাসাওউফ যা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সুফী ফুজাইল বিন ইয়াজ, ইব্রাহীম বিন আদহম্ মারূফ করখী প্রমূখ মনীষীগণ

www.pathagar.com

অনুশীলন করতেন। তার কোনো পৃথক দর্শন ছিলনা। পৃথক কর্মপদ্ধতি ছিলনা। তাদের চিন্তাধারা ও কাজ-কর্মের উৎস ছিলো একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো তাই যা ছিলো ইসলামের।

মাওলানা বলেন, যে তাসাওউফের আমরা খণ্ডন করতে চাই তা এই যে, তার মধ্যে গ্রীক আধ্যাত্মবাদ, প্লেটোর কামগন্ধহীন মতবাদ এবং যবরদশ্‌তি ও বেদান্ত দর্শনের সংমিশ্রণ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে খৃষ্টীয় পুরোহিত এবং হিন্দু সন্নাসীদের পদ্ধতি শামিল করা হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষকে তৈরি করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ অন্য কাজের জন্যে তৈরি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, এ দু'ধরনের তাসাওউফ ছাড়া আর এক প্রকার তাসাওউফ আছে যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের তাসাওউফের পদ্ধতি বের করেছেন এমন বিভিন্ন বুযর্গানে দীন যাঁরা ছিলেন বিজ্ঞ এবং যাঁদের নিয়তও ছিলো মহৎ। কিন্তু তাঁরা নিজেদের সময়ের বৈশিষ্ট্য ও অতীত যুগের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। ইসলামের সঠিক তাসাওউফ লিপিবদ্ধ করার এবং তার ক্রিয়াপদ্ধতিকে জাহেলি তাসাওউফের কলুষ থেকে পবিত্র করার পূর্ণ চেষ্টা তাঁরা করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু না কিছু বাইরের কার্যপদ্ধতির প্রভাব বিদ্যমান ছিলো।... সে তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ফল ইসলামের উদ্দেশ্য ও বাঞ্ছিত পরিণাম ফল থেকে কমবেশি পৃথক। প্রতিটি মানুষকে নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরি করা এর উদ্দেশ্য নয় এবং কুরআন لتكونوا شهداء على الناس শব্দগুলির দ্বারা যা নির্দেশ করেছে তা শিক্ষা দেয়াও এর উদ্দেশ্য নয়। এমনকি এ তাসাওউফের পরিণাম ফলও এমন হতে পারেনি যার দ্বারা এমন লোক তৈরি হতে পারতো যারা ইকামাতে দীনের চিন্তায় অধীর হতো এবং এ কাজের যোগ্য হতে পারতো।

'তাজদীদ ও এহ্‌ইয়ায়ে দীন' বা ইসলামের পুনর্জীবন ও পুনর্জাগরণের কাজ যারাই করেছেন, ধর্মীয় ক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থ (Vested interests) তাঁদেরকে কখনো ক্ষমা করেনি। তাই প্রথমে মাওলানা মওদূদীর এ কাজের প্রতিবাদ এলোনা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষ থেকে, এলোনা ধর্মহীন নাস্তিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে। প্রতিবাদের ঝড় উঠলো তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেমদের পক্ষ থেকে।

ইসলামি পুনর্জাগরণের কাজ যাঁরা করতে পারেননি, বরঞ্চ পক্ষান্তরে ধর্মীয় মসনদে বসে ধর্মের নামে যারা দুনিয়া কামাই করছিলেন তারা তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি শুরু করেন, তাসাওউফ পন্থীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাদেরই জনৈক অভিযোগকারীর এক পত্রের জবাবে মাওলানা বলেন :

"সম্ভবত : আপনার জানা নেই যে, আমি এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, যার মধ্যে এক হাজার বছর যাবত বয়আত ও তাসাওউফের দীক্ষাদানের পরম্পরা

www.pathagar.com

জারি ছিলো। তার সমস্ত ভালো-মন্দ দিক সরাসরি অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছিলো। বাইরের কোনো লোকের ন্যায় বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে আমি এসব লক্ষ্য করিনি, বরঞ্চ স্বাভাবিকভাবে এসবের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তারপর যদি আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ইসলামের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এ প্রতিষ্ঠানটিও বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং এর মধ্যে বেশ কিছুটা রদবদলের প্রয়োজন, তাহলে একে কোনো বাইরের শত্রুর অভিমত বলা যাবেনা। বরঞ্চ আপন গৃহের বন্ধুর অভিমতই মনে করা হবে যা নিছক সত্যের খাতিরে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যের খেদমত যদি আমার লক্ষ্য না হতো তাহলে অতি সহজেই আমি আমার খান্দানি গদি দখল করে বসতাম এবং পীর-মুরিদীর আসর জমিয়ে হস্তপদ চুম্বনকারী, নযর-নিয়ায প্রদানকারী বহু মহাত্মাকে আমার চারপাশে ভিড় জমাতে দেখতাম।"

## ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

একজন মুজাদ্দিদের অবশিষ্ট যে দু'টি কাজ তা হলো, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং অত:পর একটি বিশ্বজনীন ইসলামি আন্দোলন ও বিপ্লব সৃষ্টি। মাওলানা মওদূদী এ দু'টি কাজও অসমাপ্ত রাখেননি। উপরে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হলো, তা ছিলো বিশ্বজনীন একটা ইসলামি বিপ্লবেরই পূর্ব প্রস্তুতি।

ঊনিশ'শ আটত্রিশে আল্লামা ইকবালের আহ্বানে মাওলানা পাঞ্জাব প্রদেশে হিজরত করেন এবং জামালপুর পাঠানকোটে 'দারুল ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। তবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা বলেন–

"এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করা। অর্থাৎ ইসলামি আইনকে মানব রচিত আইনের উপর কার্যত: বিজয়ী করা। দ্বিতীয়ত: যারা ইসলামি আইনের উপর ঈমান রাখে এবং তাকে দুনিয়ার সকল আইনের উপর বিজয়ী করতে চায়, তাদেরকে একত্রে সংগঠিত করা।"

মাওলানা আরও বলেন, "এখন এমন এক সময় এসে পড়েছে যে, আমাদের মুসলমান থাকা না থাকার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে হবে। যদি আমরা মুসলমান থাকতে চাই তাহলে আমাদের পরিবেশ ও সমগ্র দুনিয়াতে 'দারুল ইসলাম' বানাবার সংকল্প করতে হবে। তার জন্যে জীবনের পুরোপুরি ঝুঁকি নিতে হবে। এতোটুকু সাহস যদি আমাদের না থাকে তাহলে ইসলাম থেকে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে তৈরি হতে হবে। কারণ ভারত উপমহাদেশে ভৌগলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করছে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার স্তন্য পান করে সেটা তাজা

www.pathagar.com

হচ্ছে, তাকে আপন প্রচেষ্টায় কায়েম করা এবং নিষ্ক্রিয় থেকে তার প্রতিষ্ঠাকে মেনে নেয়ার অর্থ এই যে, মুসলমান এক সর্বগ্রাসী বিপ্লবের স্রোতধারায় বিক্ষিপ্ত খড় কুটার মতো ভেসে যাবে। অবশেষে এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে একাকার হয়ে যাবে যা আকীদাহ এবং আমল উভয় দিক দিয়ে হবে একেবারে ইসলাম বিরোধী।"

মাওলানা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও মিশন সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামি আন্দোলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ উদ্দেশ্যে আমাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হয়েছে। বস্তুতঃ তর্জুমানুল কুরআনের প্রাথমিক তিন-চার বছর (১৯৩২-৩৫ সাল) আমি এ প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করেছি যে, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্মহীনতার যে গতিবেগ দেখা যাচ্ছিলো এবং ইসলাম থেকে দৈনন্দিন তাদের যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিলো তা কি করে প্রতিরোধ করা যায়।

এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে যে, মুসলমানের বংশে বা ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেই তাকে মুসলমান বলা হবে। কিন্তু মুসলমান কোনো বংশানুক্রমিক অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনো বস্তুর নাম নয়। বরঞ্চ একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ও তদনুযায়ী কর্মশীল একটি দলের সদস্যের নাম মুসলমান। এ সম্পর্কে মাওলানা বড় সুন্দর উক্তি করেছেন। তিনি বলেন– "ইসলাম যদি শুধু ঐ ধর্মের নাম হতো যা এখন মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে, তাহলে হয়তো বা আমিও একজন নাস্তিক ধর্মহীন হয়ে পড়তাম। কিন্তু যে জিনিস আমাকে নাস্তিকের পথ থেকে রক্ষা করেছে এবং নতুন করে মুসলমান বানিয়েছে তা কুরআন ও সীরাত পাকের অধ্যয়ন। এ আমাকে মানবতার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছে। এ আমাকে স্বাধীনতার এমন এক ধারণা দান করেছে যার উচ্চতায় কোনো উদারপন্থী অথবা কোনো বিপ্লবীর ধারণা পৌঁছতে পারেনা।

অতএব প্রকৃতপক্ষে আমি একজন নওমুসলিম। অনেক ভাবনা চিন্তা করে এবং যাচাই-বাছাই করে আমি এ মতাদর্শের উপর ঈমান এনেছি যার সম্পর্কে আমার মন-মস্তিষ্ক এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মানুষের জন্যে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির কোনো পথ এছাড়া আর নেই।"

অতঃপর মাওলানা বলেন, "আমি শুধু অমুসলিমদেরকেই নয়, বরঞ্চ মুসলমানদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ... আসুন আমরা ঐসব জুলুম ও খোদাদ্রোহীতা নির্মুল করি যা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব খতম করে দেই এবং কুরআনের নক্শার উপরে এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করি যেখানে মানুষ মানুষের মর্যাদা লাভ করবে, যেখানে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার এবং সুবিচার ও দয়া সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।"

www.pathagar.com

এ ছিলো মাওলানার এক সঠিক বিপ্লবের আহ্বান, এক নতুন সমাজ-সভ্যতা গঠনের আহ্বান, ইসলামি বিপ্লবের আহ্বান।

এ বিপ্লবের ডাক দেয়ার পর যারা ডাকে সাড়া দিতে চান তাদের দৃষ্টি একটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে মাওলানা বলেন–

"দুনিয়ায় যখন কোনো আন্দোলন কোনো নৈতিক অথবা সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উত্থিত হয়, তখন তাতে তারাই অংশগ্রহণ করে যাদের মনে সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তার মূলনীতি আবেদন সৃষ্টি করে, যাদের স্বভাব প্রকৃতি সে আন্দোলনের রুচি প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল হয়, যাদের অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, এ আন্দোলনই সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত, এবং যারা আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তা পরিচালনা করতে ও দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে সামনে অগ্রসর হয়। এ আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে আনা হয়না, বরঞ্চ তারা স্বয়ং আসে। তারা আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে আপন উদ্দেশ্য মনে করে কাজ করে। তাদের জন্যে এ আন্দোলন পরিচালনা জীবনের মিশন হয়ে পড়ে।

এটাই কারণ যে, যখন কেউ কোনো আন্দোলনের সত্যতা স্বীকার করে তা গ্রহণ করে, তখন তার জীবনের কায়া পরিবর্তন হয়। সে পূর্ব থেকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সত্তা হয়ে পড়ে। সে তার নীতির জন্যে বন্ধুত্ব এবং সগোত্রীয় সম্পর্ক সম্বন্ধ (Blood relation) পর্যন্ত উৎসর্গ করে। সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য, আপন পজিশন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিটি বস্তুর ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এমনকি কারাজীবনের দুঃখ কষ্ট এবং জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়। এ বিপ্লব এমন সার্বিক ও সর্বব্যাপী হয় যে, তার অভ্যাস বদলে যায়, স্বভাব-প্রকৃতি বদলে যায়। এমনকি তার আকার আকৃতি, চেহারা সূরত, লেবাস-পোষাক, খানাপিনা এবং সাধারণ জীবন-যাপন পদ্ধতির উপরেও সে বিপ্লবের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তার আশপাশের লোকের মধ্যে তাকে আলাদা করে চিনতে পারা যায়। তাকে দেখে প্রত্যেকেই বলে ওঠে ঐ দেখ যাচ্ছে অমুক আন্দোলনের লোক।" (তর্জুমানুল কুরআন ১৯৩৯)

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে ঐ ধরনের পঁচাত্তর জন লোক নিয়ে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি আদর্শবাদী দল মাওলানার নেতৃত্বে গঠিত হয়। ঠিক তার দু'বছর পর ভারত উপমহাদেশ পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন দেশে বিভক্ত হয়। ছ'-সাত বছরে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে গঠিত জামায়াতে ইসলামী এতোটা শক্তিশালী হয় যে তার দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের ধর্মবিমুখ শাসকগোষ্ঠি ইসলামের মৌলিক নীতি ভিত্তিক ঐতিহাসিক আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

এ জামায়াত প্রতিষ্ঠার দিনেই জামায়াতের কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা বলেন, জামায়াতে ইসলামীর জন্যে দুনিয়ায় করার যে কাজ সে সম্পর্কে কোনো সীমিত সংকীর্ণ ধারণা মনে পোষণ করবেননা।

গোটা মানব জীবনের সকল প্রশস্ত দিক ও বিভাগ রয়েছে তার কাজের পরিসীমার আওতাধীন। ইসলাম সকল মানবের জন্যে এবং মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সকল বস্তু ইসলামের সাথেও সম্পৃক্ত। অতএব ইসলামি আন্দোলন এক সর্বব্যাপী আন্দোলন।

"জামায়াতে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, জামায়াত যে কাজ করতে চায় তা কোনো সহজ-সাধ্য কাজ নয়। তাকে দুনিয়ার সমগ্র ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। দুনিয়ার নৈতিক মূল্যবোধ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুই পরিবর্তন করতে হবে। খোদাদ্রোহীতার ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম আছে তা পরিবর্তন করে তা কায়েম করতে হবে খোদার আনুগত্যের ভিত্তিতে। এ কাজ করতে হলে তাকে লড়তে হবে সকল শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপের পূর্বে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে কোন্ কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়ানো হচ্ছে।

ইসলামি বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে নবী মুস্তাফা সা. ও সাহাবায়ে কেরামের রা. আদর্শের আলোকে জামায়াত কর্মীদের স্থায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সমাজ সেবা প্রতিটি বিষয়ে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। জামায়াতের বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামি বিপ্লবের সপক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করে। ফলে সারা বিশ্বে ইসলামের জাগরণ শুরু হয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়েছে। শাসকগণের এ ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব থাকলেও ইসলামকে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ঘোষণা করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। এটা মাওলানা মওদূদীর আজীবন সাধনারই ফল, তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। আজ বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুব সমাজে ইসলামের যে জাগরণ এসেছে তা মাওলানার ইসলামি বিপ্লবের আহ্বানকে কার্যকর না করে ছাড়বে না।

## রাজনীতির অঙ্গনে মাওলানার অবদান

একজন সমাজ সংস্কারককে তাঁর সামাজিক পরিবেশের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে করে কোনো ছিদ্র পথে জাহেলিয়্যতের স্রোতধারা প্রবেশ করে সমাজকে ভেসে নিয়ে না যায়, সমাজের অবশিষ্ট নৈতিক ও ইসলামি মূল্যবোধটুকু ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে না যায়। ইসলামের সংস্কারক হিসাবে তিনি প্রথম কয়েক বছর মানুষকে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরে আনার আহ্বান

www.pathagar.com

জানান। হঠাৎ জাহেলিয়্যতের এক প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় এবং মাওলানার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন–

এ প্রচেষ্টা চলছিলো, হঠাৎ ১৯৩৭ সালে এ আশঙ্কা দেখা দিলো যে, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের যে আন্দোলন চলছিলো এবং যা প্রবল ঝঞ্ঝাবেগে সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, ভারতীয় মুসলমান তার শিকার হয়ে না পড়ে। অতএব এ আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে আমি 'মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত' শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করি। এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার এই ছিলো যাতে করে মুসলমান অন্ততঃপক্ষে মুসলমানীত্বের নিম্নপর্যায়ে যেতে না পারে এবং আপন স্বাতন্ত্র হারিয়ে না ফেলে। সেজন্যে আমি তাদের মধ্যে ইসলামি জাতীয়তার প্রেরণা জাগ্রত করার চেষ্টা করি। ঐ ধর্মহীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনিষ্টকারীতা সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেই যা অমূলক এক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছিলো। যেসব 'আইনানুগ রক্ষা কবচ' ও মৌলিক অধিকারের উপর আস্থা পোষণ করে মুসলমান সেই মারাত্মক গণতান্ত্রিক সংবিধানের জালে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো, তার প্রকৃত স্বরূপ আমি তুলে ধরি। এ কথা সত্য যে, যে ব্যক্তি ইসলামকে এখানে সমুন্নত করতে চায় সে অবশ্যই এ কথা মনে করবে যে তার কাছে যতোটুকু মূলধন রয়েছে তা যেনো বিনষ্ট না হয়। তারপর সে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করবে। যারা প্রথম থেকেই লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এ কলেমায় বিশ্বাসী এবং নিজেকে মুসলমান বলে, তার সম্পর্কে আমাদের এ চিন্তা থাকা দরকার যে, সে যেনো হারিয়ে না যায়। সে জন্যে মুসলমানদেরকে অমুসলিম জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম, তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করলাম যে, তাদের একটা শাশ্বত জাতীয়তা রয়েছে। এ জন্যে এটা তাদের জন্যে কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তারা অন্য কোনো জাতীয়তার মধ্যে একাকার হয়ে যাবে।

কুরআন সুন্নাহ এবং ইসলামের অতীত ইতিহাসের নিরিখে এ সম্পর্কে মাওলানার বিস্তারিত আলোচনা 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে। পরিতাপের বিষয় মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক জাতীয়তাবাদের নামে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছিলো তার জালে আবদ্ধ হওয়া থেকে ভারতের তৎকালীন খ্যাতনামা আলেমগণও নিজেদেরকে বাঁচাতে পারেননি। তাদের অনেকে অন্ধভাবে এক জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেন। মাওলানার বলিষ্ঠ লেখনী এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে।

www.pathagar.com

উনিশ'শ উনচল্লিশ নাগাদ মুসলমান জাতি যখন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন মাওলানা বলেন, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছে, তাদের মধ্যে এখন নিজস্ব জাতীয়তার অনুভূতি এতোটা সুদৃঢ় হয়েছে যে, কোনো নেহেরু এবং কোনো গান্ধীর এ সাধ্য নেই যে তাদেরকে হিন্দুদের মধ্যে অথবা হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে একাকার করে ফেলবে।

কিন্তু এর একটা উল্টো ফল হলো। তারা এক প্রান্তিকতা থেকে আর এক প্রান্তিকতায় পৌঁছলো। তারা ভৌগলিক একজাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে অন্ধ মুসলিম জাতীয়তাবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। মাওলানা দুঃখ করে বলেন–

অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, একবার এক বিশিষ্ট মুসলিম নেতা এই বলে অভিযোগ করেন যে, বোম্বাই ও কোলকাতার ধনবান মুসলমানগণ অ্যাংলোইন্ডিয়ান-বারাংগনাদের কাছে যায়। অথচ মুসলমান বারাংগনাগণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধিকতর হকদার। এ চরম সীমায় পৌঁছে যাবার পর মুসলিম জাতীয়তাবাদ সমর্থন করা আমার জন্যে বিরাট গোনাহের কাজ হবে।

মাওলানা বলেন, মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা জাতিপূজার এ নতুন আন্দোলনের সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠির নেতৃত্ব এমন এক দলের হাতে চলে যায়, যারা দীনী জ্ঞানবিবর্জিত এবং নিছক জাতিপূজার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পার্থিব স্বার্থের জন্যে কাজ করছে। দীনী জ্ঞান রাখেন এমন লোকের সংখ্যা এ দলে একেবারে নগণ্য এ অনুল্লেখযোগ্য। ... ভারতে ইতিপূর্বে মুসলমানদের আস্থা ওলামায়ে কেরামের উপর থেকে উঠে গিয়ে এমন সব লোকের উপর কখনো দৃঢ় নিবদ্ধ হয়নি যারা অ-দীনদার এবং দীন সম্পর্কে অনবহিত। ... তাহলে আমরা কি খোদার প্রতি ঈমানপোষণকারী খোদার বান্দাহদেরকে খোদার পরিবর্তে অন্য কোনো যুক্ত-আনুগত্যের উপর একত্র হতে দেখে চুপ করে থাকবো?

ভারতে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হতে যাচ্ছিলো, সে পরিস্থিতিতে মাওলানা তার চক্ষু বন্ধ করতে পারেননি। বৃটিশ চাচ্ছিলো একজাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে অর্থাৎ হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণ করবে। এর ভয়াবহ পরিণাম ফল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে মাওলানা উনিশ'শ আটত্রিশের শেষে তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব জাতির সামনে রাখেন। তার তৃতীয় বিকল্প ছিলো দেশবিভাগ। এর তেরো মাস পরে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। মাওলানার বিচক্ষণ ও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর লিখিত 'সিয়াসি কাশমাকাশ' (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান) গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে মাওলানা তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। রাজনৈতিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতা ছিলো তাঁর অসাধারণ। তাই তিনি তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে সুদূর ভবিষ্যতের যে চিত্র এঁকে দিতেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হতে দেখা গেছে। শুধু ইসলামের প্রশ্নে শাসকগণ তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলেও জাতির জটিল প্রশ্নে তাঁর সুপরামর্শ নিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

## মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দাওয়াত, বাণী ও আদর্শ ছিলো যেহেতু আন্তর্জাতিক, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে, তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলনা কোনো ভৌগলিক দেশভিত্তিক, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক এবং সেজন্যে তিনি ছিলেন সকল আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি ও একদেশদর্শিতার বহু উর্ধে। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে সাইয়েদ মওদূদী একটি অতি প্রিয় নাম, সকলের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পাত্র। উপরন্ত তিনি আধুনিক ও ইসলামি জ্ঞান ও চিন্তা গবেষণার বিশ্বকোষ।

তাঁর মূল পরিকল্পনার ভিত্তিতে মদিনায় যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে তাতে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি থেকে শত শত ছাত্র জ্ঞানলাভ করছে এবং তাদের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে।

মক্কা মুকাররামায় ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামি সম্মেলনে মাওলানা যোগদান করেন এবং ইসলামি বিশ্বের সাথে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনকারী 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামি' নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি একান্তভাবে কামনা করতেন যে, বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ইসলামের ভিত্তিতে একটি 'কমনওয়েলথ' গঠিত হোক। এ সম্পর্কে তিনি বার বার সউদী আরবের বাদশাহ শাহ ফয়সালকে অনুরোধ জানান। অবশেষে ষাটের দশকের শেষাংশে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলির শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা গঠন করা হয়। একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে মাওলানা এ সম্মেলনে যোগদান করেন।

তিনি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সামনে কতগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন তার মধ্যে অন্যতম মুসলমানদের নিজস্ব একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এবং একটি সম্মিলিত অস্ত্র নির্মাণ কারখানা।

মাওলানার ক্রমাগত অসুস্থতার কারণে এসব বিষয়ে তিনি চাপ সৃষ্টি করতে পারেননি এবং বিশেষ করে শাহ ফয়সালের শাহাদতের পর মাওলানার প্রস্তাব ও

www.pathagar.com

পরামর্শগুলি কার্যকর হতে পারেনি। আন্তর্জাতিক ইসলামি বার্তাসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা কার্যকর কোনো প্রতিষ্ঠান হতে পারেনি।

মাওলানা আরব দেশ ভ্রমণকালে আরব জাতীয়তার তীব্র সমালোচনা করে তার অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করেন। ইসলামি সেক্রেটারিয়েটকে তার বিকল্প বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানে তার সত্যিকার রূপ প্রকট হয়নি।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মাওলানা বিশ্বমানবতার আহ্বায়ক ছিলেন এবং মুসলিম উম্মার ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন। তাই মিল্লাতের জন্যে তাঁর বহুমুখী অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

## তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান

হাদিস অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে শুধু বুখারি ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থ থেকে বেছে বেছে এমন পনেরো বিশটি হাদিস উপস্থাপন করা হয় যা সাধারণ বুদ্ধি বিবেকের কষ্টি পাথরে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এর ভিত্তিতে হাদিস আমান্যকারীগণ গোটা হাদিস শাস্ত্রকে অমূলক ও অবিশ্বাস্য প্রমাণ করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে হাদিসগুলিকে সহীহ্ এবং বিবেক সম্মত বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেননি। ফলে হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে দক্ষতা রাখেন এমন অনেকের মনেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাঁরা মাওলানা মওদূদীর কাছে এর ব্যাখ্যা দাবি করলে তিনি সে সবের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে সত্যতা প্রমাণ করেন যে, সে সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান হয়। কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে তিনি অনেক অনুসন্ধিৎসু মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করেন। এভাবে তিনি হাদিস ও তাফসির শাস্ত্রে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হন। *(রাসায়েল ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।*

উপরন্তু সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, কাদিয়ানী আন্দোলন, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি 'ইজম' ও মতবাদগুলি ইসলামের মূল প্রাণশক্তি গ্রাস করেছিলো। মাওলানা তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এসব জাহেলি মতবাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। কাদিয়ানী সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে আইনগতভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলে ঘোষিত হয়েছে। কোনো আরব মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের প্রবেশাধিকার নেই।

মাওলানার তাফসিরগ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' এবং 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' তাঁর ইসলামি জ্ঞান-গবেষণা ও ইজতিহাদের স্বর্ণ ফসল।

কুরআন বিরাট ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সমষ্টি। বহু পাষাণ হৃদয় কাফেরের হৃদয় বিগলিত করেছে কুরআনের সুললিত ছন্দও শব্দ ঝংকার। ইসলাম দুশমন ওত্‌বা বিন রাবেয়া কিছুক্ষণ কুরআন পাঠ শুনার পর



www.pathagar.com

তার শিরা-উপশিরায় কুরআনের প্রভাব অনুভব করে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার হাত দিয়ে নবী পাকের মুখ চেপে ধরে বলে– "আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমার আপনজাতির উপর রহম করো।"

কুরআনের সম্মোহনী শক্তি দুর্ধর্ষ ওমর বিন খাত্তাব রা. কে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় টেনে এনেছিলো। কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বাদশাহ নাজ্জাশীর গণ্ডদেশ অশ্রু প্লাবিত হয়েছিলো। কুরআনের ভাষা ও মর্ম ছিলো তাদের কাছে সহজ সরল ও বোধগম্য। তাই তাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। মাওলানা মওদূদী আরবি ভাষার কুরআনকে তার মূলমর্ম, ভাবধারা ও প্রাণশক্তিসহ এমনভাবে উর্দূ ভাষায় ভাষান্তরিত করেছেন যে তা পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। কুরআনের বাণী জীবনে প্রতিফলিত করার জন্যে অধীর ও কর্মচঞ্চল করে তোলে।

এমনিভাবে মাওলানা তাফসির শাস্ত্রে এক বিপ্লব আনয়ন করেছেন। তাঁর তাফসির সারা বিশ্বে ইসলামের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।

## সীরাতে সরওয়ারে আলম

মাওলানার আর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর প্রণীত 'সীরাতে সরওয়ারে আলম'।

নবী পাক ছিলেন কুরআন পাকের বাস্তব চিত্র। তাই মাওলানা নবী জীবনকে কুরআন পাকের সাথে মিলিয়ে এবং তাঁর গোটা জীবনকে কুরআনের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এর সপক্ষে হাদিসের ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য পরিবেশন করেছেন।

তাঁর প্রণীত সীরাত এক অনুপম গ্রন্থ। একদিকে কুরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর সঠিক জীবন চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। অপরদিকে গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে নবীর প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম ও ভালোবাসা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও পরিপূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণের অদম্য প্রেরণা পরিস্ফুটিত হয়েছে।

তাঁর প্রণীত সীরাত দু'খণ্ডে প্রকাশিত এবং তা শুধু মক্কী জীবন সম্পর্কে। নবী পাকের সা. মাদানি জীবনের উপর লেখা শুরু করার পূর্বেই তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর ইপ্সিত এ কাজটি অসমাপ্তই রয়ে যায়।

শেষ কথা এই যে, মাওলানা কোনো নবী ছিলেননা। তিনি একজন মানুষ এবং তাঁর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অতি স্বাভাবিক। তিনি নিজেও এ সত্যটি ব্যক্ত করে বলেছেন, আমরা কোনো দিন ভুল করিনি বা করবোনা এমন ভুল উক্তি কোনো দিন করবোনা। কেউ আমাদের ভুল কুরআন ও সুন্নাতের কষ্টি পাথরে ধরিয়ে দিলে তা সংশোধন করতে বাধ্য থাকবো।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যারাই তাঁর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন তার বুনিয়াদ কুরআন ও সুন্নাহ নয়। বরঞ্চ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ।

www.pathagar.com

মাওলানা প্রত্যুত্তরে তাঁদের প্রতি কোনো মন্দ ভাষা প্রয়োগ করেননি বরঞ্চ কুরআন পাকের এ নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন–

'আমি বুঝতে পারছি তারা আমার নেকীর পাল্লা ভারি করার কাজে লেগে আছেন। সেজন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষ, শ্রদ্ধেয় সুধী সমাজের কাছে একটি আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

মাওলানা মওদূদী হরহামেশা সত্যের প্রচার করেছেন। মিথ্যা, অবিচার, দূর্নীতি ও জুলুম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর সত্য ভাষণ সেজন্যে অপ্রিয় করেছে তাঁর আপনজনকে, অপ্রিয় করেছে তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে, অপ্রিয় করেছে অনেক বুজর্গানে কওমকে।

তাঁর মাতৃভাষা ছিলো উর্দূ যার তিনি আজীবন খেদমত করেছেন, তাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। নতুন অলংকারে ভূষিত করেছেন। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সকল ভাষার প্রতি এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সপক্ষে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অখণ্ড পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) উপরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের অবিচার ও পক্ষপাতমূলক আচরণের তীব্র সমালোচনা করে সমাধান পেশ করেছেন।

মাওলানার জীবন ও কর্মসাধনা ছিলো আয়নার মতো স্বচ্ছ, অমলীন ও সুস্পষ্ট। তাই সুধী মহলের কাছে আবেদন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি সহ মাওলানার সত্যিকার পরিচয় জানবার চেষ্টা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার এতো বেগবান, সাবলিল ও হৃদয়গ্রাহী যে পাঠকের হৃদয় মন আলোড়িত না হয়ে পারেনা। তাঁর সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই তাঁর সত্যিকার পরিচয় হৃদয় মনের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর চিন্তাধারার উপর গবেষণার জন্যেও চিন্তাশীল মহলের প্রতি আবেদন জানাই।

## এক নজরে : মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

বিংশ শতাব্দীর কালজয়ী ইসলামি চিন্তাবিদ, শ্রেষ্ঠ আলেমে দীন, মুজতাহিদ, বিপ্লবী তাফসির লেখক, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কুরআন হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত, সাহিত্য সম্রাট, হৃদয় জয়কারী সুদক্ষ বাগ্মী, সংগঠক, উস্তাদ ও মুর্শেদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর জীবনপুঞ্জি নিম্নে দেয়া হলো :

১৯০৩ : হায়দারাবাদ রাজ্যের আওরংগবাদ শহরে জন্ম।

১৯০৬-১৬ : গৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর মৌলভী পাশ ও হায়দারাবাদ দারুল উলুমে শিক্ষা লাভ।

www.pathagar.com

১৯১৮-২৮ : সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ ও বিভিন্ন সংবাদপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন। এ সময়ে চার-পাঁচ বছর যাবত দিল্লীতে প্রসিদ্ধ আলেমে দীনের কাছে হাদিস তাফসির, আরবি সাহিত্য, মায়ানী ও বালাগাত, ফেকাহ শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন এবং ইংরেজি ও জার্মান ভাষা শিক্ষা লাভ।

১৯২৮ : ভারতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করার প্রশ্নে দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'আলজমিয়ত' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সাথে মতানৈক্যের কারণে উক্ত পত্রিকা থেকে এস্তেফা দান।

১৯২৮-৩১ : দিল্লী, ভূপাল ও অন্যান্য শহরের প্রসিদ্ধ পাঠাগারগুলো থেকে দীন ইসলাম ও বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানলাভ।

১৯৩১ : হায়দারাবাদ থেকে মাসিক তর্জুমানুল কুরআন প্রকাশ যা অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশ লাভ করছে।

১৯৩১-৩৬ : আল্লামা ইকবালের সাথে পত্র বিনিময়ের সূচনা। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে একটি সার্বিক শিক্ষা খসড়া প্রণয়ন।

১৯৩৮ : আল্লামা ইকবালের আহ্বানে হায়দারাবাদ থেকে পাঞ্জাবে হিজরত। পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটে 'দারুল ইসলাম' সংস্থার প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৮ : মাসিক তর্জুমানুল কুরআনের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় দেশের সামনে তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ।

১৯৪০ : ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার খসড়া প্রণয়নের জন্যে ইউ-পি মুসলিম লীগ কর্তৃক কমিটি গঠন ও মাওলানাকে তার সদস্য মনোনয়ন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামি হুকুমত কিস্ তরাহ্ কায়েম হুতি হ্যায়'– বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণদান- যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৪ ১: ২৬ আগষ্ট : ৭৫ জন লোক নিয়ে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি আদর্শবাদী দল গঠন। মাওলানা তার আমীর নির্বাচিত।

১৯৪৩ : বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসির– 'তাফহীমুল কুরআনের' সূচনা।

১৯৪৪-৪৬ : ইসলামি আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুসংহতকরণ। বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও সাময়িকীর প্রকাশ।

১৮৪৭: ২৮ আগষ্ট : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে পাকিস্তান বিরোধীদের পক্ষ থেকে সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দাবানল সৃষ্টি। পাঠান কোট হিন্দুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় মাওলানা মুষ্টিমেয় মুসলমানসহ লাহোরে হিজরত করতে বাধ্য হন।

১৯৪৮ : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পাঁচ মাস পর থেকে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু। ৬ জানুয়ারি লাহোর আইন কলেজে ইসলামি

www.pathagar.com

আইনের উপর ভাষণ দানকালে মাওলানা ইসলামি আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের দাবি পেশ করেন।

৬ মার্চ করাচির জাহাঙ্গীর পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় মাওলানা কর্তৃক ইসলামি শাসন ব্যবস্থার জন্যে ৪ দফা দাবি পেশ।

সরকারের পক্ষ থেকে মাওলানার প্রতি কতিপয় ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ ও ১২ ই অক্টোবর তাকে গ্রেফতার।

১৯৪৯ : ১২ মার্চ : দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে সরকার 'আদর্শ প্রস্তাব' পাশ করেন। পরদিন জামায়াতে ইসলামির তিন দিনব্যাপী প্রথম নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৫০ : ২৮ মে : মাওলানার মুক্তি। সারাদেশে সফর করে জনসভায় মাওলানার ভাষণ দান।

১৯৫১ : করাচিতে ঐতিহাসিক সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে মাওলানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। সম্মেলনে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ গৃহীত।

নভেম্বর মাসে- করাচিতে জামায়াতের দ্বিতীয় নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৫২ : গণপরিষদের কাছে ৮ দফা দাবি পেশ। কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণার দাবিতে করাচিতে সর্বদলীয় সম্মেলনে মাওলানার অংশগ্রহণ।

১৯৫৩ : ফেব্রুয়ারি : সর্বদলীয় সম্মেলনের পক্ষ থেকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ঘোষণা। জামায়াতের পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বিরোধিতা ও সম্মেলন বর্জন। মাওলানা কর্তৃক 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক পুস্তক প্রণয়ন। ২৮ মার্চ সামরিক আদালতে মাওলানার গ্রেফতারী। মে মাসে সামরিক আদালতে মাওলানার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। ১১ মে সামরিক আদালত কর্তৃক মাওলানার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ। বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রতিবাদের ফলে মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারদণ্ডে রূপান্তরিত।

১৯৫৫ : ২৯ এপ্রিল : নিছক আইনগত কারণে মাওলানার নিঃশর্ত মুক্তি। নভেম্বরে করাচিতে জামায়াতের তৃতীয় নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৫৬ : ইসলামি শাসণতন্ত্রের জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন। দু'মাসব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও তার অপূর্ব এবং সুষ্ঠু সমাধান পেশ।

www.pathagar.com

১৯৫৭ : বাহওয়ালপুরের মাছিগোটে জামায়াতের নিখিল পাকিস্তান সদস্য-সম্মেলন। মাওলানার ঐতিহাসিক ভাষণ– যা 'ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ।

১৯৫৮ : মামরিক শাসনের প্রস্তুতি। ৭ অক্টোবর লাহোরের মুচি দরজায় এক জনসমুদ্রে ভাষণ দানকালে সরকারের প্রতি মাওলানার সতর্কবাণী উচ্চারণ। পরদিন সারাদেশে সামরিক শাসন। বছরের প্রথমদিকে তিনি দ্বিতীয়বার পূর্ব-পাক সফর করেন।

১৯৫৯ : তাফহীমুল কুরআনের জন্যে কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে মাওলানার মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ ও হজ্ব পালন। ভ্রমণকালে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সর্বত্র ভাষণদান এবং পাকিস্তানের ভাবমূর্তিকে সমুন্নতকরণ।

১৯৬০ : দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ। ডিসেম্বরে সউদী আরবের বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আযীযের অনুরোধে মাওলানা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া পরিকল্পনা মক্কায় আহূত এক বৈঠকে পেশ করেন ও তা সামান্য সংশোধনীসহ গৃহীত হয়।

১৯৬১ : আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম বিরোধী পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন।

আফ্রিকার মুসলমানদের আমন্ত্রণে ভ্রমণের উদ্যোগ নেয়ার পর সরকার অন্যায়ভাবে তা বন্ধ করেন।

হাদিস অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ বিষয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৬২ : মক্কায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামি সম্মেলনে যোগদান। রাবেতায়ে আলমে ইসলামি সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও মাওলানা তার আজীবন সদস্য নির্বাচিত।

১৯৬৩ : লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামি সম্মেলনে ভাষণ দানকালে সরকার নিয়োজিত গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক মাওলানাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ। সম্মেলন পণ্ড করার সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ।

১৯৬৩ : ৪ জানুয়ারি : অবৈধভাবে জামায়াতে ইসলামি বেআইনী ঘোষিত। কেন্দ্রীয় শূরার সদস্যগণ সহ মাওলানার গ্রেফতারী। ১৯ জানুয়ারি জামায়াতের সকল রেকর্ডপত্র বাজেয়াপ্তকরণ। ২৫ মে সুপ্রীম কোর্টের রায় সরকারের পদক্ষেপকে আইন বিরুদ্ধ ঘোষণা করে। জামায়াত পুনর্বহাল হয় এবং নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভ করেন।

www.pathagar.com

১৯৬৫ : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠকে মাওলানার অংশগ্রহণের পূর্বে মাওলানার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্তকরণ।

৬ সেপ্টেম্বর ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণ। রেডিও পাকিস্তান থেকে মাওলানার ক্রমাগত 'জেহাদের' উপর ছ'টি ভাষণ দান। জামায়াতের পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রি বিতরণ।

১৯৬৬ : লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে মাওলানার তাসখন্দ চুক্তির সমালোচনা। পূর্ব পাকিস্তান সফর। রাবেতায়ে আলমে ইসলামির বৈঠকে কাশ্মীর সম্পর্কে বহু তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আরবি ও ইংরেজি ভাষায় মাওলানা প্রণীত পুস্তিকা বিতরণ।

১৯৬৭ : ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপার নিয়ে মাওলানাসহ অন্য চারজন খ্যাতনামা আলেমের গ্রেফতার।

১৯৬৮ : চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার লন্ডন ভ্রমণ। ইংল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিল্টন হোটেলে লন্ডনে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় মাওলানার ভাষণ।

১৯৬৯ : রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান।

১৯৭২ : তাফহীমুল কুরআনের সমাপ্তি ও ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ। অবিরাম অসুস্থতার কারণে জামায়াতে ইসলামির আমীরের দায়িত্ব থেকে এস্তফা দান।

১৯৭৯ : চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ২১ মে আমেরিকা গমন। ৪ সেপ্টেম্বর মুত্রাশায় অপারেশন।

২২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় ইন্তেকাল।

ইন্তেকালের পর বাফেলো, লন্ডন, করাচিতে একাধিকবার জানাযা হয় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর লাহোর গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে কয়েক লক্ষ শোকাতুর মানুষের সমাবেশ জানাযার পর আপন বাসগৃহে মাওলানাকে দাফন করা হয়। (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলায়হি রাজিউন।)

## মাওলানা মওদূদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

**ক. কুরআন**

১. তরজমায়ে কুরআন মজীদ : পৃ. ১২৪৮
২. তাফহীমুল কুরআন ১-১৯ খণ্ড : পৃ. ৪১৬৫
৩. তাফহীমুল কুরআনের বিষয় সূচি : পৃ. ৫৪০

www.pathagar.com

৪. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা : পৃ. ১১৯ (কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহে)
৫. কুরআনের মর্মকথা : পৃ. ৪৮

**খ. হাদিস/সুন্নাহ**

৬. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা : পৃ. ৩৩৬ (সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়াত)
৭. কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা (হাদিসের আলোকে) : পৃ. ১৩৩ (ফাযায়েলে কুরআন)

**গ. ইসলামি জীবন দর্শন**

৮. ইসলাম পরিচিতি : পৃ. ১১২ (রিসালায়ে দীনিয়াত)
৯. তাওহীদ রিসালাত আখিরাত : পৃ. ৪৪
১০. ইসলামের জীবন পদ্ধতি : পৃ. ৫৫ (ইসলাম কা নিযামে হায়াত)
১১. একমাত্র ধর্ম : পৃ. ৪৫ (দীনে হক)
১২. শান্তি পথ : পৃ. ২৭ (সালামতী বা রাস্তা)
১৩. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা : পৃ.২৭৯ (ইসলামী তাহযীব আওর উসকে উসূল ও মাবাদী)
১৪. নির্বাচিত রচনাবলী ১-৩ খণ্ড : পৃ.১৩৪৪ (তাফহীমাত)
১৫. আলজিহাদ : পৃ. ৫৯২
১৬. ইসলাম ও জাহেলিয়াত : পৃ. ৪৮
১৭. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব : পৃ.২২৮ (তানকীহাত)
১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা : পৃ. ৩৮৪ (ইসলামী নেযামে জিন্দেগী আওর উসকে বুনিয়াদী তাসাওবুরাত)
১৯. ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি : পৃ. ৩২ (ইসলাম আওর মাগরিবী দা দীনী জমহুরিয়াত)
২০. ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ : পৃ. ৩২ (ইসলাম কা আখলাকী নকতায়ে নযর)
২১. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ : পৃ. ১১৯ (মাসলায়ে কওমীয়াত)
২২. ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার : পৃ. ২৪ (ইসলাম আওর আদলে ইজতেমায়ী)
২৩. ইসলামে শক্তির উৎস : পৃ. ৬৭ (ইসলাম কা সর চশমায়ে কুওত)
২৪. কুরবাণীর শিক্ষা : পৃ. ৪৮
২৫. ঈমানের হাকীকত : পৃ. ৪৮
২৬. ইসলামের হাকীকত : পৃ. ৪৪
২৭. নামায রোযার হাকীকত : পৃ. ৬৫
২৮. হজ্জের হাকীকত : পৃ. ৪৮

www.pathagar.com

২৯. যাকাতের হাকীকত : পৃ. ৫৮
৩০. জিহাদের হাকীকত : পৃ. ২৮
৩১. তাকদীরের হাকীকত : পৃ. ১০২ (মাসয়ালায়ে জবর ও কদর)
৩২. শিক্ষাব্যবস্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ : পৃ. ১৩৩ (তা'লীমাত)

**ঘ. আইন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা**

৩৩. ইসলামী আইন : পৃ. ৬৩
৩৪. ইসলামী রাষ্ট্র : পৃ. ৭০০ (ইসলামী রিয়াসত)
৩৫. খেলাফত ও রাজতন্ত্র : পৃ. ২৯৪ (খেলাফত ও মুলূকিয়াত)
৩৬. ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ : পৃ. ৬৩ (ইসলাম কা নযরিয়ায়ে সিয়াসী)
৩৭. উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান, ১-২ খণ্ড : পৃ. ৮৭৭ (তাহরীকে আযাদী হিন্দ ও আওর মুসলমান)
৩৮. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন : পৃ. ৮৬ (ইসলামী দাসতুর কী তাদবীন)
৩৯. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি : পৃ. ৮৬ (ইসলামী দাসতুর কী বুনিয়াদে)
৪০. মৌলিক মানবাধিকার : পৃ. ৩২ (ইনসান কী বুনিয়াদী হুকুক)
৪১. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : পৃ. ৫০ (ইসলামী রিয়াসত মে যিম্মীউ কে হুকুক)
৪২. দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস : পৃ. ২৮৬
৪৩. কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা : পৃ. (কুরআন কী সিয়াসী তা'লীমাত)
৪৪. জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি : পৃ. ২৪ (কওমী ওয়াহদাত)
৪৫. মুরতাদের শাস্তি : পৃ. ৬৮

**ঙ. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন**

৪৬. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি : পৃ. ৪৭
৪৭. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : পৃ. ১২২ (তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দীন)
৪৮. জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী : পৃ. ৮০
৪৯. আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ : পৃ. ৩২
৫০. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি : পৃ. ৬২
৫১. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী : পৃ. ৬৪
৫২. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী : পৃ. ৭৮
৫৩. ইসলামী বিপ্লবের পথ : পৃ. ৫৬ (ইসলামী হুকুমত কিস তরাহ কায়েম হোতি হ্যায়)
৫৪. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী : পৃ. ১৩৪

www.pathagar.com

৫৫. আন্দোলন সংগঠন কর্মী : পৃ. ২২৪ (তাহরীক আওর কারকুন)
৫৬. দায়ী ইলাল্লাহ দাওয়াত ইলাল্লাহ : পৃ. ৪২
৫৭. ভাঙ্গা ও গড়া : পৃ. ৩২ (বানাও আওর বিগাড়)
৫৮. একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন : পৃ. ২৩
৫৯. শাহাদাতে হুসাইন রা. : পৃ. ১৬
৬০. বিশ্ব মুসলিম ঐক্যজোট আন্দোলন : পৃ. ৪৩
৬১. সত্যের সাক্ষ্য : পৃ. ৪০ (শাহাদাতে হক)
৬২. আজকের দুনিয়ায় ইসলাম : পৃ. ৪২
৬৩. জামায়াতে ইসলামীর ২৯ বছর : পৃ. ৫৪

**চ. অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা**

৬৪. ইসলামী অর্থনীতি : পৃ. ৩২৮ (মাআশিয়াতে ইসলাম)
৬৫. অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান : পৃ. ৩৮
৬৬. কুরআনের অর্থনৈতিক নির্দেশিকা : পৃ. ৫০ (কুআন কী মাআশী তা'লীমাত)
৬৭. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ : পৃ. ১২৬ (ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী নযরিয়াত)
৬৮. ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি : পৃ. ৩১
৬৯. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং : পৃ. ৩০২ (সুদ)
৭০. ভূমির মালিকানা বিধান : পৃ. ৯৬ (মাসয়ালায়ে মিলকিয়াতে যমীন)

**ছ. দাম্পত্য জীবন ও নারী**

৭১. পর্দা ও ইসলাম : পৃ. ২৮০
৭২. স্বামী স্ত্রীর অধিকার : পৃ. ১৫১ (হুকুকুয যাওজাইন)
৭৩. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ : পৃ. ১৩১ (ইসলামে আওর জিবতে বেলাদত)
৭৪. মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী : পৃ. ২৪

**জ. তাযকিয়ায়ে নফস**

৭৫. হিদায়াত : পৃ. ৫৫
৭৬. ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা : পৃ. ২৭৪ (খুববাত)
৭৭. ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা : পৃ. ৮৮
৭৮. আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি : পৃ. ৪৮ (তাযকিয়ায়ে নফস)

**ঝ. সীরাত**

৭৯. সীরাতে সরওয়ারে আলম ১-৫ খণ্ড : পৃ. ১২৭৬
৮০. খতমে নবুওয়ত : পৃ. ৭৫

www.pathagar.com

৮১. নবীর কুরআনী পরিচয় : পৃ. ৪০ (কুরআন আপনে লানে ওয়ালে কো কিস রং মে পেশ করতা হ্যায়)
৮২. আদর্শ মানব : পৃ. ৩২ (সরওয়ারে আলম কা আসলী কারনামা)
৮৩. সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা : পৃ. ৪০ (মাকামে সাহাবা)

**ঞ. সামগ্রিক**

৮৪. রাসায়েল ও মাসায়েল ১-৫ খণ্ড : পৃ. ১৬৭৯
৮৫. যুব সমাজের মুখোমুখি মাওলানা মওদূদী : পৃ. ৪৫০ (তাসরীহাত)
৮৬. যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১-২ খণ্ড : পৃ.৪৪৮ (ইসতিফসারাত)
৮৭. বিকেলের আসর ১-২ খণ্ড : পৃ. ২৫০ (আসরী মাজালেস)
৮৮. পত্রাবলী ১-২ খণ্ড : পৃ. ৪৫৫
৮৯. বেতার বক্তৃতা : পৃ. (নশরী তাকরীরে)
৯০. মাওলানা মওদূদীর ইন্টারভিউ : পৃ. ৮৭ ৪০০
৯১. খুতবাতুল হারাম : পৃ. ৩৮
৯২. পত্রালাপ মাওলানা মওদূদী ও মরিয়ম জামিলা : পৃ. ২০০
৯৩. কাদিয়ানী সমস্যা : পৃ. ৭০

www.pathagar.com

৩

# ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান*

## অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলাম অবশ্যই চিরন্তন জীবনাদর্শ। আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলবার জন্যই যুগে যুগে নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। যখনই মানুষ নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তখনই আবার কোনো নবী এসে নতুন করে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু সর্বশেষ নবীর পর আর কোনো নবী আসবেন না বলেই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যেই এমন এমন ব্যক্তি পাঠিয়েছেন যারা শেষ নবীর শিক্ষাকে সঠিকরূপে আবার মানব জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ সব ব্যক্তির নিকট অহী নাযিল হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ শেষ নবীর নিকট নাযিলকৃত কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত ও অবিকৃত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন।

সূরা আল হিজাবের ৯ম আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি অবশ্যই এর হিফাযত করবো।" কুরআনের হিফাযতের উদ্দেশ্যেই রসূলের সুন্নাতকেও হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক রসূল সা.-এর হাদিস সমূহকে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসগণের এক জামায়াত সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা যেভাবে হারিয়ে যেতো সেভাবে শেষ নবীর আনীত ইলম বিনষ্ট হয়ে যাবার কোনো আশংকা নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের শব্দগুলো অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও এর আসল মর্মকথা বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যেতে পারে। তাই আল্লাহ্র কুরআন ও রসূলের সুন্নাহকে আসল রূপে

---

* ১৯৮৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধটি পঠিত হয়।

www.pathagar.com

মানব সমাজের নিকট পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক যুগেই উপযুক্ত লোক পয়দা করেন।

রসূলুল্লাহ সা.-এর দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

(مؤطا، كنـــز العمال، مشكوة)

"আমি তোমাদের নিকট দুটো বিষয় রেখে গেলাম– আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত। যদি তোমরা এ দুটোকে আকড়ে ধরে থাকো তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।" (মুয়াত্তা, কান্যুল উম্মাল, মিশকাত)।

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

(أبو داود)

"প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি উম্মতের দীনকে নতুন করে চালু করবেন। (আবু দাউদ)

## ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন

কুরআন ও সুন্নাহর আসল শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবন যাপন করে, তখন ইসলামের প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করার প্রচেষ্টাকেই পুনরুজ্জীবন আন্দোলন বলে। ইসলামি পরিভাষায় এর নাম হলো 'তাজদীদে দীন'। যারা এ মহান দায়িত্ব পালন করেন তাদের বলা হয় মুজাদ্দিদ। দীনের পুনরুজ্জীবনের কাজ আংশিক পর্যায়েও হয়ে থাকে, সামগ্রিক আকারেও হতে পারে। আল্লাহ্র সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামে ইবাদাতের যে সব নিয়ম রয়েছে তার সাথে যদি এমন আরও কিছু কাজ শামিল করা হয় যা রসূল সা. শিক্ষা দেননি তাহলে তা 'বিদ্আত' বলে গণ্য। ইবাদাতকে নানা প্রকার বিদ্আত থেকে পাক করার চেষ্টাও একটি মূল্যবান 'তাজদীদ'-এর কাজ। এভাবে কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে তাজদীদের কাজ হয়ে থাকে। যারা এ জাতীয় কাজ করেন তাদেরকে মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে। কিন্তু কোনো মহান ব্যক্তি ইসলামের সব দিকেই তাজদীদের কাজ করতে সক্ষম হলে তাকেই পরবর্তীকালে মুজাদ্দিদে যামান (যুগের মুজাদ্দিদ) বলা হয়। ইমাম গাযযালী রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী রহ., শাহ ওয়ালিউল্যাহ দেহলভী রহ., মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব নাজদী রহ. নিজ নিজ যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অবশ্য তাদের সবার তাজদীদী কাজ তাদের জীবিত কালে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে প্রসারিত হয়নি।

www.pathagar.com

## এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

হিজরি চৌদ্দ শতকে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগে সামগ্রিক পুনর্জাগরণের যে বিরাট কাজ হয়েছে তাতে আরব বিশ্বে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ রহ. এবং এ উপমহাদেশে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর নাম মুসলিম বিশ্বে স্বীকৃত।

এ প্রবন্ধে শুধু মাওলানা মওদূদী রহ.-এর তাজদীদী কাজ সম্পর্কেই আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

মাওলানা মওদূদী রহ.-এর বিপ্লবী চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে জামায়াতে ইসলামী নামে যে ইসলামি আন্দোলন চলছে তার পক্ষ থেকে মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্ ও ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হয়। কখনও মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্বের দিকে কাউকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়না। মাওলানা রচিত সাহিত্য পরিবেশন করার সময়ও ইসলামি জ্ঞানের গুরুত্বই বুঝানো হয়। মাওলানার মর্যাদা তুলে ধরার সামান্য প্রচেষ্টাও দেখা যায়না।

মাওলানার জীবদ্দশায় করাচির দৈনিক জাসারাত পত্রিকা মাওলানা মওদূদী সংখ্যা বের করার আয়োজন করছে জানতে পেরে তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য জামায়াতের করাচি শাখাকে নির্দেশ দান করেন। তাঁর জীবিত থাকাকালে তো তিনি তাঁর জন্ম দিবস পালনের অনুমতি দেনই-নি, তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁর জন্ম বা মৃত্যু দিবস কোথাও পালন করা হচ্ছেনা। সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে কী পরিমাণ মহব্বত করে তা যারা জানে তাদের নিকট এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার। এর মূল কারণ এই যে, মাওলানা মরহুমের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা ইসলামি আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে আলোচনার আসল উদ্দেশ্য মাওলানা মওদূদীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা নয়। এ যুগে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ভালোভাবে বুঝতে হলে এবং আল্লাহ্র কিতাবকে ইসলামি বিপ্লবের দিশারী হিসাবে জানতে হলে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর বিপুল সাহিত্যের আশ্রয় না নিয়ে কোনো উপায় যে নেই সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার আসল উদ্দেশ্য। ইসলামকে যারা বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখতে চান এবং মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহ্র দেয়া জীবন বিধান মানব সমাজে কায়েম করতে যারা আগ্রহী তাদের খেদমতে পেশ করার উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্বকে ফোকাস না করে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের যে সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেয়েছে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

## মাওলানা মওদূদী কি এ যুগের মুজাদ্দিদ?

এক শ্রেণীর ওলামা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালিয়ে ছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মুজাদ্দিদ দাবি করবেন। মাওলানা এর জওয়াবে বলেছিলেন 'একমাত্র নবীর জন্যই নবুওতের দাবি করা জরুরি। নবী হিসাবে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে নবুওতের কাজ শুরু হতে পারেনা। তাই যিনি নবী তিনি নবুওতের দাবি দিয়েই কাজ শুরু করতে বাধ্য। কিন্তু মুজাদ্দিদের প্রতি ঈমান আনা জরুরি নয়। তা ছাড়া মুজাদ্দিদ আগে থেকে জানতে পারেনা তিনি তার কাজের মাধ্যমে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য হবেন কিনা। তাঁর কাজ যদি মুজাদ্দিদের মানে উত্তীর্ণ হয় তাহলে লোকেরা তাকে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করে থাকে। সুতরাং দাবি দিয়ে মুজাদ্দিদের কাজ শুরু হতে পারেনা।"

"আমি বার বার একথা বলা সত্ত্বেও যারা এ অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ইন্‌শাআল্লাহ্ এ জাতীয় দাবি থেকে নিজেকে পাক রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো এবং আদালতে-আখিরাতে আমি আমার রবের নিকট তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো।"

"খোদা না করুন আমি যদি এ দাবি করেই বসি তাহলে বড়জোর একটু বড়াই করা হবে মাত্র। এ দাবি করা কোনো গুণাহের কাজ নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে আমি এ দাবি করবো বলে যারা প্রচার করেছে তারা তো খোদায়ী দাবিই করে ফেলেছে। কারণ ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেনা।"

আল্‌হামদুলিল্লাহ। মাওলানা মওদূদী মুজাদ্দিদ দাবি না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন।

আমরা যারা তাঁর উদ্যোগে গঠিত ইসলামি আন্দোলনে শরিক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমরা তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা করার কোনো দায়িত্ব বোধ করিনা। কারণ তাঁকে মুজাদ্দিদ হিসাবে মেনে নেবার দাওয়াত আমরা দিইনা। এটা কোনো জরুরি বিষয়ও নয়।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে তাঁর যে অবদান, তার সঠিক মূল্যায়ন করার যোগ্যতা যাদের আছে তাঁরা এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। মনীষীদের নিজ দেশে নিজ যুগের লোকেরা তাদেরকে মনীষী বলে সাধারণতঃ স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্তী কালের মানুষ তাঁকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারেনা। অবশ্য মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিদেশী অনেক ইসলামি চিন্তাবিদই উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত ইখওয়ান নেতা সিরিয়ার প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী মরহুম ডক্টর মুস্তাফা যারকা মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে অনেক আগেই মন্তব্য করেছিলেন–

"মাওলানা মওদূদী দীনী চিন্তা ধারার দিক দিয়ে ইমাম গাযালী রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সমপর্যায়ের চিন্তাবিদ।"

www.pathagar.com

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যে ব্যাপক শিক্ষা তিনি পরিবেশন করেছেন তা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর এ অবদানের গুরুত্ব অনুযায়ী ইতিহাসই বিচার করবে যে তাজদীদের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কী।

ইকামাতে দীনের আন্দোলনে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা মাওলানা মওদূদীর জীবিতকালেও যেমন তার ব্যক্তিত্বের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেননি, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে পেশ করার কোনো দায়িত্ব বোধ করেননা।

## আবেগ মুক্ত আলোচনা

আমার মন মগজ ও চরিত্র গঠনে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর চিন্তাধারা ও বাস্তব জীবনাদর্শ এতো ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মনের আবেগে অতিরঞ্জিত বক্তব্য প্রকাশের আশংকা যাতে না থাকে সেদিকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখেই এ প্রবন্ধ পেশ করছি।

বাল্যকাল থেকেই ওলামা ও মাশায়েখগণের সংস্পর্শ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো বলে আলেম সমাজে ইসলামের যে রূপ চালু ছিলো সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার সুযোগ অবশ্যই পেয়েছিলাম। স্কুল জীবন থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়নের অভ্যাস থাকায় ইসলামকে একটি যুক্তিপূর্ণ সুন্দরতম ধর্ম হিসাবেই উপলব্ধি করেছিলাম।

ছাত্র জীবন শেষ করার পরপরই ১৯৫০ সালের শুরু থেকে তাবলীগ জামায়াতের ন্যায় বিশ্বব্যাপী একটি ধর্মীয় আন্দোলনে একাগ্রতার সাথে সক্রিয় হওয়ার মাধ্যমে এ প্রেরণা লাভ করি যে ইসলাম ধর্মকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলিমেরই ব্রত হওয়া উচিত। ১৯৫২ সালে তমুদ্দুন মজলিসের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করলাম যে ইসলাম শুধু ধর্মীয় জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধানও রয়েছে এবং সেসব বিধান সমাজে চালু করার জন্য ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করা প্রয়োজন।

১৯৫৪ সালে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর বিপ্লবী চিন্তা ধারার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুরু হয় এবং ইসলামের ধর্মীয় দিক থেকে আরম্ভ করে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের উজ্জ্বল রূপের সঠিক সন্ধান লাভ করি।

আমার দীনী জীবন গঠনে বাল্যকাল থেকে যে যে সূত্রে যেটুকু ধারণা ইসলাম সম্পর্কে পেয়েছি আমার জীবনে তাদের সবার মূল্যবান অবদান আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। ঐ সব অবদান মাওলানা মওদূদী রহ.-এর চিন্তাধারার

www.pathagar.com

গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। সকলের অবদানের আন্তরিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও একথা উল্লেখ না করে পারছিনা যে, ইসলামের সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ রূপ মাওলানা মওদূদী রহ. থেকেই পেয়েছি এবং দীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সকল বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা এবং এ পথে জীবন উৎসর্গ করার জযবা তাঁরই জীবন থেকে পেয়েছি। তাই তাঁর প্রতি আমার গভীর মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা স্বাভাবিক।

এ সত্যেও আমি তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মনের আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বাস্তব সত্যকেই পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

## মাওলানা মওদূদীর যুগ

মাওলানা মওদূদী রহ. ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯১৮ সালে বিজনোরের সাপ্তাহিক মদীনার সম্পাদনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

যে সময় তিনি কর্ম জীবনে পদার্পন করেন সে সময়টা মুসলিম জাতির চরম অধ:পতনের যুগ। ইসলামি আদর্শ থেকে ক্রমশ: বিচ্যুৎ হবার পরিণামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপের গোলামি মুসলিম জাতিকে সর্বদিক থেকে এমন পংগু করে ফেললো যে, উলামায়ে কিরাম কোনো রকমে কুরআন ও হাদিসকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া ইসলামের পুনর্জাগরনের প্রচেষ্টাও চালু রাখতে সক্ষম হননি।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (১৯২৪) মুসলিম জাতির ধ্বংসাবশেষ হিসাবে উসমানী খেলাফত যখন খতম হয়ে গেলো তখন অধ:পতনের আরও নিকৃষ্টরূপ দেখা দিলো। এতদিন অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম মানসে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার ফলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের কোনো ফাটল সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ইতোমধ্যে মুসলিমদের মধ্যে সুবিধাবাদী একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেলো। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাদের মন-মানসিকতা ও চরিত্র এমনভাবে গঠিত হলো যে, নামে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা ও কর্মে তারা বিজাতীয় আদর্শের অনুসারী হয়ে পড়লো। এ ধরনের তথাকথিত মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে ইসলামের উপর যখন হামলা শুরু হলো তখন এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হতে শুরু করলো। মুসলমানদের উন্নতির দোহাই দিয়েই এ সব হামলা চালানো হলো। কামাল পাশা আরবি ভাষাকে উৎখাত করে ছাড়লো। এভাবে ইসলামি সভ্যতার সব বাহ্যিক রূপ তিরোহিত করে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করাকেই উন্নতির সোপান বলে এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোক মনে করে বসলো।

৫—

www.pathagar.com

এ উপ-মহাদেশে নতুন নবুওয়ত চালু করে ইসলাম থেকে জিহাদের ধারণা লুপ্ত করার মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বকে চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্র হলো। কুরআনই যথেষ্ট বলে শ্লোগান দিয়ে হাদিসকে অস্বীকার করা হলো। উলামায়ে কিরাম এ সবের প্রতিরোধে এগিয়ে এলেও মুসলিম জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ইউরোপীয় মন মানসিকতাধারী মুসলমানদের নেতৃত্বই চালু হয়ে রইলো।

উপ-মহাদেশ থেকে ইংরেজ রাজত্ব খতম করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নেও উলামায়ে কিরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাকেই ইসলামের নামে সমর্থন জানালেন। আর একদল পৃথক মুসলিম জাতীয়তার সমর্থন করে পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হলেও আসল নেতৃত্ব ঐ সব মুসলিমদের হাতেই রইলো যারা চিন্তা ও কর্মে ইউরোপের অনুসারী।

এইভাবে গোটা মুসলিম জাতি যখন ইসলামি নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখনই মাওলানা মওদূদী ইসলামের মুখপাত্র হিসাবে আবির্ভূত হন। অবশ্য তখনকার রাজনৈতিক ডামাডোলে তাঁর আওয়াজ গোটা জাতির কানে পৌঁছতে পারেনি। উপ-মহাদেশের ঐ মুসলিম জাতি বর্তমানে কয়েকটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা সব কয়টি দেশেই ইসলামকে এ বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপদান করেছে।

## মাওলানার অবদান

একটি প্রবন্ধে এ যুগের ইসলামি পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মোটেই সম্ভব নয়। অবদানের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না যেয়ে এক একটি পয়েন্টকে সংক্ষেপে পেশ করে তাঁর বহুমুখী অবদানের একটি তালিকাই শুধু পেশ করছি।

### ১. একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিবেশন করা

মুসলিম জাতির নিকট ইসলাম কতোক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতি হিসাবেই পরিচিত ছিলো। নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী এবং জিকর ও তিলাওয়াত নিয়ে ইসলাম একটি ধর্ম হিসাবে টিকে ছিলো। আর বিবাহ, তালাক, ফারায়েয ইত্যাদি সামাজিক বিধি মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে বেঁচে ছিলো।

রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে আলেম সমাজেও তেমন কোনো চর্চা ছিলনা, ফিকাহ্ কিতাবে আদালত ও ফৌজদারী মামলার মাসলা মাসায়েল থাকলেও বাস্তব জীবনে এর কোনো প্রয়োগ না থাকায় এসব বিষয় চিন্তার রাজ্য থেকেও বিদায় নিয়েছিলো।

www.pathagar.com

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্যের ধারণা সমাজে ছিলনা। ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক ও সাধক হওয়াকেই উন্নত মানের দীনদারী মনে করা হতো।

মাওলানা মওদূদী সর্ব প্রথম রেসালায়ে দীনিয়াত (ইসলাম পরিচিত) নামক বইতে অতি সহজ ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে পরিবেশন করার জন্য তাঁর লেখা বই এর তালিকা বিরাট। তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় করার জন্যই আল্লাহ্ পাক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। ইসলাম যে, মানুষকে সংসারত্যাগী বানাতে আসেনি বরং সঠিকভাবে পার্থিব জীবন যাপনের পথই দেখাতে এসেছে সে কথা তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত 'খুতবাত' নামক বইতে (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা বা হাকিকত সিরিজ) কুরআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবা প্রচলিত অর্থে কোনো ধর্মীয় মন্ত্র নয়, বরং গোটা জীবনের জন্য নীতি নির্ধারক একটি সিদ্ধান্ত যা দ্বারা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্য করার শপথ নেয়া হয়। তিনি এ কথাও প্রমাণ করেন যে, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতোক ইবাদত নয়, বরং এসব বুনিয়াদী ইবাদত গোটা জীবনের কর্মতৎপরতাকেই ইবাদতে পরিণত করে। নামায, রোযা ও হজ্ব পালনের মাধ্যমে জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র খাঁটি গোলামের ভূমিকা যোগ্যতার সাথে পালন করতে পারে।

## ২. ইকামাতে দীনের দায়িত্ব যে মুসলিম জীবনের জন্য প্রধানতম ফরয একথা বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা

আল্লাহ্‌র দীন যে বাতিলের অধীনে কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরিত হয়নি এবং রসূল সা.-কে যে দীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠান হয়েছিলো সে কথার চর্চা উলামা সমাজেও ছিলনা। অথচ মানুষের মনগড়া আইন ও সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকবে, আর তার অধীনে মুসলমানরা শুধু নামায, রোযা করার সুযোগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এমন মনোভাব আর যাই হোক সত্যিকার ঈমানের পরিচায়ক নয়।

অনৈসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে সে সরকার ইসলামের যতোটুকু বিধান চালু থাকতে দেয় ততোটুকুতে রাজি থেকে যতো দীনদারিই করা হোক তা যে আল্লাহ্‌কে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনা সে কথার গুরুত্ব আলেম সমাজের মধ্যেও ছিলো বলে মনে হয়না।

www.pathagar.com

মুসলমানদের ঐ চরম দুর্দিনে উলামায়ে কিরাম নিঃসন্দেহে বহুভাবে দীনের মূল্যবান খেদমত করেছেন। খেদমতে দীনের ব্যাপারে তাঁদের অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। ইংরেজদের গোলামি যুগে মাদরাসা শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে কুরআন হাদিসকে হিফাযত করার যে বিরাট খেদমত হয়েছে তার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ফরীযায়ে ইকামাতে দীনের যথাযথ ধারণা এ শতকের উলামায়ে কিরামের মধ্যেও ছিলনা। যদি থাকতো তাহলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের পেছনে অনুসারী বা মুক্তাদীর ভূমিকার পরিবর্তে তাঁরা ইকামাতে দীনের আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জাতির ইমামতের দায়িত্বই পালন করতেন।

এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট মর্যাদার দাবি রাখে। মাওলানাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৪১ সালে ইকামাতে দীনের আওয়াজ দিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থক না হয়ে বড় বড় উলামায়ে কিরাম যদি ইকামাতে দীনের দাওয়াত নিয়ে মুসলিম জাতিকে সংগঠিত করতে পারতেন তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। একমাত্র ইকামাতে দীনের আন্দোলনের মাধ্যমেই উলামায়ে কিরাম রাজনৈতিক ময়দানে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন। এ দৃষ্টি ভঙ্গির অভাবেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত আদর্শহীন রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন।

শহীদানে বালাকোটের পর দীর্ঘকাল ইকামাতে দীনের চর্চা আলেম সমাজেও ছিলনা। এ শতাব্দীতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ. এক সময় এ আওয়াজ দিয়েও নিজেই থেমে যান। মাওলানা মওদূদী রহ. নতুন করে এ দাওয়াত পেশ করেন। এ শতাব্দীতে উপমহাদেশে আর কেউ এ বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে ময়দানে আসেননি।

### ৩. কুরআন মজীদকে ইকামাতে দীনের 'গাইড বুক' হিসাবে সহজবোধ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা

আল্লাহ্‌র কিতাব দুর্বোধ্য একটি ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পরম ভক্তির সাথে শুধু সওয়াবের নিয়তে তেলাওয়াত করার রীতিই সমাজে চালু ছিলো। মাদরাসায় তাফসির ক্লাসে যতোটুকু আলোচনা হতো তার বাইরে জনগণের মধ্যে কুরআন বুঝাবার কোনো রেওয়াজই ছিলনা।

আলেম সমাজের মধ্যে পর্যন্ত কুরআন বুঝবার ও বুঝাবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। ধর্মীয় ও সামাজিক যে সব বিষয়ে জনগণ মাসলা মাসায়েলের জন্য উলামায়ে কিরামের খেদমতে হাযির হতো সে সব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ফিকাহের কিতাবই শুধু চর্চা করা হতো।

দারসে কুরআনের কোনো প্রচলন সাধারণভাবে ছিলনা। কোনো কোনো মসজিদ ও মাদরাসায় থাকলেও খুবই অল্প সংখ্যক লোক তা থেকে উপকৃত হতো। দীন

www.pathagar.com

শিখবার জন্য জনগণের নিকট মাসলার কিতাবই একমাত্র সম্বল ছিলো। আমি নিজেও বাংলা ও ইংরেজিতে যে সব অনুবাদ ও তাফর্সির পাওয়া যেতো তার মাধ্যমে কুরআনকে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে এ বিষয়ে আমাকে অযোগ্য মনে করে শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করে ইসলামি বই পুস্তকের সাহায্যে ইসলামকে বুঝবার পথই সহজ মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

মাওলানা মওদূদী রহ.-এর রচিত তাফহীমুল কুরআন নামক তাফসিরের সন্ধান যখন ১৯৫৪ সালে পেলাম তখন এর বাংলা অনুবাদ হয়নি। এ তাফসির পড়ার নেশা আমাকে উর্দু শিখতে বাধ্য করলো। যেহেতু এর আগে কুরআন অধ্যয়নের চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ক্লান্ত হয়েছিলাম, সেহেতু তাফহীমুল কুরআনের সহজ আবেদন আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো।

তাফহীমুল কুরআন যে ইসলামের পুনরুজ্জীবনে কতো বড় অবদান রেখেছে তা প্রকাশ করার পর্যাপ্ত ভাষা পাচ্ছিনা। আধুনিক যুগের মন-মানসিকতার উপযোগী করে কুরআন বুঝার সহজ পথ এতে দেখানো হয়েছে। এ তাফসিরে এ কথাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে রসূল সা.-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। এ কুরআন ইসলামি আন্দোলনেরই 'গাইড বুক' হিসেবে এসেছে। আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্ন মন মানসিকতা নিয়ে কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝবার কোনো উপায় নেই।

তিনি এ তাফসিরে একথাই বুঝিয়েছেন যে, রসূল সা.-এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনই কুরআনের আসল ব্যাখ্যা। রসূল সা.-এর বিপ্লবী আন্দোলন জীবনই

বাস্তব কুরআন। যারা ইকামাতে দীনের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেনা তাদের নিকট কুরআনের আসল মর্মকথা স্পষ্ট হতে পারে না। কুরআন বুঝা তাদের জন্যই সহজ, যারা ঐ আন্দোলনে সক্রিয় যে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য এ কুরআন নাযিল হয়েছে।

আজ আল্লাহ্‌র রহমতে সমাজে দারসে কুরআন ও তাফসির মাহফিলের ব্যাপক প্রচলন দেখা যাচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষিত না হয়েও কুরআন বুঝবার প্রচেষ্টায় বহু লোক আত্মনিয়োগ করেছেন। এখন কুরআন আর দুর্বোধ্য কিতাব নয়। ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের নিকট কুরআন এখন সবচাইতে আকর্ষণীয় পাঠ্য বই। এ অবদান মাওলানা মওদূদী রহ.-এর এক অনন্য খেদমত।

### ৪. ইকামাতে দীনের আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ করা

মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করে এবং ইকামাতে দীনের দিশারী হিসাবে কুরআন মজীদের

www.pathagar.com

তাফসির করেই ক্ষান্ত হননি, রসূল সা.-এর অনুকরণে ইসলামি জীবন বিধানকে কায়েম করার জন্য একটি বিজ্ঞান সম্মত আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি শুধু চিন্তাবিদের দায়িত্বই পালন করেননি, তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। নবী ও রসূলগণ ছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে এমন চিন্তাবিদ অত্যন্ত দুর্লভ যিনি সমাজ বিপ্লবের চিন্তা ও পরিকল্পনা পেশ করে নিজেই বাস্তবে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

চিন্তা ও কর্মের এ দুর্লভ সমন্বয়ের ফলেই মাওলানা মওদূদী রহ. যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ইসলামের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়নি। আন্দোলনের ময়দানের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাধারাকে যেমন বাস্তবমুখী হতে সাহায্য করেছে, তেমনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা তিনি রসূল সা.-এর সংগ্রামী জীবন থেকে পেয়েছেন তাই আন্দোলনে প্রয়োগ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁর চিন্তা ও কর্মে তাঁর জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি।

যখন ১৯২৭ সালে তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর তখন তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' প্রকাশিত হয়। তখন তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপত্র 'আল জমিয়তের' সম্পাদক। ঐ পত্রিকায়ই ধারাবাহিকভাবে তাঁর এ গবেষণার ফসল তিন বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। এ গ্রন্থের রচনা কাল ১৯২৪ থেকে ২৭ সাল পর্যন্ত।

উনিশ'শ তেতাল্লিশ সালে তিনি তাফহীমুল কুরআন রচনা শুরু করে ১৯৭২ সালে সমাপ্ত করেছেন। এ ত্রিশ বছর কুরআনের যে তাফসির লিখেছেন তাঁর সারমর্ম ঐ 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' নামক পুস্তকে কিভাবে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হলো তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার।

জিহাদের উপর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি কুরআনকে জিহাদেরই দিশারী হিসাবে উপলব্ধি করেছেন। আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধীর কৈফিয়তের সুরে তিনি জিহাদের ব্যাখ্যা দেননি। শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধকেই জিহাদের সংজ্ঞা হিসাবে পেশ করার যে হীনমন্যতা সেকালে এক শ্রেণীর মুসলিম নেতারা প্রদর্শন করতেন তা তিনি বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করেন। জিহাদকে তিনি ইসলামের ইতিবাচক আন্দোলন হিসাবেই পেশ করেন। মানুষের মনগড়া যে সব বিধান মানুষকে মানুষের দাস বানিয়ে রেখেছে তা থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধানের মাধ্যমে মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দান করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নামই যে জিহাদ সে কথাই তিনি প্রমাণ করেছেন।

মানব জাতির মুক্তির এ মহান সংগ্রামের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে মানব জাতির এ দুশমনদেরকে ইসলামের অগ্রযাত্রার পথ থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে যদি

www.pathagar.com

শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন হবেই। এ যুদ্ধকে কুরআনের পরিভাষায় 'কিতাল' বলা হয়। ইসলামি আন্দোলন হলো জিহাদ আর জিহাদেরই একটি পর্যায়ে কিতাল বা যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু জিহাদ মানেই যে কিতাল নয় সে কথা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

জিহাদ সম্পর্কে মাওলানার ঐতিহাসিক গবেষণা কালেই তিনি কুরআনের উজ্জ্বল আলোক রশ্মি লাভ করেন যার ফলে তিনি জিহাদের বিদ্যাগত নির্লিপ্ত গবেষকের ভূমিকা পালন করেই ক্ষান্ত হতে পারেননি। তাঁর এই গবেষণাই তাঁকে জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে নিক্ষেপ করেছে।

যে কোনো আন্দোলনের সাফল্য প্রধানতঃ যোগ্য নেতৃত্বের উপরই নির্ভর করে। ইসলামি আন্দোলনের ময়দানে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এ যুগে নতুন করে প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। রসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরাম রা. এ বিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন করি গেছেন তা অতীত ইতিহাস।

এ যুগেও মানুষ সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ অনুসরণ করে দীনের জন্য হাসিমুখে জান দিতে প্রস্তুত হতে পারে, মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবনে এরই বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। ১৯৫৩ সালে তাঁকে এক অজুহাতে সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুম দেবার পর তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দান করেছেন তা তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের মুখলিস কর্মীদের অন্তর থেকে মৃত্যু ভয়কে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু ইতিহাসের উদাহরণ কর্মীদের মধ্যেই ঐ প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারতোনা। মাওলানা মওদূদী ও ইখওয়ানের শহীদ নেতৃবৃন্দের উদাহরণ এ জযবা সৃষ্টি করেছে যে, এ যুগেও এবং আমাদের পক্ষেও দীনের জন্য জীবন দেয়া সম্ভব। এ যুগে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের শহীদ নেতৃবৃন্দ ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুঞ্জয়ী চরিত্রের পরিচয় রেখে গেছেন এবং মাওলানা মওদূদী রহ. ফাঁসির হুকুম শুনে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তা যেভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা শুধু অতীত ইতিহাসের ঘটনা দ্বারা সম্ভব ছিলনা। "আমরা কি নবীর সুহবত পেয়েছি যে সাহাবিদের মতো সাহস দেখাতে পারি?" এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা নিজেদের দুর্বলতাকে যুক্তিযুক্ত মনে করার রোগ অনেকেরই আছে। তাই প্রতি যুগেই আদর্শের নমুনা প্রয়োজন। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ ও মাওলানা মওদূদী রহ. সে নমুনাই পেশ করেছেন।

ইসলামি আন্দোলন আল্লাহ্‌র পথে মুমিনের জান ও মালের যে কুরবানী দাবি করে তা বিনা দ্বিধায় দান করার যে আদর্শ মাওলানা কায়েম করে গেলেন তা এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট এক অবদান।

www.pathagar.com

## ৫. ইসলামি আন্দোলনের উপযোগী সুনিপুণ সংগঠন গড়ে তোলা

আল্লাহ্ তা'আলা মাওলানাকে শুধু ইসলামের সঠিক ধারণাই দান করেননি, ইসলাম কায়েম করার উপযোগী বিজ্ঞান সম্মত সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যে সুনিপুণ ধারণা তাঁর কাছে পাওয়া গেছে তা আল্লাহ্ পাকের এক বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমি মনে করি। আল্লাহ্র কুরআন আর রসূলের হাদিস এবং চৌদ্দশ বছরের রচিত বিপুল ইসলামি সাহিত্য মন্থন করে ইসলামকে সঠিক রূপে পরিবেশন করার কাজ মাওলানা মওদূদী রহ. ছাড়া আরও কয়েকজন ইসলামি চিন্তাবিদ এ শতাব্দীতেই বিভিন্ন দেশে করেছেন। ইসলামের সঠিক জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য পরিবেশনার মানের দিক দিয়ে মাওলানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁরা সবাই স্বীকার করেন।

কিন্তু সংগঠনের কাঠামো, সংগঠনের বিভিন্ন স্তর, কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নিম্ন ইউনিট পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, সাংগঠনিক সমস্যা ও জটিলতা দূর করার উপায়, সংগঠনকে সকল পর্যায়ে ত্রুটিমুক্ত রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি এমন বিষয় যার মূল সূত্র কুরআন ও হাদিস থেকে বের করা সম্ভব হলেও এর অনেক খুঁটিনাটি দিকের সঠিক ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর মননশীলতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। কুরআন হাদিস থেকে ইসলামের জ্ঞান আহরণ করার চেয়ে সুশৃংখল ও উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা কম দুঃসাধ্য কাজ বলে আমার মনে হয়না।

এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী রহ. যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ইসলামের গবেষক মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদী কম বড় নয়। দেশ-বিদেশে বহু সংগঠনের অবস্থা পর্যালোচনার যে সুযোগ আমি পেয়েছি তাতে এ ধারণাই আমার হয়েছে। সংগঠনকে বিভেদ ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা, উপদল সৃষ্টির পথ বন্ধ করা এবং মতবিরোধ মীমাংসা করার যে বিধি বিধান তিনি দিয়ে গেছেন তার কোনো তুলনা নেই। মাওলানা মওদূদীর এ সাংগঠনিক অবদান ইসলামি আন্দোলনের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ।

ইসলামি সংগঠনকে সর্বাংগসুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিস্তারিত বিধি-বিধান রচনা করেছেন। এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায়নি। জামায়াতে ইসলামীর জন্ম লগ্ন থেকে বেশ কয়েক বছরের কার্যবিবরণীর কয়েকটি খণ্ডে যে সব সাংগঠনিক হেদায়াত রয়েছে তা বিস্ময়কর মৌলিকত্বে পরিপূর্ণ। এছাড়াও কয়েকটি বইতে সংগঠনকে সর্বদিক দিয়ে উন্নততম মানে পৌছাবার জন্য বহু মূল্যবান উপদেশ রয়েছে। ইসলামের বাস্তব পুনরুজ্জীবন শক্তিশালী সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয় বলেই এ অবদানের গুরুত্ব কম নয়।

www.pathagar.com

সংগঠনের কাঠামো এমন সুনিপুণ হবার কারণেই এখানে নেতৃত্বের কোন্দল বা উপদল সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সমালোচনা ও সংশোধনের পূর্ণ সুযোগ থাকার দরুণ এবং যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংগঠনের নির্ধারিত ফোরামে হওয়ার নীতি চালু থাকার ফলে এ সংগঠনে ভাঙ্গন ধরার কোনো পথই নেই। এ কারণেই এ সংগঠন কোনো সময়ই দ্বিধা-বিভক্ত হয়নি।

### ৬. ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা

আধুনিক পরিভাষায় গণতান্ত্রিক বিশ্বের সচেতন মহলের উপযোগী গ্রহণযোগ্য ভাষায় মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামি শাসনতন্ত্র, ইসলামি সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পরিবেশন করেছেন। খেলাফাতে রাশেদার ইতিহাস থেকে তিনি এসব বিষয় অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সংগ্রহ করেছেন এবং সেখান থেকেই ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকারি কাঠামো সম্পর্কের চিরস্থায়ী আদর্শ চয়ন করেছেন। 'খিলাফত ও মুলকিয়াত' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তিনি আদর্শ ইসলামি শাসন-ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে 'খিলাফত' নামে পরিচিত করেছেন। এ ব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও রসূল সা.-এর প্রতিনিধিত্ব। জনগণের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আল্লাহ্‌র কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এটাই হলো খিলাফতের ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি বা দলের মনগড়া শাসন চালাবার কোনো অধিকার নেই।

"Islamic Law and Constitution" নামক গ্রন্থে মাওলানা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে এমন ধারাবাহিক ও সিস্টেমেটিক আলোচনা করেছেন যার ফলে এই বইটিকে এ বিষয়বস্তুর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা চলে। পাকিস্তান কায়েম হবার পর যখন ১৯৪৮ সালে মাওলানা মওদূদী ইসলামি শাসনতন্ত্রের দাবি জানালেন তখন পত্রিকায় তার প্রতি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য প্রচারিত হতে লাগলো। করাচি ও লাহোরের আইনজীবীরা চ্যালেঞ্জের সুরে তাকে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বার লাইবেরিতে বক্তৃতা করার দাওয়াত দিলেন। মাওলানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে লাহোর বার লাইব্রেরিতে ইসলামি শাসনতন্ত্রের রূপরেখা পেশ করার পর শাসনতন্ত্রের পন্ডিত আইনজীবীদের যাবতীয় প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে সবাইকে ইসলামি শাসনতন্ত্রের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

এ সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবযাদা লিয়াকত আলী খান যখন ইসলামি শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে আলেমদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন তখন

www.pathagar.com

১৯৫১ সালে শিয়া আলেমসহ সকল মহলের বড় বড় ৩১ জন আলেমের এক সম্মেলনে ইসলামি শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে ঐ চ্যালেঞ্জের যোগ্য জওয়াব দেয়া হয়। এর পরে আজ পর্যন্ত 'ইসলামি শাসনতন্ত্র বলে কিছু নেই' এ জাতীয় মন্তব্য করার দুঃসাহস কেউ করেনি। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর অবদানই যে প্রধান একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

চুয়াত্তর বা পঁচাত্তর সালে ইংল্যান্ডের ফসিস (Fosis) নামক প্রসিদ্ধ ইসলামি ছাত্র ফেডারেশন তাদের বার্ষিক সম্মেলনে "The concept of Islamic state and Govt." সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসাবে সুদানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সাদেক-আল-মাহদীর একটি উদ্বৃতি এখানে অত্যন্ত প্রাসংগিক হবে। উক্ত সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, "আলোচ্য বিষয়ে আরবি ও ইংরেজির প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের রচিত গ্রন্থাবলী আমি অধ্যয়ন করেছি। আমার গোটা আলোচনার বিষয়বস্তু একটা বইতেই চমৎকারভাবে সাজানো পেয়েছি। এ বিষয়ের জন্য এ বইটিই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। এ বইটি হলো মাওলানা মওদূদীর Islamic Law and Constitution."

ইসলামি খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্রই মুসলিম জাতির ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে বলে ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকার কাঠামো সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সুযোগ আছে। ইসলামের ইতিহাসের নামে মুসলিম বাদশাহদের ইতিহাসই প্রচলিত থাকায় এ বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি যাবতীয় বিভ্রান্তি অপসারণ করতে সহায়তা করেছে।

এ পর্যায়ে তিনি মুসলিম জাতির ইতিহাস ও ইসলামি ইতিহাসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। ইসলামের ইতিহাসের নামে যতো গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে তিনি মুসলিম ইতিহাস নামে চিহ্নিত করেছেন। আর ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য মুজাদ্দিদগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে ইতিহাসকেই তিনি ইসলামি ইতিহাস বলে মনে করেন।

তাঁর মূল যে চিন্তাধারা তাঁকে ইতিহাসের ব্যাপারে এ দৃষ্টিভঙ্গি দান করেছে তা তাঁর সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, যা কুরআন ও হাদিসে আছে এবং রসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরাম যে নমুনা রেখে গেছেন তা-ই ইসলামি আদর্শ। মুসলমানরা যা করে তা-ই ইসলাম নয়। সুতরাং মুসলমানরা সুদ খেলে তা ইসলামি সুদ বলে গণ্য হতে পারেনা। বা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলেও শুকর হালাল হয়ে যায়না। এ যুক্তিতেই মুসলিম বাদশাহদের শাসন ব্যবস্থা ইসলামি শাসন বলে স্বীকৃতি পেতে পারেনা। তাঁর মতে রসূল সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনই একমাত্র ইসলামি শাসনের আদর্শ।

www.pathagar.com

### ৭. ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা প্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করা

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, ইউরোপের রেনেসাঁ আন্দোলন ও গোটা বিশ্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রচলন ও এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উত্থান মানব জাতিকে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত করে রেখেছে। এ যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যান্য বহু বিষয়ে চর্চা থাকলেও ইসলামের কোনো অর্থনীতি আছে বলে কেউ দাবি করেনি। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলিম জাতির মুক্তিকামী চিন্তাবিদদের কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে করতেন।

এ ময়দানে এ যুগে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর আগে আর কেউ সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছেন বলে জানা যায়না। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে বস্তুবাদ নামক একই কুমাতার জঘণ্য দু'সন্তান আখ্যা দিয়ে তিনি উভয় অর্থব্যবস্থার সকল মারাত্মক গলদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। 'সুদ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি এ বিষয়ে তাঁর মাষ্টার পীস (শ্রেষ্ঠ অবদান)।

তিনি অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের গালভরা বুলিতে মানুষকে ভুলিয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মানব জাতিকে চরমভাবে শোষণ করার জন্য এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠিকে মোক্ষম সুযোগ করে দেয়, আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে শোষিত ও বঞ্চিত জনগণকে সরকারের চিরস্থায়ী গোলাম বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দেয়। পুঁজিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃংখলে জনগণকে আবদ্ধ করে, আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের গলায় চরম রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়।

আজ সুদমুক্ত ও শোষণহীন ইসলামি অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে দুনিয়ার সর্বত্র বহু ইসলামি চিন্তাবিদ পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিপুল সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছে। সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংককে এখন আর অবান্তর কল্পনা বলে বিদ্রুপ করার সাহস কারো নেই, যে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার আধুনিক ধারণার জন্মদাতা মাওলানা মওদূদী রহ.।

### ৮. জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে উম্মতে মুসলিমাকে মুক্তির সন্ধান দান করা

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এ উপমহাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠলো তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তখনকার দশকোটি মুসলমানদের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। নেতৃস্থানীয় আলেমগণও এ বিভ্রান্তির দু:খজনক শিকার হয়ে পড়লেন। দারুল উলুম

www.pathagar.com

দেওবন্দের মুহতামীম ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ও ইমামুল হিন্দ উপাধিধারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ.-এর মতো দেশখ্যাত আলেমদের নেতৃত্বে আলেম সমাজের বিশেষ অংশ কংগ্রেসের ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। মাওলানা মাদানী রহ.-এর 'মাত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' নামক মুদ্রিত বক্তৃতার প্রতিবাদে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবাল স্বরচিত কবিতা স্বত:স্ফূর্তভাবে আবৃত্তি করেন। ১৯৩৮ সালে এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ স্বরূপ মাওলানা মওদূদী 'মাসআলায়ে কাওমিয়াত' নামক বিখ্যাত পুস্তকে জাতীয়তার ইসলামি রূপ তুলে ধরেন এবং অখণ্ড ভারতের ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মতবাদ বলে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অকাট্য যুক্তি পেশ করেন।

সুখের বিষয় যে উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহ. এর নেতৃত্বে আলেম সমাজের এক বিরাট অংশ মাওলানা মাদানী রহ. ও মাওলানা আযাদ রহ.-এর ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁরাও জাতীয়তার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে তাঁরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে এবং মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলনকে অত্যন্ত সক্রিয় সমর্থন জানান। তাঁদের সমর্থন ছাড়া মুসলিম জনগণকে কংগ্রেসের খপ্পর থেকে রক্ষা করা ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সফল করা সম্ভব হতোনা। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনকে ইসলামি আন্দোলনে পরিণত করতে অক্ষম হওয়ার ফলে, তাঁদের ঐকান্তিক কামনা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হননি।

মাওলানা মওদূদী রহ. কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানদেরকে 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম' ও মুসলিম লীগ সমর্থকদেরকে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' আখ্যা দিয়ে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে দুটো মতবাদের কোনোটাই আলেম সমাজের গ্রহণ যোগ্য মতাদর্শ ছিলনা। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও ভৌগোলিক জাতীয়তার সমর্থক হওয়া মুসলিম জাতির স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলো। আর মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের পার্থিব স্বার্থ চিন্তা করেছেন। তারা ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের পরিকল্পনাই করেনি। অবশ্য তারা মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যই শুধু ইসলামের দোহাই দিয়েছিলেন।

ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে ইসলামি আন্দোলনই মুসলিম জাতির মুক্তির পথ। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামি হুকুমাত কিস তারাহ কায়েম হুতী হ্যায়" শীর্ষক প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন

www.pathagar.com

"এটা খুবই খুশির বিষয় যে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জন্য আলাদা ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু রসূল সা.-এর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন না করার ফলে একটি 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র' কায়েম হলেও, এ পদ্ধতিতে ইসলামি রাষ্ট্র কিছুতেই কায়েম হবেনা।"

ঐ বক্তৃতাটি 'ইসলামি বিপ্লবের পথ' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে ১৯৫৪ সালে এ বক্তৃতাটি আমি ইংরেজিতে 'The Process of Islamic Revolution' নামক বইতে পড়ে পাকিস্তান সরকারের ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। পাকিস্তান আন্দোলনকে ইসলামি আন্দোলনে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি বলেই পাকিস্তান কায়েম হবার পর ইসলামি আন্দোলনকে এখনও সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে।

### ৯. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করা

পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে এমন ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো যে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তারা ইসলাম সম্পর্কে চরম হীনমন্যতায় ভুগছিলো। ইসলামের বহু আইন ও সমাজ বিধানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তারা সন্দেহের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। সুদকে জায়েয করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তারা বোধ করতে লাগলো। বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অন্যায় মনে না হলেও একাধিক বিবাহ তাদের নিকট খুবই লজ্জাজনক বোধ হলো। জিহাদের হুকুম ইসলামে থাকায় তারা কৈফিয়তের সুরে এর অপব্যাখ্যা দিতে লাগলো। চুরি, জ্বিনা, শরাব ইত্যাদির জন্য ইসলামি আইনের কঠোর শাস্তিকে তারা বর্বরতা মনে করতে লাগলো। দাসপ্রথা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় এ ব্যাপারে ইসলামের সংশোধন করার দাবি উঠলো।

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা যখন এ জাতীয় হীনমন্যতায় ভুগছিলো তখন আল্লামা ইকবাল তাঁর বলিষ্ঠ কাব্য ও যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ হীনমন্যতা দূর করার সার্থক উদ্যোগ নেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর সহজবোধ্য বিপুল সাহিত্যই সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়।

১৯৩২ সাল থেকে মাসিক তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সমাজকে এ হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালান। শিক্ষিত মহল থেকে তাঁর নিকট আক্রমণাত্মক প্রশ্ন, সন্দেহবাদী প্রশ্ন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্নাবলী বন্যার মতো আসতে থাকে। তাঁর মাসিক পত্রিকায় 'রাসায়েল ও মাসায়েল' ফিচারে ঐসব প্রশ্নের অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী

www.pathagar.com

জওয়াব তিনি দিতে থাকলেন, যা বর্তমানে ৭ খণ্ড গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তাঁর 'তানকীহাত' নামক পাণ্ডিত্বপূর্ণ গ্রন্থটি দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলকে মুসলিম মানস থেকে উৎখাত করার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ভোগ্যবাদী জীবনে অভ্যস্ত হবার কারণে বা ইসলামি জীবনাদর্শের পরিবর্তে অন্য কোনো আদর্শে ঈমান আনার ফলে যারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেও ইসলামকে বাস্তব জীবনে মেনে চলা পছন্দ করেননা, তারা আজ আর হীনমন্যতায় ভুগেন না। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা চালু নেই বলে ইসলামের নির্দেশ মেনে চলতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি আদর্শের প্রতি তাদের আস্থা বহাল হয়েছে। এই আস্থা বহাল করার ব্যাপারে মাওলানার অবদান যে সব চেয়ে বেশি সে কথা অনস্বীকার্য।

ইসলামের ঈমানিয়াতের বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতির সাথে বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে তিনি এমন যুক্তিপূর্ণভাবে পেশ করেন যে, তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আর অন্ধ বিশ্বাসের পর্যায়ে নেই। মন মস্তিষ্ক ও পূর্ণ সত্তা এখন ইসলামি ঈমানিয়াতকে গভীর প্রত্যয়ের সাথে স্বীকার করে তৃপ্তিবোধ করে। তাই ইসলামের ব্যাপারে কোনো রকম হীনমন্যতা বোধ করার আর কোনো অবকাশ নেই।

## ১০. ইসলামের প্রতিরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে ইতিবাচক কাজের পাশাপাশি প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্বও পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব পরিকল্পিত হামলা চালানো হয় তার প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া না হলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন দূরের কথা, ইসলামের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী রহ.-কে বেশ কয়েকবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।

১. ১৯৫৩ সালে যখন পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আলেমদের কয়েকটি সংগঠন মুসলিম জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেললো এবং প্রাদেশিক সরকারও রাজনৈতিক স্বার্থে এ পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে চাইলো, তখন মাওলানা মওদূদী "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক বই লিখে এ আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করলেন। অবশ্য দাঙ্গা হাঙ্গামার অজুহাতে ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ফাঁসি দেবার যে সরকারি ষড়যন্ত্র চলছিলো, তার দরুন ঐ চেষ্টা সফল হতে পারেনি।

ঐ পুস্তিকায় কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদকে জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য ভাষায় সুস্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে পেশ করে, তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার

www.pathagar.com

যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। সরকার এ পথে কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান করতে চাইলে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টিই হতোনা। দাঙ্গার সুযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারি করা হলো এবং সামরিক আদালতে ঐ ব্যক্তিকেই ফাঁসি দেবার রায় ঘোষণা করা হলো যিনি দাঙ্গা-হাঙ্গামা রোধ করার চেষ্টা করলেন। সবচাইতে বিস্ময়ের বিষয় হলো, 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক যে বইটি রচনা করার দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করে মাওলানাকে ফাঁসি দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো, সে বইটি সামরিক আইন চলাকালেও বিলি হয়েছে এবং এটাকে বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য পর্যন্ত মনে করা হয়নি।

কাদিয়ানী বিরোধী বহু বইই অনেকে লিখেছেন। কিন্তু মাওলানার ঐ ছোট বইটিতে কাদিয়ানীদের 'নবীর' বক্তব্য দ্বারাই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা মুসলিম উম্মত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতি, যারা মুসলমানদেরকেই কাফের সাব্যস্ত করে। এভাবে কাদিয়ানী ফেৎনার মুকাবিলায় মাওলানার অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

২. জনাব গোলাম মুহাম্মদ গভর্নর জেনারেল থাকা কালেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গোলাম আহম্মদ পারভেজ নামে এক আই, সি, এস অফিসারের নেতৃত্বে 'তুলুয়ে ইসলাম' (ইসলামের আবির্ভাব) নামে এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হাদিসকে অস্বীকার করার এক আন্দোলন রীতিমতো দানা বেঁধে উঠে। হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এ. রাহমান একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে 'তুলুয়ে ইসলামের' প্রচারিত যুক্তিগুলোর উদ্ধৃতি পর্যন্ত দিয়ে ফেললেন। এভাবে শিক্ষিত সমাজে হাদিস অস্বীকার করার 'ফিত্না' বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে লাগলো। মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর মাসিক পত্রিকা তরজমানুল কুরআনে হাদিস বিরোধী ঐ সব যুক্তির জওয়াব দেয়া শুরু করলে উক্ত বিচারপতি এর প্রতিবাদে মাওলানাকে চিঠি দেবার দু:সাহসও করলেন। হাদিসকে ইসলামের অন্যতম উৎস মেনে নিতে অস্বীকার করার আন্দোলন যখন রীতি মতো এক ফিৎনার রূপ ধারন করলো তখন 'সুন্নাত কি আইনি হাইসিয়াত" (ইসলামে হাদিসের আইনগত মর্যাদা) সম্পর্কে তরজমানুল কুরআনের বিরাট এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

উপমহাদেশের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদানের কোনো খবর আমার জানা নেই। কিন্তু মাওলানার এ লেখাটির পর অল্প দিনের মধ্যেই 'তুলুয়ে ইসলামের' অপমৃত্যু ঘটে এবং ঐ বিচারপতিও তাঁর মত পরিবর্তন করার কথা ঘোষণা করে মাওলানাকে চিঠি দেন। 'মাওলানার বিরুদ্ধে' যে সব মাদরাসায় প্রচার অভিযান চলে সেখানেও গ্রন্থকারে প্রকাশিত এ বইটি পাঠ্য হিসাবে সমাদৃত হয়।

www.pathagar.com

৩. ১৯৬১ সালে আয়ূব খান যখন অর্ডিন্যান্স বলে বিয়ে, তালাক ও ফারায়েযের ইসলামি বিধানকে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিবর্তন করে দেন, তখন ১৪ জন প্রখ্যাত আলেমের নামে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর রচিত প্রতিবাদ ইসলামের পারিবারিক বিধানের প্রতিরক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। অর্ডিন্যান্সটি এখনও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে চালু রয়েছে বটে কিন্তু তা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী বলে প্রমাণিত হওয়ায় মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হতে পারেনি। যারা ইসলামকে অমান্য করার প্রয়োজন মনে করে তারা অবশ্য ঐ অর্ডিন্যান্সটি থেকে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে এবং আদালতও এর পক্ষে রায় দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলামের বিধান হিসাবে যে মর্যাদা তা কোনো সময়ই ঐ অর্ডিন্যান্সের কিসমতে জুটবেনা। মাওলানা মওদূদীর অবদানই ঐ অর্ডিন্যান্সটির এ দশার জন্য প্রধানত দায়ি।

৪. ঈদুল ফিতরের দিন ধার্য করার ব্যাপারে শরিয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে সরকারি মরযি চাপিয়ে দেবার কুপ্রথা রোধে মাওলানা স্থায়ী সাফল্য লাভ করেন। সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি এলাকায় চাঁদ দেখা যাওয়ার দোহাই দিয়ে দেশের আর কোথাও চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও সরকারি সিদ্ধান্ত বলে জাতির উপর ঈদ জোর করে চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়ে পড়েছিলো। ১৯৬৭ সালে এর বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদী রহ. যখন রুখে দাঁড়ালেন, তখন মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু গোটা আলেম সমাজই সরকারের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করায় মাওলানা মওদূদীকে কয়েকদিন পরই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার।

পরিবার পরিকল্পনার নামে অভাবের দোহাই দিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ইসলাম সম্মত বলে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ মাওলানার এক বিরাট অবদান।

সরকারের পক্ষ থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সরকারের পৃষ্ঠপোষক কতোক উলামাকে ব্যবহার করেও আজ পর্যন্ত জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে ইসলামে সম্মত বলে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করা সম্ভবপর হয়নি। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা দ্বারা জন্মহার হ্রাস পাওয়ার চাইতে গর্ভপাতের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' প্রতিরোধের নামে যৌন অরাজকতার চরম বিস্ফোরণই ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ' বইটি যে চিন্তার খোরাক দিয়েছে তার ফলে গোটা আলেম সমাজ এ বিষয়ে একমতই পোষণ করে চলেছেন।

www.pathagar.com

## উপসংহার

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর উপরোক্ত ১০ দফা অবদান এমন সুদূর প্রসারী যে এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসাবে পরিচয় লাভ করেছে। তাই ইসলামি বিপ্লবের ঢেউ রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছে। মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রেখেছেন তাতে যেহেতু তিনি শুধু নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদের ভূমিকাই পালন করেননি সেহেতু তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছাত্র, শ্রমিক, মহিলাসহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতন সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি আন্দোলন আজ যে গতি লাভ করেছে তাতে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর বিরাট অবদান সর্ব মহলেই স্বীকৃত।

১৯৭৪ সালে লন্ডনে মাওলানার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে বিখ্যাত ইখওয়ানী চিন্তাবিদ মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "সর্বযুগে ও সকল দেশেই ইসলামি চিন্তাবিদ পয়দা হয়। এ যুগেও দুনিয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ইসলামি চিন্তাবিদ রয়েছেন। আপনারা জানেন (একটু মুচকি হেসে) আমিও কিছু চিন্তা করে থাকি। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মাওলানা মওদূদীই শ্রেষ্ঠতম ইসলামি চিন্তাবিদ হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামকে এমন সুন্দরভাবে সহজবোধ্য ভাষায় সাজিয়ে আর কেউ পরিবেশন করতে সক্ষম হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি সত্যিই অতুলনীয়।"

ঐ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ইসলামি কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব সলীম আযযাম মাওলানাকে সম্বোধন করে বলেন, "আপনার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনের তালিকাভুক্ত কর্মীদেরকেই শুধু আপনার অনুসারী মনে করবেননা। বিশ্বের সর্বত্র যেখানেই ইসলামি আন্দোলনের সংগঠন রয়েছে তাদের সব কর্মীই আপনাকে তাদের প্রিয় নেতা মনে করে।"

## আরও কয়েকটি অবদানের উল্লেখ

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর আরও কতোক মৌলিক অবদান রয়েছে। এক নিবন্ধে সব অবদানের আলোচনা করা সম্ভব হলোনা। কিন্তু আরও কয়েকটি অবদানের উল্লেখ করেই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি :

১. মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. যে শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই ছিলেননা, তিনি যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নেতা তারই সুস্পষ্ট চিত্র তিনি 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' নামক বিরাট গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।



www.pathagar.com

২. সত্যিকার মুসলিমের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার জিহাদী জিন্দেগীই মুসলিম জীবন। এ জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে শুধু কতোক ধর্মীয় সাধনার মাধ্যমে 'আল্লাহ্‌র অলী' বা 'দরবেশ' হিসাবে গড়ে উঠার প্রচলিত রেওয়াজ মুসলিম জীবনের জন্য মোটেই অনুকরণ যোগ্য নয়।

৩. ইসলামি তাসাওউফের বিশুদ্ধ পরিচয় পেশ করা। রসূল সা. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাসাওউফের যে রূপ রেখে গেছেন তা-ই উন্নততম ইসলামি তাসাওউফ। তাসাওউফের নামে এর অতিরিক্ত যা কিছু চালু আছে তা আর যাই হোক বিশুদ্ধ ইসলামি তাসাওউফ নয়। কারণ ইবাদত, রিয়াযাত ও তাকাররোব ইলাল্লাহর যে শিক্ষা রসূল সা. দিয়ে গেছেন তা-ই পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

৪. ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে তা 'পর্দা' নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর এ মর্যাদা আর কোনো মতাদর্শেই দেখা যায়না।

www.pathagar.com

৪

# ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা*

অধ্যাপক গোলাম আযম

## ভূমিকা

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ ছাত্র হিসাবে আমি স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত সব রকম ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমার এ অধ্যয়নে ইসলামি রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমার সামান্য ধারণাও ছিলনা। ইসলাম শ্রেষ্ঠতম ধর্ম– এ দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই আমার ছিলো। ইসলামের ভিত্তিতে এ যুগে কোনো রাষ্ট্র কায়েম হওয়া এবং সরকার পরিচালনা সম্ভব কিনা এ ধরনের চিন্তাও আমার মনে উদ্রেক হয়নি।

১৯৫০ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞান এম. এ পরীক্ষার পর তাবলীগ জামায়াতের সাথে একটানা ৪ মাস (তিন চিল্লা) সফরে থাকাকালেই ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগের মিশনারী জযবা অনুভব করি। ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসের সংস্পর্শে এসে ইসলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকের সন্ধান পাই। তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই মাওলানা মওদূদীর দুটো বই-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়ার সুযোগ পাই। বই দুটোর নাম Political Theory of Islam এবং The Process of Islamic Revolution বই দুটি আমার চিন্তার জগতে এক তুফান সৃষ্টি করে।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা অধ্যয়নের প্রবল তাগিদে উর্দু ভাষা শিখতে বাধ্য হই এবং মাওলানার তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ হই। সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতের তাফসিরে এই একটি আয়াত থেকেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান ৫টি মূলনীতি আবিষ্কার করেন। তিনি আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করে

---

* প্রবন্ধটি ১ নভেম্বর ২০০২ সালে একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত (জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে) সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

আলোচনা করায় আমি ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধে মাওলানার লেখা আরও বই তালাশ করতে লাগলাম। Islamic Law and Constitution নামক বইটি পেয়ে আমি গোগ্রাসে গিলতে থাকলাম।

আমি চরম বিস্ময় এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে লক্ষ্য করলাম, ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন এবং এর পক্ষে এমন বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করেছেন যা আধুনিক বিশ্বের নিকট পরিবেশন করার যোগ্য।

১৯৭৪ সালে ইংল্যান্ডের মাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে FOSIS (Federation of Students Islamic Societies) এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে আলোচ্য বিষয় ছিলো "Modern Concept of Islamic State and Government." সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেকুল মাহদী ছিলেন প্রধান বক্তা। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বক্তৃতার ভূমিকায় বললেন, "আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক আরবি সাহিত্য ও বর্তমান ইংরেজি ভাষায় যে সব বই পাওয়া যায় তা আমি অধ্যয়ন করেছি। শেষ পর্যন্ত এমন একটি বই পেলাম যা আমার আলোচ্য বিষয়ের জন্য যথেষ্ট।" সে বইটি হলো : Islamic Law and Constitution : Abul A' la Maudoodi.

ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে মাওলানার চিন্তাধারা তাঁর তাফসির তাফহীমুল কুরআন, তাঁর সম্পাদিত মাসিক তরজুমানুল কুরআন ও বিভিন্ন পুস্তিকায় ছড়িয়ে আছে। প্রফেসর খুরশীদ আহমদ মাওলানার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত মাওলানার সকল রচনা গ্রন্থাকারে সংকলিত করেন। উর্দু ভাষায় এ বিরাট গ্রন্থটি 'ইসলামী রিয়াসত' নামে প্রকাশিত হয়।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা এ গ্রন্থটি বাংলায় 'ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান' নামে অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকগণকে এ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এ গ্রন্থটি থেকেই সংগ্রহ করেছি।

## রাষ্ট্রের মূলনীতি

মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করতে হলে সকলকেই কতোক বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। এ প্রয়োজন পূরণের জন্যই রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হয়েছে। একটি রাষ্ট্রকে সুন্দরও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্যই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয় এবং সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

রাষ্ট্রে সরকার একটি পক্ষ এবং জনগণ অপর একটি পক্ষ। সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যই হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা। সরকার ও জনগণের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রচলন হয়েছে।

www.pathagar.com

সরকার গঠন, সরকার পরিচালনা ও জনগণের খেদমতের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে শাসনতন্ত্রে মূলনীতি নির্ধারণ করা হয় যা সরকারের সকল বিভাগ ও জনগণ মেনে চলবে। এতে কে কার কতোটুকু আনুগত্য করবে তা সুস্পষ্ট করে বলা থাকে যাতে দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

## ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি

ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সব মূলনীতি প্রয়োজন তার ৫টি মূলনীতি মাওলানা মওদূদী সূরা আন্ নিসা ৫৯ নম্বর আয়াত থেকে সংগ্রহ করেছেন। ঐ আয়াতটি হলো :

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রসূলের আনুগত্য করো। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা হুকুমকর্তা তাদেরও (আনুগত্য রো) তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।" (আল কুরআন, সূরা আন্ নিসা : ৫৯)

এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী বলেন, আল্লাহ, রসূল ও হুকুমকর্তার আনুগত্যের নির্দেশ একই আয়াতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'আনুগত্য করো' কথাটি আল্লাহ ও রসূলের সাথে আলাদাভাবে প্রয়োগ করা হলেও হুকুমকর্তার ব্যাপারে 'আনুগত্য করো' কথাটি আলাদাভাবে ব্যবহার করা হয়নি। আনুগত্য পাওয়ার অধিকারি আল্লাহ্, রসূল ও হুকুমকর্তা। সে হিসাবে একবারই 'আনুগত্য করো' কথাটি ব্যবহার করা যেতো। তাহলে বাক্যটি এরূপ হতো :

"তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, রসূলের ও হুকুমকর্তার।" কিন্তু আয়াতটিতে আনুগত্য করো কথাটি আল্লাহর সাথে ব্যবহার করার পর আবার রসূলের সাথেও ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ হুকুমকর্তার সাথে ব্যবহার করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি থেকে মাওলানা নিম্নরূপ ৫টি মূলনীতি আবিষ্কার করেছেন :

### ১. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম মূলনীতি

ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর হুকুম বিনা বাক্যে মেনে চলতে হবে। তাঁর আনুগত্য নিরংকুশ। এ ব্যাপারে মতবিরোধ করার কারো অধিকার নেই। এ মূলনীতিটিকে ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদ বলা হয়। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় বলতে হবে 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' (Sovereignty of Allah) সার্বভৌম শক্তির (Sovereign Power) বিশ্ব স্বীকৃত সংজ্ঞা হলো– সর্বোচ্চ আইনদাতা (Supreme Law-giver)। আইনের সার্বজনীন সংজ্ঞা হলো– সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা (Law is the Will of the Sovereign). রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সার্বভৌমত্বকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রে এ সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান (Location of Sovereignty)

www.pathagar.com

কোথায় তা নিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা কি জনগণের হাতে? পার্লামেন্টের হাতে? রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের হাতে?

মাওলানা মওদূদী এ সব প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, একমাত্র আল্লাহর নিকটই সার্বভৌম ক্ষমতা অবস্থান করে। ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনদাতা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যে আইন ও বিধি-বিধান দিয়েছেন তার ভিত্তিতে আরও প্রয়োজনীয় আইন রচনার দায়িত্ব পার্লামেন্ট পালন করবে। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইনের বিরোধী কোনো আইন রচনার অধিকার কারো নেই। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কথাটির সারমর্ম এটাই।

ইসলামি রাষ্ট্রের এ মূলনীতিটিই প্রধান। ঐ আয়াত থেকে মাওলানা মওদূদী এটিকে প্রথম মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে মাওলানা Islamic Law and Constitution গ্রন্থে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌমত্বের অধিকারি আর কেউ হতে পারেনা।

প্রখ্যাত বৃটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর হেরল্ড জে, লাসকী তার Grammer of Politics নামক বিরাট গ্রন্থে Location of Sovereignty শিরোনামের দীর্ঘ চাপ্টারে সার্বভৌম সত্ত্বার বৈশিষ্টসমূহ (Characteristics of Sovereignty) সম্পর্কে বিস্তর বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্যে বলেন : "সার্বভৌমত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই (Sovereignty is absent)" সার্বভৌম শক্তির বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর যে তালিকা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা আছে তা প্রকৃতপক্ষে কোথায় অবস্থান করে তা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেই তিনি ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে সার্বভৌমত্বের ধারণা (Concept of Sovereignty) রয়েছে। কোথায় আছে তা চিহ্নিত (Locate) করতে ব্যর্থ হয়ে এর অস্তিত্বই অস্বীকার করা চলেনা। রাষ্ট্র বিজ্ঞান এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে সার্বভৌমত্বের গুণাবলী আল্লাহর সত্তার মধ্যে উপস্থিত বলে স্বীকার করা ছাড়া Location of Soverignty এর আর কোনো সমাধান নেই।

মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত চমৎকারভাবে সার্বভৌম শক্তির বিশ্লেষণ করে তা আল্লাহ তায়ালার মধ্যে অস্তিত্ববান বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রফেসর লাসকী এর কোনো সমাধান পেশ করতে পারেননি। কোনো ডাক্তার এক রোগীর চিকিৎসায় সফল হতে না পেরে এমন এক ইঞ্জেকশন দিলেন যে রোগী মরেই গেলো। তখন ডাক্তার বললো, দেখুন এখন আর কোনো রোগই

www.pathagar.com

নেই। প্রফেসর লাসকী Sovereignty is absent বলে এ সমস্যার অনুরূপ সমাধানই দিলেন।

## ২. ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মূলনীতি

ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো সরকার ও জনগণকে রসূল সা. এর আনুগত্য করতে হবে। এ আনুগত্যও আল্লাহর আনুগত্যের মতোই নিঃশর্ত হতে হবে। এ কারণেই 'আনুগত্য করো' কথাটি রসূলের সাথেও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুম যেমন অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে, রসূলের নির্দেশও তেমনিভাবে মানতে হবে। কারণ রসূল নিজের মনগড়া কোনো আদেশ দেননা। তিনি আল্লাহর প্রেরিত ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত বলে আল্লাহ যেমন নির্ভুল, রসূলও তেমনি নির্ভুল। আল্লাহ বলেন :

"তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেননা, যা ওয়াহী করা হয় তাই বলেন।" *(সূরা আন নাজম ৩ ও ৪ আয়াত)*

রসূল শুধু আল্লাহর বাণী-বাহকই নন। তিনি আল্লাহর বাণীর একমাত্র সরকারি ব্যাখ্যাতা। রসূলের নবুওয়তের ২৩ বছরের জীবনের সবটুকুই কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। শুধু আরবি ভাষার পাণ্ডিত্য নিয়ে রসূলের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেউ কুরআনকে বুঝতে চাইলে সে অবশ্য পথভ্রষ্ট হবে। তাই কুরআনকে রসূলের জীবন থেকেই বুঝতে হবে। রসূলের জীবনই কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। তাঁর জীবনই আসল কুরআন। কুরআনকে বাস্তব রূপদানের দায়িত্বই তিনি পালন করে গেছেন। তিনি আল্লাহর বিধান শুধু শুনিয়ে বা জানিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি নিজে ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত আল্লাহর যাবতীয় বিধানকে পালন করে নমুনা রেখে গেছেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম মূলনীতি হলো তাওহীদ, আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো রিসালাত। ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো মানব সমাজে আল্লাহর প্রভুত্ব ও রসূলের নেতৃত্ব কায়েম করা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহই একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু এবং রসূল সা. একমাত্র আদর্শ নেতা।

ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মূলনীতির উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামাত পর্যন্ত মানব সমাজের সকল ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে রসূল সা.-এর নেতৃত্ব কায়েম করা। মসজিদে যিনি ইমামতি করবেন তিনি আসল ইমাম নন। তিনি রসূলের খলিফা। রসূল সা. যে নিয়মে ইমামতি করেছেন তাঁকে নেতা মেনে সে নিয়মেই ইমামতি করতে হবে। সে নিয়মে ভুল করলে লুকমা দিয়ে তাকে সংশোধন করতে হবে। তেমনিভাবে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের যিনি সরকার প্রধান তিনি আসল শাসক নন। তিনি রসূলের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে নেতা মেনে তাঁরই অনুকরণ করে সরকার পরিচালনা করবেন। তিনি ভুল করলে সংশোধন করতে হবে।

www.pathagar.com

'খোলাফায়ে রাশেদীন' পরিভাষাটি ঐ তাৎপর্যই বহন করে। তাঁদের পদবী ছিলো 'আমীরুল মুমিনীন'। তাঁদেরকে খলিফা বলা হয় রসূলের খলিফা হিসাবে। অর্থাৎ তাঁরা রসূল সা.-কে নেতা মেনে তাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেই আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

## ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় মূলনীতি

ইসলামি রাষ্ট্রের তৃতীয় মূলনীতি হলো, যাদের হুকুম করার অধিকার আছে তাদের আনুগত্য করতে হবে। পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কারখানা থেকে সরকার পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই যাদের হুকুম দেবার অধিকার রয়েছে তাদের আনুগত্য করা না হলে সব কিছুই অচল হতে বাধ্য।

ইসলামি রাষ্ট্রেও আল্লাহ ও রসূলের পর সরকার পরিচালকদের আনুগত্য করা জনগণের কর্তব্য। সরকারের আনুগত্য করা না হলে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

ঐ আয়াতে হুকুমকর্তার পূর্বে 'আনুগত্য করো' কথাটি না থাকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মাওলানা মওদূদী বলেন, এই আনুগত্য শর্তহীন নয়, বরং শর্তাধীন। কারণ, আল্লাহ ও রসূলের মতো আর কেউ নির্ভুল নয়। ঐ আয়াতে "তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হয়" কথাটি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে হুকুমকর্তার মতের সাথে দ্বিমত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূল ছাড়া আর কোনো হুকুমকর্তাকে অন্ধভাবে মানা যাবেনা।

পিতার সন্তানদের উপর হুকুম করার অধিকার রয়েছে : সমাজের সর্ব ক্ষেত্রেই কতোক লোককে কারো অধীনে কর্মরত থাকতে হয়। যারা বৈধভাবে হুকুম করার অধিকারি তাদের আনুগত্য করা জরুরি। কিন্তু এ সব হুকুমকর্তা আল্লাহ ও রসূল সা.-এর হুকুমের বিরোধী হুকুম করলে তাদের আনুগত্য পাওয়ার কোনো অধিকার নেই।

রসূল সা. বলেছেন : "স্রষ্টাকে অমান্য করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবেনা।"

এই মূলনীতি অনুযায়ী সরকার ও সরকারি কর্মকর্তারা আল্লাহ ও রসূল সা.-এর হুকুমের বিরোধী হুকুম না করা পর্যন্ত জনগণের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারি। তবে কোনো হুকুম সম্পর্কে আনুগত্যকারিদের আপত্তি করার অধিকার আছে। সে আপত্তির ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। যে আপত্তি করবে তাকে ঐ হুকুমটি কি কারণে আপত্তিকর তা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যুক্তি দিতে হবে।

## ৪. ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্থ মূলনীতি

রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান থেকে শুরু করে ইসলামি রাষ্ট্রের যে কোনো হুকুমকর্তার নির্দেশকে যদি কোনো নাগরিক বা সংস্থা শরিয়তের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

আপত্তিকর বলে দাবি করে, তাহলে এর মিমাংসার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। ঐ আয়াতে বলা হয়েছে : "যদি তোমরা (হুকুমকর্তা ও পালনকারি) কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করো তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"

মাওলানা মওদূদী এ কথাটি থেকে চতুর্থ মূলনীতিটি বের করেছেন। সে মূলনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যে কোনো মতবিরোধের মিমাংসা করতে হবে। মতবিরোধ মানেই দুটো পক্ষ। হুকুমদাতা একপক্ষ ও হুকুম পালনকারি অপর পক্ষ। যুক্তির দাবি এটাই যে দু'পক্ষের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য নিরপেক্ষ কোনো সংস্থা থাকতে হবে। মাওলানা মওদূদী এ যুক্তিতেই স্বাধীন বিচার বিভাগকে মিমাংষার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করেন। এ স্বাধীন বিচার বিভাগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত যে বিচারকগণকে শরিয়তের ব্যাপারে মতবিরোধের মিমাংসার দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা দেবার যোগ্য হতে হবে। এভাবেই মাওলানা মওদূদী বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ইসলামি রাষ্ট্রের চতুর্থ মূলনীতি মনে করেন।

### ৫. ইসলামী রাষ্ট্রের পঞ্চম মূলনীতি

ঐ আয়াতে 'উলুল আমরি মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে যারা হুকুম দেবার অধিকারি) কথাটির 'মিনকুম' শব্দটি থেকে মাওলানা মওদূদী ইসলামি রাষ্ট্রের পঞ্চম মূলনীতি আবিষ্কার করেছেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : সরকার পরিচালকদেরকে জনগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতায় চেপে বসার অধিকার ঐ আয়াতে দেয়া হয়নি। অবশ্য নিম্নপর্যায়ের হুকুম কর্তাগণ নির্বাচিত সরকারের দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হতে পারে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের কেউ নিজে চেষ্টা করে খলিফা হননি। তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। হযরত মুয়াবিয়া রা. সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত না হওয়ার কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য হননি। তিনি আমীর মুয়াবিয়া রা. হিসাবেই পরিচিত। অথচ ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাবেয়ী হওয়া সত্ত্বেও মনোনয়নকে প্রত্যাখ্যান করে নির্বাচনের সুযোগ করে দিলে সবাই তাঁকেই নির্বাচিত করেন। তাই ইতিহাসে তিনি ৫ম খলিফা ও ২য় ওমর হিসাবে খ্যাত।

### ৬. ইসলামী রাষ্ট্রের ষষ্ঠ মূলনীতি

মাওলানা মওদূদীর মতে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্ত পরামর্শের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। রসূল সা. আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ও ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও ওয়াহীর নির্দেশ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে পরামর্শ করতেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, "আমি রসূল সা.-এর মতো আর কাউকে সাহাবাগণের সাথে এতো পরামর্শ করতে দেখিনি"।

www.pathagar.com

আল্লাহ স্বয়ং রসূলকে সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন : 'বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।'

রসূল সা. খোলাফায়ে রাশেদীন ও বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসারগণের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

সূরা আশ-শূরার ৩৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :

'তাদের কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে চলে।' মুমিনদের গুনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে এটাও একটা বিশেষ গুণ হিসাবে ঐ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইসলামি জীবন পদ্ধতিতে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল সিদ্ধান্ত জনগণের স্বার্থ ও অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তাই জনগণের বা তাদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ গ্রহণ না করে সিদ্ধান্ত নেয়া মোটেও ন্যায় ভিত্তিক হতে পারেনা।

আধুনিক যুগে পার্লামেন্ট বলতে যা বুঝায় ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতির মধ্যে তা গণ্য বলে মাওলানা মওদূদী মনে করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যে পরামর্শ ছিলো তা ইতিহাসে স্বীকৃত। তাই ইসলামি রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট অবশ্যই থাকতে হবে।

ইসলামি রাষ্ট্রের পঞ্চম মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্রের পার্লামেন্টও নির্বাচিত হতে হবে।

### ৭. ইসলামী রাষ্ট্রের সপ্তম মূলনীতি

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন রচনা করা অপরিহার্য। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে কোনো আইন রচনার অধিকারী। দেশের শাসনতন্ত্রই তাদের মতে আইনের উৎস। শাসনতন্ত্র ছাড়া পার্লামেন্টের আইন রচনার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী আর কোনো সত্তা নেই।

ইসলামি রাষ্ট্রের আইনের উৎস নির্ধারিত রয়েছে। এ সব উৎসই পার্লামেন্টের আইন রচনার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাওলানা মওদূদীর মতে ইসলামি রাষ্ট্রে আইনের প্রথম উৎসই হলো কুরআন। দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। এ দুটোই আইনের প্রধান উৎস।

আরো দু'টো ইসলামি আইন শাস্ত্রে (ফিক্‌হ) স্বীকৃত। একটি হলো আসরে সাহাবা এবং অপরটি ইজমা। যে সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়না, সে সব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামে সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিবেচ্য বলে গণ্য হবে। অবশ্য এটা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। তেমনি ইজমাও আইনের একটি উৎস। উম্মতের আলেমগণ কোনো বিষয়ে ঐকমত্য

www.pathagar.com

প্রকাশ করলে তা গ্রহণ যোগ্য বলে গণ্য হবে। ইজমার বিপরীত কোনো আইন রচনা করা বৈধ নয়।

মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিতে ইসলামি রাষ্ট্রের ৭টি মূলনীতি রয়েছে।

১. ইসলামি রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব কায়েম করবে। সরকার ও জনগণ আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করবে।

২. রসূল সা. ই ইসলামি রাষ্ট্রের চিরন্তন নেতা। এটাই আল্লাহর খিলাফত। রসূল সা.-এর পর ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর আসবে তাদেরকে রসূলের খলিফা হিসাবে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার জনগণের নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করতে পারবেনা। এ আনুগত্য শর্তধীন। তাই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে।

৪. সরকার ও জনগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দিলে স্বাধীন বিচার বিভাগ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এর মিমাংসা করবে।

৫. সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। হনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারি ক্ষমতা দখল করার অধিকার কারো নেই।

৬. শাসন ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়েই সরকার দেশ পরিচালনা করবে। জনগণের প্রতিনিধিদের পরামর্শ না নিয়ে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলে তা স্বৈরশাসন বলে গণ্য হবে।

৭. ইসলামি রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করবে। এ দুটো উৎসের বিরোধী কোনো আইন পাশ করার ইখতিয়ার পার্লামেন্টের নেই।

## ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সূরা আল হাজ্ব-এর ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামি রাষ্ট্রের ৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র যে কি জিনিস তা এ আয়াতটি থেকেই ধারণা করা যায়। আয়াতটি হলো :

(সত্যিকার মুমিন তারাই) যাদেরকে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়া হয় তখন তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে, কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ নিষিদ্ধ করে।

১. প্রথম দফাটি প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রে নামায প্রতিষ্ঠা করা সরকারি দায়িত্ব। এ দফাটির উদ্দেশ্য হলো জনগণের চরিত্র গঠন করা। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

www.pathagar.com

নামায আপাতঃ দৃষ্টিতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে হয়। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে সমাজে নামায কায়েম করা মানে নৈতিক উন্নয়নের অভিযান পরিচালনা করা। এর প্রভাবে জনগণ উন্নত চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।

২. দ্বিতীয় দফাটি হলো যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা যাতে জনগণের মৌলিক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা যায়। আধুনিক পরিভাষায় Social Security (সামাজিক নিরাপত্তা) দ্বারা যা বুঝায় যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য তাই। এক হাদিসে রসূল সা. ভাত, কাপড় ও বাসস্থানকে আদম সন্তানের হক বলে ঘোষণা করেছেন। এ হক জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া ইসলামি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি যা সরকারিভাবে চালু করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত সংগ্রহ করা ও কুরআনের নির্দেশিত খাতে তা ব্যবহার করা হলে গোটা অর্থনীতিতে এর বিশেষ প্রভাব পড়তে বাধ্য। সবার মধ্যে যাকাত যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে তা হলোঃ

১. ধনের আসল মালিক আল্লাহ। তাই একমাত্র হালাল পথেই আয় করতে হবে এবং হালাল পথেই খরচ করতে হবে। কারণ যাকাত হালাল উপায়ে আয় থেকেই দিতে হয়।

২. আল্লাহর নির্দেশে যাকাত দেবার পর অবশিষ্ট সম্পদও আল্লাহর হুকুম মতোই খরচ করতে হবে।

৩. যারা যাকাত গ্রহণের অধিকারী তারা দয়ার পাত্র নয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়না।

অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের যতো বিধি বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগে যাকাত ব্যবস্থার নৈতিক প্রভাব অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি বলা চলে।

তৃতীয় দফাটি অত্যন্ত ব্যাপক। যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর বলে স্বীকৃত তা সমাজে চালু করার নির্দেশ দেবার দায়িত্ব সরকারের। শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার মধ্যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। জনগণের নৈতিক উন্নতি ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারকেই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে সকলেই উদ্বুদ্ধ হয় এবং উৎসাহের সাথে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসে।

৪. চতুর্থ দফাটি ব্যাপক। মানুষের জন্য যা কিছু অকল্যাণকর এমন সব কিছু থেকে জনগণকে রক্ষা করা সরকারেরই দায়িত্ব।

এ বিষয়ে মাওলানা বলেন :

www.pathagar.com

"নামায কায়েম হচ্ছে কিনা, যাকাত আদায় করা হচ্ছে কিনা, কল্যাণকর বিষয় প্রসার লাভ করছে কিনা নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় দমন হচ্ছে কিনা– এ সব ব্যাপারে যে রাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই সে রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্র বলা যেতে পারেনা।"

এক শ্রেণীর স্বার্থপর সমাজ বিরোধী লোক অবাধে নৈতিকতা বিরোধী তৎপরতা চালায় বলেই দেশে অশান্তি বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রেডিও, টিভি, ভি.সি.আর ও পত্র-পত্রিকা নৈতিক অবক্ষায়মূলক অপতৎপরতা চালাচ্ছে বলেই খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস জাতীয় অপরাধ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। ইসলামি রাষ্ট্রের চতুর্থ দায়িত্ব হলো এ সব দৃঢ়তার সাথে সম্পূর্ণ বন্ধ করা। আমাদের দেশে সরকার অপরাধ বন্ধ করতে চায়, কিন্তু অপরাধের উৎস রোধ করেনা। তাই সরকার অপরাধ দমনে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উপরোক্ত ৪ দফা কর্মসূচি যথাযথরূপে বাস্তবায়ন করা হলে অবশ্যই জনগণের নৈতিক উন্নয়ন হবে ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসবে এবং সমাজে কল্যাণের বন্যা বইবে ও সকল রকম অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে।

সূরা আল- হাদীদের ২৫ নম্বর আয়াতে রসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠাবার এবং তাদের উপর কিতাব নাযিল করার আসল উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, 'যাতে মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে।' যে রাষ্ট্রে মানুষ তার অধিকার ঠিকমতো পায় এবং বেইনসাফী থেকে রক্ষা পায় তাকেই 'কল্যাণ রাষ্ট্র' বলা চলে। ইসলামি রাষ্ট্র মানেই কল্যাণ রাষ্ট্র। বরং এক সময় ইসলামি রাষ্ট্রই সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্রের উন্নততম নমুনা কায়েমে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাসই এ কথার স্বাক্ষী।

## ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে আল্লাহর খিলাফত কায়েম করাই ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা মানব সমাজের জন্য যে বিধান দীন ইসলাম নামে দান করেছেন সে বিধান তিনি নিজে চালু না করে তাঁর পক্ষ থেকে তা বাস্তবায়িত করার জন্য রসূল সা. কে দায়িত্ব দিয়েছেন। যারা রসূল সা.-এর প্রতি ঈমান আনার দাবিদার তাদের উপরও ঐ একই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। রসূল সা. তার ঈমানদার সাথীদেরকে নিয়ে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে খিলাফতের ঐ মহান দায়িত্বই পালন করেছেন।

সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দাবি করেছেন যে সকল সৃষ্টি বাধ্য হয়ে তাদের জন্য আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলছে। অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য তিনি যে বিধি বিধান দিয়েছেন তা তাদের উপর তিনি নিজেই জারি করেন। কোনো সৃষ্টিকেই তাঁর বিধান অমান্য করার ক্ষমতা তিনি দেননি। তাই ঐ সব বিধান রসূলের মাধ্যমে পাঠাননি।

www.pathagar.com

রসূলের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে বিধান তিনি পাঠিয়েছেন তা তিনি সরাসরি নিজে জারি করার দায়িত্ব নেননি। এ দায়িত্ব তাঁর পক্ষ থেকে যারা পালন করে তারাই আল্লাহর খলিফা। ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করা ছাড়া খিলাফতের এ দায়িত্ব পালন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। খিলাফত মানে প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহর বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা কায়েম করার চেষ্টা করে তারাই আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদা পায়।

পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত কায়েম না থাকার কারণেই কোটি কোটি মানুষ রিয্কের অভাবে কষ্ট ভোগ করছে এবং বহু লোক মৃত্যু বরণ করছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা হুদের ৬ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন :

'পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই।'

এ আয়াতে সকল জীবের রিয্ক দান করার দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন বলে জানালেন। তিনি এ দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করছেন বলে আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। পশু-পাখির জগতে কোনো সরকার নেই। অথচ কোনো কীট পতঙ্গও অভাবে কষ্ট পাচ্ছেনা।

প্রশ্ন জাগে যে মানুষ কি জীব নয়? তাহলে মানুষের বেলায় আল্লাহ রিয্ক পৌঁছাবার দায়িত্ব কেন পালন করছেন না? তিনি কি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারেন?

মানুষ শুধু জীব নয়, সেরা জীব। সূরা আল বাকারাহ-র ২৯ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে পৃথিবীর সব কিছু মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

এটা কতো বড় বিস্ময়ের ব্যাপার, যে পশু-পাখি মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তারা কেউ রিয্কের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেনা। অথচ যে মানুষের জন্য সব কিছু পয়দা করা হয়েছে সে মানুষই অভাবে জর্জরিত।

এর জন্য আল্লাহ বিন্দু মাত্রও দায়ি নন। মানুষই এর জন্য দোষি। আল্লাহ তায়ালা উৎপাদন ও বণ্টনের বিধি-বিধান পাঠিয়ে মানুষকে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব নেননি। তিনি অবশ্যই উৎপাদন করেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে বণ্টনের দায়িত্ব যথাযথ পালন করা হচ্ছেনা বলেই আশরাফুল মাখলুকাত হয়েও মানুষ অভাবের যাতনা সইতে বাধ্য হচ্ছে। আল্লাহর খিলাফত কায়েম নেই বলেই মানব জাতির এ দুর্গতি।

## মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়না এবং সামাজিক সুবিচার কায়েম নেই, সে রাষ্ট্রে অবশ্যই স্বৈরশাসন চালু আছে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কোনো রাষ্ট্রে সত্যিকার ইসলামি শাসন চালু হলেই মানুষ মৌলিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাবে এবং জনগণ সামাজিক সুবিচার পেয়ে যাবে। রাষ্ট্রে স্বাভাবিক কারণেই দুটো পক্ষ রয়েছে– একটি সরকার, অপরটি জনগণ। মানুষের মৌলিক অধিকার কী তা কে নির্ধারণ করবে?

ঐ উভয় পক্ষেরই অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। সরকার তার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলেই জনগণ তাদের অধিকার পেয়ে যাবে। তেমনিভাবে জনগণ তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলেই সরকার তার অধিকার পাবে। এ দু'পক্ষের কেউ নিরপেক্ষ নয়। তাই তাদের কাউকে অধিকারের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া যায়না। আল্লাহই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্তা। তাই পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সকলের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এমন কি সন্তানের অধিকার নির্ধারণের দায়িত্বও পিতাকে দেননি।

প্রতিটি আইনই অধিকার নির্দিষ্ট করে। তাই আইন রচনার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। মানুষকে আল্লাহর আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় আইন রচনার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইনের বিরোধী কোনো আইন রচনার ইখতিয়ার কারো নেই এবং আল্লাহর আইন পরিবর্তনেরও ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। সেহেতু আল্লাহর নির্ধারিত মৌলিক অধিকার নিশ্চিতভাবে স্থায়ী।

মাওলানা মওদূদী বলেন "ইসলামেও সামাজিক সুবিচার রয়েছে।" কথাটি সঠিক নয়, বরং একমাত্র ইসলামেই সামাজিক সুবিচার আছে। জনগণ মৌলিক অধিকার ভোগ করলেই সামাজিক সুবিচার কায়েম হয়। এ প্রসঙ্গেও মাওলানা মওদূদী সূরা আল-হাদীদের ২৫ নম্বর আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন, সামাজিক সুবিচার কায়েমের উদ্দেশ্যই রসূলগণের উপর কিতাব ও মিযান নাযিল করা হয়েছে।

মাওলানা বিদায় হজ্বে রসূল সা.-এর ঐতিহাসিক খুতবাকে 'চার্টার অব হিউম্যান রাইটস'-এর সর্বজনীন প্রথম তালিকা মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী আরও দাবি করেন যে একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রেই আইনের শাসন কায়েম হওয়া সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালকদের পক্ষে আল্লাহর আইন পরিবর্তনের ক্ষমতা না থাকার কারণে এ আইনের শাসন নিশ্চিত হতে পারে। সরকার মানব রচিত আইন প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে সক্ষম বলে আইনের শাসন অনিশ্চিত। পার্লামেন্টে সরকারি দলের পক্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে মৌলিক অধিকারও বিপন্ন হবার আশঙ্কা থাকে।

ইসলামি বিধানে আইনের চোখে সবাই সমান, রাষ্ট্র প্রধানও আইনের উর্ধ্বে নয় এবং আইনে দোষি সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ অপরাধী হিসাবে গণ্য নয়। এটাই আইনের শাসনের আসল সংজ্ঞা।

www.pathagar.com

## ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকার

মাওলানা মওদূদী অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নাগরিক মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়ে মুসলিম ও অমুসলিমে কোনো পার্থক্য নেই। আদালত ও ফৌজদারীর সকল আইন সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। অমুসলিমদের নিজস্ব পারিবারিক আইনও আদালতে স্বীকৃত। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কুরআনে ঘোষিত। চাকুরি, পেশা, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অমুসলিম হওয়ার কারণে কোনো সুযোগ ও অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হবেনা। সরকারি উচ্চ পদেও তারা নিয়োগ পাওয়ার অধিকারী।

ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামি আদর্শ অনুযায়ীই পরিচালনা করতে হবে। যে সব পদের দায়িত্ব পালনে কুরআন ও সুন্নাহর উপর ঈমান ও এর প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য, সে সব পদে সকল মুসলমানও নিয়োগ পাওয়ার অধিকারী নয়। ঈমান ও ইলমের দুটো শর্ত পূরণে যারা সক্ষম শুধু তারাই ঐ সব পদের দায়িত্ব পাবে। তাই স্বাভাবিক কারণেই কোনো অমুসলিমকে এ জাতীয় দায়িত্ত্বের বোঝা বহন করতে হবেনা।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর জিযিয়া নামক কর আরোপের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার রয়েছে। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী বলেন, মুসলিমদের উপর যাকাত ফরয, অমুসলিমদের উপর তা ফরয নয়। এটা যেমন মুসলিমদের উপর কোনো জরিমানা নয়, তেমনি জিযিয়াও অমুসলিম হওয়ার অপরাধের শাস্তি নয়।

মাওলানা মওদূদী এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অমুসলিমদের বিভিন্ন ধরনের বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যাদের খেদমত নেয়া সম্ভব নয় বলে ইসলামি সরকার মনে করবে শুধু তাদের থেকেই প্রতিরক্ষার দায়িত্বের বদলে জিযিয়া কর নেয়া হবে। অমুসলিমদের উপর এ কর ধার্য করতেই হবে এমন কোনো বিধান ইসলাম দেয়নি। সরকার বিশেষ প্রয়োজন মনে করলেই এ কর ধার্য করতে পারবে। একমাত্র সুস্থ ও সচ্ছলদের উপরই এ কর ধার্য করা যাবে।

## ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাচন পদ্ধতি

এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। সরকারকে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন কি সরাসরি হবে, না পরোক্ষ পদ্ধতিতে হবে এ বিষয়ে ইসলাম কোনো বিশেষ পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীন তিন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম নির্বাচন বাধ্যতামূলক করেছে বটে, তবে কোনো পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়নি। শাসনতন্ত্র যারা রচনা করবেন তারা

www.pathagar.com

নিজ দেশের জন্য যে পদ্ধতি বেশি উপযোগী মনে করেন সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।

## ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার কাঠামো

ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হলে যে কোনো সরকারি কাঠামোই ইসলামি হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে রাজতন্ত্র কোনো অবস্থায়ই ইসলামি নয়। এটা ইসলামি স্পীরিটের সাথে মোটেই খাপ খায়না। বিশেষ করে বংশীয় রাজতন্ত্র ইসলামি বলে গণ্য হতে পারেনা।

আধুনিক বিশ্বে পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতির সরকারের মধ্যে মাওলানা মওদূদী দ্বিতীয় পদ্ধতিটির সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের বেশি মিল বলে মন্তব্য করলেও পার্লামেন্টারী পদ্ধতিকে গণতন্ত্রের অধিকতর উপযোগী বলে মনে করেন। মাওলানা বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো নৈতিক ও আদর্শিক মানের লোক পাওয়া অসম্ভব। তাই প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতির দোহাই দিয়ে অনেক দেশেই স্বৈর শাসন চালু হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র (USA) ছাড়া যতো দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে সরকার কায়েম আছে এর কোনোটাতেই সত্যিকার গণতন্ত্র নেই। যুক্তরাষ্ট্রে এ পদ্ধতি এক দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। ১৩টি স্বাধীন দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রে যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা অন্য কোথাও অনুকরণের বিষয় নয়।

গণতন্ত্র মোটামুটি বহাল আছে এমন সব কয়টি দেশেই পার্লামেন্টারি পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়েছে। এ পদ্ধতি স্বৈর শাসনের সহায়ক নয়। তাই মাওলানা মওদূদী পার্লামেন্টারী পদ্ধতিকেই সমর্থন করেছেন।

## আধুনিক কতোক রাজনৈতিক পরিভাষা

রাষ্ট্র ফেডারেশল পদ্ধতি বা ইউনিটারী পদ্ধতির হতে পারে। রাষ্ট্রের এলাকা বড় হলে ফেডারেল পদ্ধতিই বেশি উপযোগী। এতে সরকারি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় বলে জনগণ ব্যাপকভাবে সরকারি ক্ষমতায় অংশিদার হতে পারে। অবশ্য ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্র প্রাচীনতম হলেও সেখানে ইউনিটারী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই চালু আছে। সেখানে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই আছে, প্রাদেশিক সরকার নেই।

ইসলামি রাষ্ট্রে ফেডারেল বা ইউনিটারী উভয় রকমই হতে পারে। এ বিষয়েও ইসলামের কোনো নির্দেশ নেই।

তেমনিভাবে পার্লামেন্ট দু'কক্ষ বিশিষ্ট হবে, না এক কক্ষবিশিষ্ট হবে– এ বিষয়েও ইসলাম কোনো বিধান দেয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রে এ উভয় পদ্ধতিই থাকতে পারে।

৭—

www.pathagar.com

সরকার পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক দাবি। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী রচিত গ্রন্থে কোনো আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করলে ঘটনাক্রমে আমি লাহোরেই গ্রেফতার হয়ে লাহোর জেলে দু'মাস মাওলানা মওদূদীর সাথে থাকাকালে এ বিষয়ে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। তবে ইসলামি আদর্শের বিরোধী কোনো দল থাকা বৈধ নয়। পার্লামেন্টে একাধিক দল থাকলেও সিদ্ধান্ত নেবার সময় ইস্যুর ভিত্তিতে সবাইকে রায় দিতে হবে, দলীয় ভিত্তিতে নয়।

## শেষ কথা

ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতি সমূহই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ সব মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামি রাষ্ট্র পদবাচ্য। রাষ্ট্রের নামের সাথে ইসলামি যোগ করা হলেও ঐ সব মূলনীতি কায়েম করা না হলে ইসলামি রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারেনা।

ইসলামি রাষ্ট্র বিনা পরিকল্পনা ও বিনা প্রচেষ্টায় কায়েম হতে পারেনা। রসূল সা. যে পদ্ধতিতে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করেছেন ঐ পদ্ধতিই আল্লাহর প্রদত্ত এবং একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞান সম্মত।

ঐ পদ্ধতির সার কথা হলো :

১. জনগণকে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর নেতৃত্ব কবুল করার দাওয়াত দিতে থাকতে হবে।

২. যারা এ ডাকে সাড়া দেয় তাদেরকে সুসংগঠিত করে তাদের মন, মানসিকতা ও চরিত্রকে ইসলামি ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে।

৩. কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে এ সংগঠনের উপর চরম যুল্‌ম নির্যাতন আসাটাই স্বাভাবিক এভাবেই ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের যোগ্য লোক তৈরি হবে। যারা দুর্বল তারা ছাঁটাই হয়ে যাবে। যারা ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে টিকে থাকবে তারাই ইসলামি সরকার পরিচালনা করার যোগ্য বিবেচিত হবে।

৪. জনগণ যদি ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের সক্রিয় বিরোধী হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা কোনো অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠিকে ইসলামি রাষ্ট্রের নেয়ামত দেবেননা।

৫. সূরায়ে আন-নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য একদল ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোক তৈরি হলে তিনি তাদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দেবেন।

www.pathagar.com

৫

# সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর চিন্তাধারা

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন অতি উঁচুমানের একজন চিন্তাবিদ। আল কুরআন ও আল হাদিসের নির্যাস আহরণে তাঁর পারদর্শিতা ছিলো অতুলনীয়। তিনি ছিলেন একজন সূক্ষ্মদর্শী গবেষক, জটিল বিষয়কে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনে পারদর্শী লেখক, মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত করার যোগ্যতাসম্পন্ন বক্তা এবং প্রতিভাধর চৌকস সেনাপতির মতো সাংগঠনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন সংগঠক। বিশাল কর্মক্ষেত্রে ছিলো তাঁর পদচারণা। তাঁর রয়েছে বিপুল সাহিত্য-সম্ভার। এই গুলোতে ছড়িয়ে আছে তাঁর চিন্তাধারার মণি-মুক্তা। তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপ্তি ও গভীরতা পরিমাপ করতে হলে গবেষকের মন নিয়ে পড়া প্রয়োজন তাঁর সাহিত্য। আর তাঁর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে হলেও চাই কোনো যোগ্য লোকের সুদীর্ঘ সময় ধরে সশ্রম সাধনা। আমি তেমন একজন ব্যক্তি নই। সুযোগও আমার সীমিত। তবুও আদিষ্ট হয়ে তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছু লিখতে হলো।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর অবদান বহুমুখী। সেইসব অবদানের চর্চা করলেই তার চিন্তাধারার জ্যোতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই নিবন্ধে আমি প্রধানত তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ ও গ্রন্থাবলীর কোটেশান দিয়েই তাঁর চিন্তা-ধারার খানিকটা সম্মানিত শ্রোতাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছি।

## ১. 'মুতাজাদ্দিদ' ও 'মুজাদ্দিদের' ভূমিকা বিশ্লেষণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তাঁর লিখিত 'তাজদীদ ও ইহ্ইয়ায়ে দীন' গ্রন্থের এক স্থানে লিখেন :

"মানুষের ধারণা, যেই ব্যক্তি কোনো একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জোরে-সোরে তার প্রচলন শুরু করেন, তিনিই মুজাদ্দিদ। বিশেষ করে যেইসব লোক মুসলিম জাতির অবনতি প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে জাগতিক দিক দিয়ে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালান এবং সমকালীন আধিপত্যশীল জাহিলিয়াহর সঙ্গে আপোস করে ইসলাম ও জাহিলিয়াহর একটি অভিনব 'মিশ্রণ' তৈরি করেন অথবা নিছক মুসলিম নামটি বাকি রেখে গোটা জাতিকে পূর্ণরূপে জাহিলিয়াহর রঙে রঞ্জিত করে দেন তাদেরকে মুজাদ্দিদ আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তারা মুজাদ্দিদ নন, তারা হচ্ছেন অভিনব কার্য সম্পাদনকারী-মুতাজাদ্দিদ। তাঁরা কোনো

www.pathagar.com

সংস্কারমূলক কাজ করেননা। নতুন কোনো কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হয় মাত্র। আর মুজাদ্দিদের কাজ এ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। জাহিলিয়াহর সাথে আপোষ করার পদ্ধতি আবিষ্কারের নাম সংস্কার নয়। ইসলাম ও জাহিলিয়াহর অভিনব মিশ্রণ তৈরি করাও সংস্কারমূলক কাজ নয়। বরং ইসলামকে জাহিলিয়াহর দূষিত পানি থেকে ছেকে পৃথক করে নিয়ে কোনো না কোনো পর্যায়ে তাকে তার সত্যিকার নির্ভেজালরূপে পুনর্বার অগ্রসর করার প্রচেষ্টা চালানোই মুজাদ্দিদের কাজ। মুজাদ্দিদ হন জাহিলিয়াহর ব্যাপারে কঠোর আপোসহীন মনোভাবের অধিকারী। জীবনের নগন্যতম অংশেও তিনি জাহিলিয়াহর অস্তিত্বের সমর্থক নন।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ১৭ ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর এই মূল্যবান বিশ্লেষণ সচেতন মুসলিমদেরকে এমন এক মাপকাঠি সরবরাহ করেছে যার ভিত্তিতে ইসলামি চিন্তাবিদ বলে পরিচিত ব্যক্তিদের চিন্তাধারা ও কর্মধারা মূল্যায়নের কাজ সহজ হয়ে গেছে।

## ২. আল কুরআনকে ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন

সূক্ষ্মদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. আল কুরআনকে ইসলামি আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত এটাই হচ্ছে আল কুরআনের প্রধান পরিচয়।

"কুম ফা আনযির ওয়া রাব্বাকা ফাকাববির"– উঠো, লোকদেরকে সাবধান করো এবং তোমার রবের বড়ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করো– এই নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা.-কে আন্দোলনে নামিয়ে দেন। এই আন্দোলন সামনে এগুতে থাকে। উদ্ভব ঘটতে থাকে নতুন নতুন পরিস্থিতির। এই সব পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় বক্তব্যসহ অংশ করে নাযিল হতে থাকে আল কুরআন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"একটি দাওয়াতের বাণী নিয়ে আল কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়। দাওয়াত শুরু হওয়ার পর থেকে তার পূর্ণতার চূড়ান্ত মানযিলে পৌঁছা পর্যন্ত তেইশ বছরে তাকে যেইসব পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হয় সেইগুলোর বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আল কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হতে থাকে।" দ্রষ্টব্য: ভূমিকা, তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৪ ।

তিনি আরো বলেন :

"যেই কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে আল কুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কেউ আল কুরআনের প্রাণ সত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারেনা। এটি নিছক কোনো মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে এই বই পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারার কথা নয়।

www.pathagar.com

দুনিয়ার প্রচলিত ধর্ম-চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। ...এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। এটি এসেই একজন নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষকে নিঃসংগ ও নির্জন জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ-বিরোধী দুনিয়ার মুকাবিলায় দাড় করিয়ে দিয়েছে। তাঁর কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফর, ফিসক ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্রসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহবায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহবানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে হুকুমাতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মানযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই এটি একদিকে ভাংগার পদ্ধতি শিখিয়েছে, অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নক্শা। এখন বলুন, আপনি যদি ইসলাম ও জাহিলিয়াহ এবং দীন ও কুফরের সংগ্রামে অংশ গ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মানযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার না হয়, তাহলে শুধু আল কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলেই তার পুরো তত্ত্ব আপনার নিকট কেমন করে উদ্‌ঘাটিত হবে? আল কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব, যখন আপনি নিজেই আল কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেইভাবে পথ দেখায় সেইভাবেই পদক্ষেপ নেবেন। একমাত্র তখনই আল কুরআন নাযিলের সমকালীন অভিজ্ঞতা আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মাক্কা, হাবশাহ ও তায়েফের মানযিলও আপনি দেখবেন। বদর, উহুদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মানযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জাহাল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদীদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের নিবেদিত প্রাণ মুমিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মুমিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটি এক ধরনের সাধনা। একে আমি বলি কুরআনী সাধনা। এই সাধন পথে ফুটে উঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতোগুলো মানযিল আপনি অতিক্রম করতে থাকবেন প্রতিটি মানযিলে আল কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরাহ আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে এই মানযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং এই এই বিধান নিয়ে এসেছিলো" দ্রষ্টব্য : ভূমিকা, তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৩১ ও ৩২।

www.pathagar.com

## ৩. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে উপস্থাপন

খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুসলিম উম্মাহ ক্রমশ ইসলামি মূল্যবোধের অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে। জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের যেই পরিচয় ছিলো তা বিস্মৃতির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সময়ের ব্যবধানে ইসলাম শুধুমাত্র কতগুলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। জীবন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইসলামের দিকেই তাকাতে হবে– এই কথা খোদ মুসলিমরাই ভুলে যায়।

বিভিন্ন যুগে ইসলামের আসল রূপ আবার মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য অনেক মনীষী চেষ্টা করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে যারা এই মহৎ প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর স্থান সকলের উর্ধে। তিনি নতুন করে দুনিয়াবাসীকে শুনালেন, ইসলাম একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল কুরআন ও আল হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখালেন যে ইসলামে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, ভূমিনীতি, শিক্ষানীতি, বিচারনীতি, শাসননীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি – তথা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সংক্রান্ত নীতি বিদ্যমান। মুসলিমদের কর্তব্য শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলো সম্পন্ন করা নয়। বরং সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর নির্দেশনা ও নীতিমালার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা।

তাঁর রচিত ইসলামি সাহিত্য পড়ে দিক্-ভ্রান্ত মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ ইসলামের আসল রূপের সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হয়েছে। জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের চর্চার অনুপস্থিতিতে বিভ্রান্ত হয়ে যারা ইউরো-আমেরিকান জীবন ব্যবস্থাকেই উত্তম জীবন ব্যবস্থা গণ্য করতো তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার অসারতা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করে আবার ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে। এই কালে যাঁরাই ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তাঁদের মুখে অবশ্যম্ভাবী রূপে উচ্চারিত হয় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

## ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তার ভিত্তি বিশ্লেষণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লক্ষ্য করেন যে, জাতীয়তা প্রশ্নে মুসলিম জনগোষ্ঠি দারুণ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তুর্কী জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান মুসলিমদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। এই উপ-মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের বিরাট অংশ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রোতে ভেসে চলছিলো। এই নাজুক পরিস্থিতিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তার ভিত্তি বিশ্লেষণ করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

চিন্তাশীল মুসলিমদেরকে তাত্ত্বিক খোরাক দান করে ও তাদেরকে সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর রচিত 'মাসালায়ে কাউমিয়াত' গ্রন্থে লিখেন, 'ইসলামি জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড় বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোনো কারণে নয়। এটা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয়েছে যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য, হৃদয়মনের পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও দীন অনুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা এই আহ্বান গ্রহণ করবে তারা একজাতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা ভিন্নজাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি, তার ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। মানুষের অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তারা পারস্পরিক মতোবিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল।"

"এই দুইটি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই আব্বা-আম্মার দুই সন্তান ইসলাম ও কুফরের উল্লেখিত পার্থক্যের কারণে স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"

"জন্মভূমির পার্থক্যও এই উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারেনা। এখানে পার্থক্য করা হয় হতো ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের স্বদেশ বা জন্মভূমি বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।"

"বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রঙ ইসলামে নগণ্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সবচে' উত্তম রঙ।"

"ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার নয়, মূখ্য হচ্ছে হৃদয়ের ভাষাহীন কথার।"

"ইসলামি জাতীয়তা বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ।' বন্ধুতা আর শত্রুতা এই কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এর স্বীকৃত মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এই কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কোনো সূত্র ও কোনো আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারেনা। অনুরূপভাবে

www.pathagar.com

এই কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা।"

"উল্লেখ্য যে, অমুসলিম জাতিগুলোর সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দুইটি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হিসেবে মুসলিম অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলিমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, ঔদার্য ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে। কারণ মানবতার নিরিখে এইরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমন কি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি ও মিলিত উদ্দেশ্যের (Common cause) জন্য সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'এক জাতি' বানিয়ে দিতে পারে না।"

## ৫. ইসলামী রাষ্ট্র-গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর সা. ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস। মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা. ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের আগে ইসলামি ব্যক্তি গঠনের কাজ করেছিলেন। আর এই গঠিত লোকদেরকে নিয়েই পরিচালনা করেছিলেন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও তার উপস্থাপিত মডেল অনুসরণ করা মুমিনদের কর্তব্য। ইসলামি রাষ্ট্র গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমনসব লোকের যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ-ক্ষতি পার্থিব লাভ-ক্ষতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যারা সর্বাবস্থায় সেইসব আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করবে যা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। যাদের চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব ও কামনা-বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে যাদের গর্দান সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধন-সম্পদের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী লোক প্রয়োজন পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার হাতে এলেও যারা নিখাদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা না ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র

www.pathagar.com

দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে নিজেদের জান-মাল ইজ্জতসহ যাবতীয় বিষয়ে থাকবে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন। ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন একদল লোকের যারা কোনো দেশে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদ ধ্বংস সাধন, যুলুম-নির্যাতন, গুণ্ডামী-বদমায়েসী ও ব্যভিচারের ভয়ে ভীত হবেনা। বরং বিজিত দেশের মানুষেরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জান-মাল ইজ্জতের ও নারীদের সতীত্বের হিফাজতকারীরূপে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হবে যে তাদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক-চারিত্রিক উৎকর্ষ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে গোটা দুনিয়া তাদের প্রতি হবে আস্থাশীল। এই ধরনের এবং কেবলমাত্র এই ধরনের লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ইসলামি রাষ্ট্র।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৮।

তিনি আরো বলেন :

"এ ছাড়া আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব যারা সেইসব নীতি থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না যেইগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। এই আদর্শিক দৃঢ়তার ফলে মুসলিমদেরকে যদি না খেয়েও মরতে হয় এমন কি তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয়, তবুও তাদের নেতৃবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচ্যুত বরদাশত করতে প্রস্তুত হবেনা। যেই নেতৃত্ব কেবল জাতির স্বার্থ দেখে আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে জাতির স্বার্থে যেই কোনো কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়শূন্য, তারা যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজের একেবারেই অযোগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।" দ্রষ্টব্য: ইসলামি বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৪।

আরো এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেন :

"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা তো সেইসব লোকের হাতেই আসবে যাদেরকে ভোটাররা সমর্থন করবে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামি চিন্তা ও মানসিকতা সৃষ্টি না হয়, খাঁটি ইসলামি নৈতিক চরিত্র গঠনের আগ্রহই যদি তাদের না থাকে এবং ইসলামের সেই নিরপেক্ষ ইনসাফ ও অলংঘনীয় নীতিগুলো যদি তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয় যেইগুলোর ভিত্তিতে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, তবে তাদের ভোট দ্বারা কখনো খাঁটি মুসলিম নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারবেনা। এই অবস্থায় কেবল ঐ সব লোকই নেতৃত্ব হাছিল করবে যারা আদমশুমারী অনুযায়ী তো মুসলিম, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির, কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে তাদের গায়ে ইসলামের বাতাসও লাগেনি।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৬, ২৭।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আরা বলেন :

www.pathagar.com

"অলৌকিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেনা। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদণ্ড ও সেই চারিত্রিক আদর্শের উপর যা হবে ইসলামের প্রাণ-শক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেইসব লোকই এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্য যারা এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং সেই সাথে সমাজে অনুরূপ মন-মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণ শক্তির প্রসারের জন্য-সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৯।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর এই বিশ্লেষণ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের চোখ খুলে দেয়। তারা ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে খাঁটি ইসলামি ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

## ৬. আদর্শ প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত কর্মনীতি প্রদর্শন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. সকল বিষয়েই আল কুরআন ও আল হাদিসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সিদ্ধান্ত নিতেন। ইসলামি আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি তার অনুগামীদেরকে যেই কর্মনীতি অবলম্বন করতে বলেছেন সেখানেও আল কুরআনের শিক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে।

এক ভাষণে তিনি বলেন :

"আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা কর্মীদেরকে আল কুরআনে উপস্থাপিত কর্মনীতিই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ যুক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানো। ক্রমধারা অনুসরণ করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে লোকদেরকে দীন ইসলামের বুনিয়াদী নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। কাউকে সাধ্যাতীত খোরাক দান, মৌলিক বিষয়ের পূর্বে খুঁটিনাটি বিষয় পেশ করা, মৌলিক ত্রুটি দূর করার পরিবর্তে বাহ্যিক ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করার মতো অবিজ্ঞ জনোচিত কাজ করতে কর্মীদেরকে নিষেধ করা হয়। বিভ্রান্ত লোকদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত আচরণ না করে সুদক্ষ ডাক্তারের মতো সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনাসহ তাদের আসল রোগের চিকিৎসা করার চেষ্টা চালানোই আমাদের কাজ। ভর্ৎসনা ও পাথর নিক্ষেপের উত্তরে কল্যাণকর কাজ করতে শেখা, যুলুম-নির্যাতনের মুখে ছবর অবলম্বন করা, যারা অজ্ঞতাবশত কুতর্ক করে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হওয়া, নিরর্থক কথাবার্তাকে মহান ব্যক্তির মতো উপেক্ষা করা আমাদের কর্মীদের বৈশিষ্ট। সত্য থেকে যারা দূরেই থাকতে চায় তাদের পেছনে লেগে থাকার চেয়ে সত্য-সন্ধানী ব্যক্তিদের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া কর্তব্য।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৪।

www.pathagar.com

"সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা এবং প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়ার আশা করা আমাদের কর্মীদের কর্তব্য। তাদের মনে এই ধারণা জাগ্রত থাকা দরকার যে আল্লাহ তাদের সকল কাজ দেখছেন এবং তিনি তাদের কাজের মূল্য অবশ্যই দেবেন। দুনিয়ার মানুষ এর মূল্য বুঝুক আর না বুঝুক, মানুষ কোনো সুফল দিক আর না দিক তাতে কিছু যায় আসে না। আর এমন কর্মনীতিতে অসাধারণ ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২৫।

হঠকারি কর্মপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

"অনেক লোকের মধ্যে একটি তীব্র গতিশীল কর্মনীতি গ্রহণ করে অবিলম্বে বিরাট কিছু করে দেখাবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি চিন্তাহীন কর্মের প্রাচীন রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৬।

তিনি আরো বলেন :

"আমাদের কর্মনীতি যে অত্যন্ত ধৈর্য সাপেক্ষ, মন্থর এবং অচিরেই তাতে কোনো অনুভবযোগ্য ফল লাভের আশা করা যায় না বরং তাতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে সাধনা করে যেতে হয়– এতে একটুও সন্দেহ নেই।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩৭।

## ৭. গুপ্ত সংস্থা গঠন ও সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার বিরোধিতা

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা.-এর সমসাময়িককালে নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র বহন করা ছিলো বৈধ এবং সকল আরবই অস্ত্র বহন করতো। একদিকে যেমন আবু জাহিল ও তার অনুসারীদের হাতে তলোয়ার, বল্লম ও তীর ছিলো, তেমনিভাবে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারীদের হাতেও তলোয়ার, বল্লম, ও তীর ছিলো। উভয় পক্ষের অস্ত্রের মান ছিলো সমান।

ইসলামি আন্দোলন করতে গিয়ে মক্কায় মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাথিরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণও করেছেন। কিন্তু বৈধ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অস্ত্র ব্যবহার করেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিলো 'কুফ্ফু আইদিয়াকুম' তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো। অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার করোনা। তখন আল জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ বা ইসলামি আন্দোলনের কাজ দাওয়াত ইলাল্লাহর মধ্যে সীমিত ছিলো। কিন্তু তের বছর পর যখন মদিনায় গণভিত্তি রচিত হলো ও ইসলামি সরকার গঠিত হলো তখন আল্লাহর নির্দেশে দাওয়াত ইলাল্লাহর সাথে সাথে আগ্রাসী শক্তির মুকাবিলার জন্য মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাথিরা অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেন। এ

www.pathagar.com

থেকে ইসলামি আন্দোলনের কর্মপন্থা ও ইসলামি সরকারের কর্মপন্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ইসলামি আন্দোলনে অস্ত্র ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর প্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর স্থায়ী কর্মনীতিতে এই কথা সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে যে জামায়াতে ইসলামি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাছিলের জন্য এমন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করবে না যা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যার ফলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

"লক্ষ্য হাছিলের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা হবে। অর্থাৎ দাওয়াত, তানযীম ও তারবীয়াতের মাধ্যমে লোকদের চিন্তার সংশোধন করে ইসলামি বিপ্লবের পক্ষে জনমত গঠন করা হবে।" দ্রষ্টব্য : গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠা-১২।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কোনো অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শরিয়াহর দৃষ্টিতে না-জায়েয।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১২০।

একবার হজ্ব উপলক্ষে মক্কাতে বিভিন্ন আরব দেশ থেকে আগত যুবকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"আমার শেষ উপদেশ হলো এই যে, গোপন তৎপরতা চালিয়ে এবং অস্ত্র ব্যবহার করে বিপ্লব সাধনের চেষ্টা চালানো উচিৎ নয়। ... একটি নির্ভুল ও সত্যিকার বিপ্লব গণআন্দোলনের মাধ্যমেই সাধিত হয়। প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে দাওয়াতের কাজ করুন, বিরাটভাবে মন-মগজ ও চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের কাজ করুন। মানুষের চিন্তা-ধারার পরিবর্তন করুন। নৈতিকতার অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষের মনের উপর বিজয় লাভ করুন। চলার পথে যেইসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আসবে সৎ সাহসের সাথে সেইগুলোর মুকাবিলা করুন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে যেই বিপ্লব সাধিত হবে তা এমন স্থায়ী ও শক্তিশালী হবে যে, বিরোধী শক্তিগুলোর সৃষ্ট তুফান তাকে বিলুপ্ত করতে পারবেনা। তাড়াহুড়া করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে কোনো বিপ্লব সাধিত হলেও যেই পথে তা আসবে, সেই পথেই তাকে বিলুপ্ত করে দেয়া যেতেও পারবে।" দ্রষ্টব্য : মাসিক তারজুমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৩।

## ৮. রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণ

এক শ্রেণীর লোক দেশের নিবাচনে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের সুফল লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখে নির্বাচন থেকে দূরে থেকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত শুধু লোক

www.pathagar.com

তৈরির কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"সমাজকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার জন্য তৈরি করাই যদি আপনাদের সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভোটারদেরকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তৈরি করার কাজটি সেই প্রচেষ্টার কর্ম সীমার বাইরের বিষয় হয় কিভাবে? আর এই কাজটি না করলে সমাজ বিপর্যয়কারী নেতৃত্বকে অপসারিত করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যোগ্য হবে– এটাই বা কি করে সম্ভব? ইসলামি জীবন বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। সৎ ও অসৎ নেতৃত্বের পার্থক্য তাদেরকে বুঝাতে হবে। দেশের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব যে তাদের উপর ন্যস্ত, এই চেতনা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। তারা যাতে অর্থের বিনিময়ে ভোট বিক্রি না করে, কারো হুমকিতে বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে কাউকে ভোট না দেয়, কোনো ধোঁকাবাজের দ্বারা প্রতারিত না হয়, অথবা দুর্নীতি দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘরে বসে না থেকে– অন্তত অতোটুকু নৈতিক শক্তি ও বিচারবুদ্ধি তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এই কাজটুকু আমরা করতে চাই। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে এটা সমাজ-সংশোধনের কাজ নয়? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে দেশের ভোটারদেরকে এই ভাবে তৈরি না করেই নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে?" দ্রষ্টব্য : ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা : ১২৩, ১২৪।

তিনি আরো বলেন :

"লোকদের ঈমানদার, নামাযী, পরহেযগার ও সংশোধনকামী হওয়া এক কথা, আর ফায়সালার সময় বিদ্বেষ, প্রলোভন, ভয়-ভীতি ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে কার্যত ইসলামি ব্যবস্থার পাল্লাকে ভারি করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হওয়া ভিন্ন কথা। প্রথম ধরনের সংশোধনের কাজ যতো খুশি যতো বেশি করতে চান তো করতে থাকুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতো লোক এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সংশোধনকে কবুল করেছে, তা শুধু ফায়সালার সময়েই জানা যেতে পারে। আর সেই ফায়সালার সময় আসে নির্বাচনের মওসূমে। এই মানদণ্ডই কয়েক বছর অন্তর সমাজের মনোভঙ্গি ও নৈতিকতার প্রকৃত অবস্থা এবং তার ভালো-মন্দের প্রতিটি দিক মেপে-জুকে দেখিয়ে দেয়। এ এক ধরনের আদম-শুমারী। সমাজে কয়জন ভোট বিক্রয়কারী রয়েছে, কয়জন চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে, কয়জন বিদ্বেষে লিপ্ত, কয়জন ইসলাম-বিরোধী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কি পরিমাণ দুর্নীতি এখানে প্রচলিত এবং এদের মধ্যে কয়জন ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহায়তার জন্য তৈরি হয়েছে– এর প্রতিটি বিষয়ই এই আদম শুমারী হিসাব করে বলে দেয়। এই মানদণ্ডের সম্মুখীন না হয়ে সমাজ সংশোধনের জন্য আপনাদের মেহনতের

www.pathagar.com

ফলে প্রকৃতপক্ষে কতোটুকু সংশোধনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে, আর কতোটুকুই বা বাকি আছে– তা জানা যাবে আর কোন উপায়ে?" দ্রষ্টব্য : ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১২৫।

আরো অগ্রসর হয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন :

"আমি স্বীকার করি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। এও স্বীকার করি যে ব্যর্থতার ফলে জনমনেও খারাপ প্রভাব পড়ে, আন্দোলনের সমর্থকরাও নিরুৎসাহিত হয় এবং আমাদের কর্মীদের মধ্যেও কিছুটা বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য এটাকে সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত কারণ বলে আমি স্বীকার করিনা। ব্যর্থতার যেই কারণগুলো দেখানো হয়, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তার একটিও দূর করা যাবেনা। নির্বাচন থেকে দূরে সরে থাকলে এই কারণগুলো হ্রাস পাওয়া তো দূরে থাক বরং আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এইগুলোর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করে এই গুলোর মোকাবেলা করতে থাকা ও এই গুলোর শিকড় উপড়ে ফেলা।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৩২, ১৩৩।

"সন্দেহ নেই, এ একটি দুর্গম পথ। এতে হোঁচট খেতে হবে, পরাজয় বরণ করতে হবে, দুর্বলচিত্ত লোকেরা নিরুৎসাহিত হবে। আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদের মনেও হতাশা সৃষ্টি হবে। আর এই কথাও সত্য যে জনগণের একটি বিরাট অংশ এই প্রাথমিক পরাজয় থেকে ভুল অর্থ করবে। কিন্তু এই দুর্গম পথ ছাড়া আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছার বিকল্প কোনো পথ নেই।" দ্রষ্টব্য : ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৩৪।

## ৯. সংগঠনের ক্যাডার সিস্টেম প্রবর্তন

১৯৪১ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. মাত্র ৭৫ জন লোক নিয়ে গঠন করেন জামায়াতে ইসলামী।

গোড়া থেকেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সংগঠনের কাঁচা-পাকা অসংখ্য লোকের ভীড় দেখতে আগ্রহী ছিলেননা। বস্তুত যারা ইসলামী আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠনের স্বকীয় বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত নয় তাদের দ্বারা ইসলামি আন্দোলনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবও নয়।

যেই কোনো ব্যক্তি চাইলেই জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক সদস্য হতে পারেন। কিন্তু এর পূর্ণ সদস্য (যাকে বলা হয় রুকন) হতে হলে জ্ঞান, আমল ও সাংগঠনিক তৎপরতার একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হওয়া অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক সদস্যদেরকে সাপ্তাহিক সভা, পাঠচক্র, সামষ্টিক পাঠ, শিক্ষা শিবির ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে জ্ঞান দান, ব্যক্তিগত আমল উন্নত করার প্রেরণা দান ও

www.pathagar.com

সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দান করে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা চালানো হয়।

যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-কে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ তাদের জীবনের আকীদা বলে মেনে নেন, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালানোকে জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে জীবনের চূড়ান্ত রক্ষা বলে স্থির করেন, ফরয-ওয়াজিবগুলো সুষ্ঠুভাবে আদায় করেন, কবীরা গুণাহগুলো থেকে বেঁচে থাকেন, অপরের হক আত্মসাৎ করেননা, আল্লাহর না-ফরমানির পর্যায়ে পড়ে আয় উপার্জনের এমন কোনো উপায় অবলম্বন করেননা এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা মেনে চলেন তাদেরই রুকন করে নেয়া হয়।

সদস্য পদের এই কাঠামোকেই বলা হয় ক্যাডার সিস্টেম।

ইসলামি আন্দোলনকে তার লক্ষ্যাভিসারী করে রাখা ও আন্দোলনের স্বকীয়তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ক্যাডার সিস্টেমের কোনো বিকল্প নেই।

জামায়াতে ইসলামীর রুকনরাই এই সংগঠনের আমীর নির্বাচন করেন। মজলিসে শূরার সদস্যরা তাঁদের দ্বারাই নির্বাচিত হন।

কোনো কোনো তাত্ত্বিক ক্যাডার সিস্টেমের সমালোচনা করে থাকেন। তারা বলতে চান যে ইসলামের সোনালী যুগে এই ধরনের সিস্টেম ছিলনা। জামায়াতে ইসলামীর বিপুল জনশক্তিকে আমীরে জামায়াত ও মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচনের অধিকার না দেয়া ইসলাম-সম্মত নয়।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. কোনো স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেননা। কোনটি ইসলামসম্মত আর কোনটি ইসলাম সম্মত নয়– সেই অবগতি তার পুরোপুরিই ছিলো।

যেই ভাইয়েরা ক্যাডার সিস্টেমের সমালোচনা করেন তাদের মনে রাখা দরকার যে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর সা. ইন্তিকালের সময় প্রায় সোয়া লাখ সাহাবি জীবিত ছিলেন। তারা গোটা আরবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা মদিনাতেই অবস্থান করতেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। অথচ খুলাফায়ে রাশিদীন একের পর এক এই কম সংখ্যক ব্যক্তিদের দ্বারাই আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাকিরা পরবর্তী সময়ে বাইয়াত করেছিলেন মাত্র।

কেবল রুকনদের দ্বারাই জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হওয়া ইসলাম সম্মত কিনা– এই সংশয়ে যারা আক্রান্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের নির্বাচনের দিকে তাকালেই তাঁরা জওয়াব পেয়ে যাবেন আশা করি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অন্ধভাবে নয়, সচেতনভাবেই এই সিস্টেম প্রবর্তন করেছেন।

www.pathagar.com

## ১০. উপসংহার

বাংলা, হিন্দি, সিংহলী, ফারসী, রুশ, মালয়, তুর্কী, ইংরেজি, আরবি প্রভৃতি ভাষায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর গ্রন্থাবলী অনুদিত হয়েছে ও হচ্ছে।

তাঁর ত্রিশ বছরের সাধনার ফসল তাফসির তাফহীমূল কুরআন। এটিও দ্রুততার সাথে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হচ্ছে। একদিকে তাঁর গ্রন্থাবলীর অনুবাদ, অন্যদিকে তাঁর সৃষ্ট আন্দোলনের কর্মীদের দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে গমনাগমন তাঁর চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন দেশে।

মুসলিম জাহানের বাইরে যেই বিশাল জগত সেখানেও তার চিন্তাধারার অনুসারীরা তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিতে ইসলামি আন্দোলনের পতাকা উড্ডীন করে চলছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করুন। আমীন॥

www.pathagar.com

৬

# আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ইসলামের জাগরণ মাওলানা মওদূদীর রহ.-এর ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক

সারা দুনিয়া জুড়ে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের যে জাগরণ এসেছে তা আজ এক বাস্তব সত্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওসমানী খেলাফতের পতনের সাথে সাথে সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে যে নৈরাজ্য, হতাশা এবং হীন-মন্যতাবোধ দেখা দিয়েছিল আজ সে অবস্থা আর নেই। বিশ্বব্যাপী ইসলাম এখন একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি। ক্ষয়িষ্ণুতার অন্ধকার যুগ সে অতিক্রম করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিশ্বজুড়ে ইসলামি সভ্যতার পুণর্বিজয়ের সোনালী স্বপ্ন আমরা দেখছি। এ স্বপ্ন যে একদিন বাস্তবায়িত হবে তা সন্দেহাতীত ইনশাআল্লাহ। প্রশ্ন শুধুমাত্র সময়ের।

## ইউরোপ ও আমেরিকা

মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এ বিস্তৃর্ণ মুসলিম দেশগুলোকেই যে কেবল আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ইসলামের জাগরণ এসেছে তা নয়, এ জাগরণ আজ কানাডা থেকে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত। আজ আপনি যদি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড সহ পাশ্চাত্যের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, দেখে হয়তো আশ্চর্য হবেন কেমন করে মুসলমান যুবকরা সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছে। সকাল সন্ধ্যা গীর্জার ঘন্টার আওয়াজই শুধু আপনার কানে আসবেনা, আপনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ থেকে শুনতে পাবেন আল্লাহ আকবার এবং হাইয়ালাস সালাহ্‌র সুমধুর আওয়াজ।

ওয়াসিংটন ডি. সি, নিউইয়ার্ক, লন্ডন, প্যারিস, বন এবং ব্রাসেলসের মতো জায়গায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা একদিকে যেমন তাদের চিন্তায় ও কর্মে ইসলামি তাহজীব ও তামাদ্দুনকে টিকিয়ে রাখছে অন্যদিকে দায়ি ইলাল্লাহ হিসাবে পাশ্চাত্যের প্রাচুর্যে দিশেহারা মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরছে। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষারত মুসলিম মেয়েরা যেভাবে ইসলামি পোশাক পরিধান করে পাশ্চাত্যের বুকের উপর বসে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি চ্যালেঞ্জ করছে তা অনেকটা বিস্ময়কর। এদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও দিন দিন বাড়ছে। এর চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছে সোভিয়েত



www.pathagar.com

সরকার কর্তৃক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে সত্তর এবং আশির দশকে যে সকল মুসলিম ছাত্র মস্কোসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই পাকা কমিউনিস্ট হবার পরিবর্তে পাকা মুসলমান হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ যে অন্য সকল সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর বিজয়ী হতে পারে এটা তারই প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ।

পাশ্চাত্যে ইসলামের এই অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। ষাটের দশক থেকে শুরু করে যে সকল মুসলমান ছাত্র ও চাকুরীজীবি ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই সেখানে শুধুমাত্র নিজেদের ঈমানকে টিকিয়ে রেখেই সন্তুষ্ট থাকেননি বরং শরাব, শুকর এবং বেহায়পনার লীলা ভূমিতে বসেও তারা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারা সংঘবদ্ধ হন। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে একদিকে তার শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাধারা ও জীবনকে ইসলামের রঙে রঙিন করার প্রচেষ্টা চালান, অপর দিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্যবাসীর সামনে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরেন। এই উদ্দেশ্যে বিগত ৩০ বছরের ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় অসংখ্য ইসলামি সংগঠন গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এন্ড কানাডা, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা, ইসলামি সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা, ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ, ইউ কে ইসলামিক মিশন, দাওয়াতুল ইসলাম যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ড, ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস, ইসলামিক সোসাইটিস (Fosis) ইন ইউ কে এন্ড আয়ারল্যান্ড; ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন প্রভৃতি। এসব সংগঠন ছাড়াও স্থানীয়ভাবে এলাকা ভিত্তিক অসংখ্য ইসলামি সংস্থা গড়ে উঠেছে। যারা বিভিন্ন স্থানে মসজিদ মাদরাসা কায়েম করে পাশ্চাত্যে ইসলামের বাতিকে প্রজ্জ্বলিত করছে।

ইংরেজি, ফ্রান্স ও জার্মান সহ অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনেক ইসলামি সাহিত্য রচিত হয়েছে। ইসলামের উপর সেসব দেশে অতীত ও বর্তমানের অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থের অনুবাদও হয়েছে। বিগত দুই দশকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বহু আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ১৯৭৬ সালে লন্ডনে ১০ দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে ও উৎসবে রাণী এলিজাবেথও বাণী পাঠিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে ইউরোপের কেন্দ্র ভূমিতে ইসলামকে জানার ও বুঝার এক অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসব কাজের ফলে ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং এই জীবন ব্যবস্থা মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে এই সত্যকে পাশ্চাত্যের সামনে মোটামুটিভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এবং বিগত কয়েক বছরে বেশ কিছু সংখ্যক আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ানও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া এসব সংগঠনের কাজের ফলে

www.pathagar.com

ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রগুলিতে শুধুমাত্র মসজিদ ও মক্তবই গড়ে উঠেনি, গড়ে উঠেছে আধুনিক ইসলামি স্কুল, ইসলামি আদর্শে পরিচালিত ক্লাব এবং ইসলামের আলোকে অবসর বিনোদনের অন্যান্য ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের কোলে জন্ম নেয়া আজকের মুসলিম শিশুর জন্যে আগামী দিনের যোগ্য মুসলমান হিসাবে গড়ে উঠার যে একটা সুস্থ, সুন্দর ও ছোট্ট ইসলামি পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করা যাবেনা। কিন্তু এর পরও এটা স্বীকার করতে হয় পাশ্চাত্যে বসবাসরত ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলমানরা এখনও সংখ্যালঘু। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এরা একদিন ইনশাআল্লাহ সংখ্যা গরিষ্ঠে পরিণত হবে। আর ইতিহাসও তাই বলে।

## মুসলমান দেশসমূহ

বিগত দশ পনের বছরে গোটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ইসলামি আদর্শের দিকে ফিরে আসার একটি প্রবল প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামি আদর্শ বিবর্জিত সরকার কর্তৃক মুসলিম দেশগুলো শাসিত হলেও বাধ্য হয়েই শাসকদেরকে ইসলামের লেবাস পরে জনগণের সামনে আসতে হচ্ছে। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা– এ সত্য আজ বিতর্কের উর্ধে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থাসহ জীবন ও জগতের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুমহান বিধান আছে আজ তা অনেকটা সর্বসম্মত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম শিখরে আরোহিত অত্যাধুনিক এই বিশ্বে সম্পূর্ণভাবে ইসলামি আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে– এ সত্য আজ স্বীকৃত। সুদবিহীন অর্থনীতি এখন আর হাসির উদ্রেক করেনা। কারণ তা বাস্তব সত্য। ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা এখন শুধু পুঁথি পুস্তকের বিষয় বস্তুই নয়, চোখের সামনে তার নজির রয়েছে। ১৪০০ বছরের পুরাতন ইসলামি সভ্যতা আবার নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে– এখন তা কল্পনা বিলাস নয়। অবস্থার এই আমুল পরিবর্তন হয়েছে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের জাগরণ আসার ফলে।* আলজিরিয়া, মরক্কো, সুদান, মিশর, সিরিয়া, সৌদী আরব, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সহ দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশে এই জাগরণ এসেছে। পার্থক্য হচ্ছে কোথাও বেশি কোথাও কম। এই জাগরণ কোথাও স্রোত সৃষ্টি করতে পেরেছে কোথাও স্রোত সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করছে। ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও মাদরাসার মধ্যেই এখন আর সীমাবদ্ধ নয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও আজ সে নিজ স্থান দখল করে নিচ্ছে। উসমানীয় খিলাফতের কেন্দ্রস্থল তুরস্কে আইন করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখা যাচ্ছেনা। ষাটের দশকের লৌহ মানব বলে পরিচিত মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের সমাজতন্ত্র আমদানী করে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা কর্মীদের

www.pathagar.com

ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে তাদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে তার দেশ থেকে ইসলামকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। সেদিন ইখওয়ানের নেতা ও কর্মীদের রক্তে কায়রোর রাজপথ এবং নীল নদের পানি রঞ্জিত হয়েছিলো। কিন্তু মিশর থেকে ইসলামকে মুছে ফেলা যায়নি। আজ মিশরের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। বরং সমাজতন্ত্রের স্বর্গ বলে পরিচিত সেই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে গ্লাসনষ্ট এবং পেরিষ্ট্রেয়কার শেষ অস্ত্র ব্যবহার করেও শেষ রক্ষা হচ্ছেনা। ইসলামের এই বিজয় আর সমাজতন্ত্রের এই পরাজয় জামাল আবদুন নাসের দেখে যেতে পারেননি। তিনি দেখে যেতে পারেনি যে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইন্‌তিফাদা আন্দোলনে পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় যুবকদের সমাজতন্ত্র নয় বরং ইসলামি আদর্শই অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

সুদানে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে এবং পেশাজীবিদের মধ্যে ইসলামি আদর্শ খুব মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সম্প্রতি সামরিক শাসন জারি হবার পূর্বে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম যতোটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সামরিক জানতা ক্ষমতায় এসেও তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। আর তাই পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো সামরিক সরকারকে মৌলবাদীদের দোসর বলে আখ্যায়িত করছে।

ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়ায় ও আজ শিক্ষিত সামাজের মধ্যে ইসলামের জাগরণ এসেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মালোয়েশিয়ান ছাত্র-ছাত্রী বৃটেনে পড়াশুনা করতে যেয়ে ছাত্র সংগঠন (Fosis) এর মাধ্যমে ইসলামি আদর্শের প্রতি অনুরাগী হয়ে দেশে ফিরছে। শুনেছিলাম মালোয়েশিয়ার কোনো এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে লন্ডনে পড়াশুনা করতে যেয়ে যখন ইসলামি পোশাক পরিধান করে দেশে ফিরে এসেছিলো তখন তার এই পরিবর্তন দেখে কুয়ালালামপুরবাসী হতবাক হয়েছিলো। লক্ষণীয় হচ্ছে সারা দুনিয়া ব্যাপী আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের এই জাগরণ গতিশীল এবং একদেশ অন্যদেশকে সাহায্য করছে।

মুসলিম বিশ্বে ইসলামের পুণর্জাগরণের আর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এখন আর ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের তেমন কোনো আকর্ষণ নেই। সমাজতন্ত্রীরা যেমন হতাশাগ্রস্ত এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ শংকিত এবং নিরাশ, ঠিক তেমনিভাবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অন্ধ অনুসারীরাও আজ নিজেদের ব্যর্থতার জন্য লজ্জিত ও উদ্দম হারা।

## বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত

১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে মুজাহিদ আন্দোলনের বিপর্যয়ের পর হতে উপমহাদেশে ইসলামের দুর্দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে আলেম সমাজ ক্রমেই পিছিয়ে পড়েন। আর বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের ফলে ইসলাম নিছক একটি ধর্ম হিসাবে মসজিদ ও মাদরাসার চার

www.pathagar.com

দেয়ালের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু উপমহাদেশে ইসলামের সেই অমানিশার অন্ধকার কেটে গেছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের একটা বিশাল অংশ আজ ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ। শুধু উদ্বুদ্ধই নয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলনে আজ তারা সক্রিয়। নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা। গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় ইসলামের চর্চা হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক আপন উদ্যোগে আল কুরআন বুঝার চেষ্টা করছে। আর কুরআনের শাসনকে কায়েম করতে গিয়ে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করছে। ১৪০০ বছর পর ইতিহাসের পুন:রাবৃত্তি হিসাবে সেই জাগরণ হচ্ছে এই উপমহাদেশে বিশেষ করে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে। পার্থক্য হচ্ছে তখন রক্ত ঝরেছিলো মরুভূমির তপ্ত বালুকা রাশির উপর আর এখন রক্ত ঝরছে সবুজ মাঠের সবুজ ঘাসের উপর। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আর বাতিলপন্থীদের একচেটিয়া আড্ডাখানা নয়। সাহিত্য, শিল্পে আর সংস্কৃতিতে এখন শুধুমাত্র ইসলাম বিরোধীদের হাতে বন্দী নয়। রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামপন্থীরা আজ শুধুমাত্র হাসি তামাশা আর কল্পনার পাত্র নয়, বরং উদীয়মান একটি শক্তি হিসাবে স্বীকৃত। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ- ইসলাম বিরোধীরাও তা অনেক ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য। শাসকগোষ্ঠি তো ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক– 'ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান' এই সত্যের ঘোষণা ছাড়া ইসলামের উপর বক্তব্য সম্পূর্ণ হয়না। কোনো একটা আদর্শের জন্য সত্যই এটা একটা বিরাট বিজয়।

আল কুরআনের ঘোষণা–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ (٩)

(সূরা আল হিজ্বর আয়াত : ৯) অর্থ: আমরা এই কুরআন নাযিল করেছি এবং এর হেফাজত আমরাই করবো।

এই ঘোষণার বাস্তব রূপ যেনো আমরা এই উপমহাদেশে দেখতে পাচ্ছি।

## মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ভূমিকা ও অবদান

দুনিয়া জুড়ে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের এই যে জাগরণ এসেছে তার অনেক কারণ আছে। একথা সত্য কোনো ব্যক্তি বা দলের একক প্রচেষ্টার ফসল নয় এই জাগরণ। কিন্তু এর পাশাপাশি একথাটা বোধ হয় সত্য– এই জাগরণে সবচেয়ে বেশি অবদান যদি কোনো ব্যক্তির থেকে থাকে তবে তিনি হচ্ছেন এই যুগের সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব মহান ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. বিশেষ করে এই উপমহাদেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের যে জাগরণ এসেছে তার জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আর এই জাগরণের জন্য সকল বুনিয়াদী অবদান হচ্ছে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর।

www.pathagar.com

## মাওলানার ভূমিকা ও অবদান নিম্নরূপ :

**এক.** মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন সে সময়টা ছিলো মুসলিম জাতির চরম অধ:পতনের যুগ। এটাকে চরম অন্ধকার যুগও বলা যেতে পারে। সেই যুগে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তাঁর ক্ষুরধার লেখনি দ্বারা দুনিয়ার সকল মতাদর্শের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার সাথে সাথে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জেগে উঠার ডাক দেন। আল কুরআনের বিখ্যাত তাফসির তাফহীমুল কুরআন ছাড়া ছোট বড় প্রায় ১০০টি বই ও পুস্তিকা তিনি রচনা করেছেন। ইসলামি আকিদা বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, ইসলামি আইন ও শাসনতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমের অধিকার, ইসলামি অর্থনীতি সহ জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী তার বক্তব্য পেশ করেননি। ১১২ পৃষ্ঠার লেখা তাঁর ছোট্ট একটি বই 'ইসলাম পরিচিতি' কমপক্ষে ৬২ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ৩০ বছর সাধনার পর লেখা তার বিখ্যাত কুরআনের তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে কুরআনের বাণী অতি সহজে পৌঁছে দিয়েছে। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের যে সব দর্শন ও তত্ত্ব তাদের মগজে আসন করে নিয়েছিলো এবং যার ফলে এ যুগে ইসলাম অচল বলে তাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিলো মাওলানা মওদূদীর 'তানকিহাত ও তাফহীমাত' জাতীয় বই তাদের মন মগজকে এ জাতীয় বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ওহীর জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তা গ্রহণ ও বর্জনের যে উদার ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি মাওলানার সাহিত্যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা তাদের মনে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলাম তাল মিলিয়ে চলতে পারে জেনে তারা হীনমন্যতার রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

মাওলানার চিন্তাধারা তার নিজের দেশের ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করে সারা দুনিয়া জুড়ে শিক্ষিত সমাজকে চিন্তার খোরাক যোগিয়েছে। আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় তাঁর লেখা পুস্তক অনুবাদ হয়েছে। এমনকি সম্প্রতি রুশ ভাষায়ও তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ হয়েছে বলে জানা গেছে। এমনিভাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশেই মাওলানার চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

**দুই.** উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ১৯৩৮ সালে জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দের নেতা মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর রহ. 'মুত্তাহেদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতা দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। শিক্ষিত মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৯৩৯ সালে মাওলানা মওদূদী রহ. রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ। এই গ্রন্থে তিনি

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন হিন্দু মুসলমান এক জাতি নয়। এক জাতি হতে পারেনা। ফলে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে মাওলানার আসন স্থায়ী হয়। ১৯৪০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে 'ইসলামি রাষ্ট্র কিভাবে কায়েম হতে পারে' শীর্ষক বক্তৃতা করেন। এইভাবে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ সরাসরি মাওলানার চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে থাকে।

**তিন.** এই উপমহাদেশে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে মুসলিম জাতি দু'টি বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ অপরদিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম সমাজ। এই দুই গ্রুপের মধ্যে চিন্তার কোনো সমন্বয় ছিলনা। জীবন ও জগত সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান ধারণা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই পিতা-মাতার দু'জন সন্তান হলেও এরা যেনো দুই জগতের বাসিন্দা। মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর লেখা ও আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সামনে ইসলামের আদর্শকে তুলে ধরেন এর সাথে সাথে আলেম সমাজের সামনে– 'যা কিছু আধুনিক তা-ই অনৈসলামিক' একথা যে সত্য নয় তাও তুলে ধরেন। এইভাবে তিনি বিপরীত ধর্মী এই দুটো গ্রুপের মধ্যে চিন্তার ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করেন। আমাদের জাতীয় জীবনে এটা মাওলানা মওদূদীর রহ. সবচেয়ে বড় অবদান।

**চার.** ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান ইসলাম দিতে পারে এই সত্যকে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় যুক্তি প্রমাণ ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরেই তিনি তাঁর কাজ শেষ করেননি। বরং এটা ছিলো তার কাজের বিপ্লবের পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও বিপ্লব সৃষ্টির জন্য তিনি একটি বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলেন। আর শুধু আন্দোলন গড়ে তুলেই তিনি বসে থাকেননি ১৪৪১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল– এই দীর্ঘ ৩২টি বছর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও দুরদর্শিতার সাথে এই আন্দোলনের সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর তিনি এই আন্দোলনের শুধুমাত্র নেতৃত্বই দেননি বরং ত্যাগ ও কুরবাণীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে পেশ করেছেন। ফাঁসির মঞ্চকে তিনি আনন্দে কবুল করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আদর্শকে এক মুহূর্তের জন্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বুদ্ধিবৃত্তিক আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মনকে তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। শিক্ষিত সমাজ মাওলানার মাঝে একজন অন্যতম বাস্তববাদী মানুষকে (Practical Man) খুঁজে পেয়েছিল। এই পর্যায়ে মাওলানার কাজকে একজন বৈজ্ঞানিকের কাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ তিনি থিউরী পেশ করেছেন এবং এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। অবশ্য মাওলানার পূর্বে শেখ আহমদ সরহিন্দি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, সৈয়দ

www.pathagar.com

আহমদ বেরলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব এবং মাওলানার সমসাময়িক মিশরের হাসানুল বান্না এবং সৈয়দ কুতুব শহীদ ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনে তাদের অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু প্রাচ্যে এবং প্রাশ্চত্যে এই পর্যায়ে মাওলানার অবদান বোধহয় অতুলনীয় যেমন আল্লামা ইকবাল ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলনে মাওলানার মতো ভূমিকা তিনি পালন করেননি। প্রখ্যাত দার্শনিক টিন রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ইতিহাস, বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা ও নৈতিকতা সম্পর্কে প্রায় ৪০ খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকের প্রেরণার উৎস হয়েছেন তিনি। কিন্তু বাস্তব জীবনে (Practical field) তার ভূমিকা ছিলো; প্রথম মহাযুদ্ধে একজন শান্তিবাদী (Pacifist) (হিসাবে কাজ করার জন্য বৃটিশ সরকার তাকে কারা বন্দি করেন, ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে তিনি বরখাস্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি হাইড্রজেন বোমা তৈরি এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। কিউবান মিখাইল ক্রাইমিসের সময়ও তিনি আধুনিক বিশ্বের একজন শান্তিকামী মানুষ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু এর চাইতে বেশি কিছু নয়। বার্নাড শো একজন খ্যাতনামা সুসাহিত্যিক ছিলেন। ফ্রয়েড ছিলেন একজন মন-বিজ্ঞানী যিনি মানুষের মনস্তাত্বিক কাঠামো এবং মানব মনের প্রক্রিয়া (Functioning of Human Mind) সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ থিউরী রচনা করেন। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ১৮৪৯ সালে প্যারিস থেকে বহিস্কৃত হবার পর দীর্ঘদিন যাবত লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে বসে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন।

১৮৬২ সালে জার্মান বিপ্লবী ফার্ডিনেন্ড লাসেল (Fordinand Lassalle) কে জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আহবান জানালে তিনি তা অস্বীকার করেন। অবশ্য ১৮৬৪ সালে তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক এসোসিয়েশনে (International Work Mens Association) যোগদান করেন এবং ১৯৭০ সালে বিখ্যাত প্যারিস কমিউনের প্রতি তার সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। ১৮৭২ সালে তিনি আবার বৃটিশ মিউজিয়ামের দিকে ফিরে যান তাঁর অস্পূর্ণ গ্রন্থ ডাস ক্যাপিটাল সম্পূর্ণ করার জন্য যা হয়তো ভবিষ্যতে শুধুমাত্র মিউজিয়ামেরই বস্তু হয়ে থাকবে। অবশ্য এটা সত্য মাওলানা মওদূদী রহ. এদের অনেকের মতো উচ্চমানের দার্শনিক ছিলেননা, আর হয়তো বা এরূপ দার্শনিক হতে তিনি চানওনি। কিন্তু একই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ (Intellectual work) এবং বাস্তব ময়দানে কাজের যে উদাহরণ তিনি পেশ করেছেন তার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর নিজের একটা পরিকল্পনা ছিলো। এবং যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি শতকরা ৮০ ভাগ কামিয়াব হয়েছেন বলে মনে হয়। তিনি নিজে বলেছেন, 'আমি আমার দিন রাতের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে

www.pathagar.com

রেখেছি। এক অংশ দেশ ও সংগঠনের, আর এক অংশ দৈনন্দিন কাজ কর্মের জন্য, বাকি অংশ বর্তমান বংশধরদের জন্য। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে টেনে আনার জন্য তার অবদান অসাধারণ। অবশ্য তাঁর কাজের মূল্যায়ন করার সময় শেষ হয়ে যায়নি। আগামী দিনের ইতিহাসই তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে।

**পাঁচ :** আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মাওলানার কাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে তিনি এমন কিছু লোক তৈরি করে গেছেন– যাদেরকে তাঁর মানসপুত্র বলে অবিহিত করা যেতে পারে। তারা দুনিয়ার যেখানে গিয়েছেন সেখানে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দেশে এরা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। এবং জ্যামিতিক হারে তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

## মূল্যায়ন

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদী রহ. এই বিরাট ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে কি কি কারণে তিনি যুক্তিবাদী আধুনিক মনকে জয় করতে পেরেছিলেন।

**এক.** তিনি ছিলেন স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী। উন্মুক্ত অনাবিল মন নিয়ে তিনি ইসলামকে বুঝেছিলেন আর উদার মন নিয়ে তিনি ইসলামকে শিক্ষিত সমাজের কাছে পেশ করেছিলেন। মানব জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান তিনি পেশ করেছিলেন কিন্তু আন্দাজ বা অনুমানের ভিত্তিতে তিনি একটি কথাও বলেননি। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমালোচনা করে তিনি পেশ করেছিলেন ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি। ইসলামি রাষ্ট্র, ইসলামি আইন ও ইসলামি শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর করাচি ও লাহোরের আইনজীবিদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি ইসলামি শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রদান করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Islamic Law and Constitution -এ মৌলিক মানবাধিকার নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রের তিনটি অংগে ক্ষমতা পৃথকীকরণ Seperation on Powers বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ধারাবাহিক এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। কিন্তু তার বক্তব্যের মাঝে কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়নি। এটা তাঁর স্বচ্ছ চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

**দুই.** তাঁর চিন্তার মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব ছিলনা। না-ছিলো তাঁর কাজের কোনো বৈপরিত্ব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক একজন ইসলামি চিন্তাবিদ। যেমন করে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন অত্যন্ত

www.pathagar.com

কঠোরভাবে, ঠিক অদ্রুপভাবে ইসলামি সভ্যতায় কেন ঘুনে ধরলো, কে এর জন্য দায়ি– তাও তিনি খুটে খুটে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখা বই 'ইসলাম ও রাজতন্ত্রে' ইসলামের প্রথম যামানায় মহান ব্যক্তিদেরকে যুক্তির কষ্ঠি পাথরে বিচার করে তাদের গঠনমূলক সমালোচনা করে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ ইসলামি রাষ্ট্রনায়কদের জন্য পথের যে দিক নির্দেশনা তিনি দিয়ে গেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। চিন্তাবিদ মওদূদীর এই বুদ্ধিবৃত্তিক সাধুতা (Intellectual Honesty) শিক্ষিত সমাজের কাছে তাঁকে অমর করে রাখবে।

**তিন.** আধুনিক মন মানসিকতাকে তিনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। যে ভাষায় কথা বললে আধুনিক শিক্ষিতরা বুঝে সেই ভাষা তার জানা ছিলো। যার ফলে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার সবটুকুই বলতে পেরেছিলেন। এবং তার সবটুকুই আধুনিক শিক্ষিতদের কাছে পৌছাতে পেরেছিলেন। এখানে কোনো বাধা Communication Gap ছিলনা। এর কারণ হচ্ছে দুনিয়ার সমস্যাগুলো তিনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর লেখার স্টাইল ছিলো আধুনিক মনের যুগ উপযোগী। একদিকে তা ছিলো যেমন যুক্তিপূর্ণ অন্যদিকে তা মানুষের ভাবাবেগের কাছেও আবেদনময়ী ছিলো His approach was both to head and heart। তাঁর সাধারণ জ্ঞান ছিলো খুব প্রখর। এবং এই প্রখর সাধারণ জ্ঞানের ফলে তিনি অনেক জটিল বিষয়কে সহজভাবে পেশ করতে পেরেছিলেন, যা আধুনিক মনে দারুণভাবে রেখাপাত করে।

**চার.** তাঁর চিন্তা, তাঁর কথা এবং তাঁর কাজ সবই ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি পরিমাপ করে কথা বলতেন এবং পরিমাপ করে লিখতেন। তাঁর সম্পর্কে এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আইনজীবী এ. কে ব্রুহী বলেছেন, 'তিনি সবুজকে সবুজ এবং লালকে লাল বলতেন, অতি সবুজ বা অতিলাল বলতেন না।' কোনো একটি বিষয়কে যখন বিশ্লেষণ করতেন তখন সেই বিষয়ের সব ক'টি দিক তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। সকল দিক তাঁর সামনে থাকতো। দুনিয়ার অনেক মহামনীষীদের মতো তিনিও এই বিশেষ গুনের অধিকারী ছিলেন। একটি উদাহরণ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। পাকিস্তানের বাহওয়ালপুরে এক সময় একই মায়ের পেট থেকে এমন দু'টি মেয়ে সন্তান জন্ম নেয় যাদের একজনের দেহ অপর জনের দেহের সাথে সংযুক্ত ছিলো। তারা যেমন এক সঙ্গে চলাফিরা করতো ঠিক তেমনিভাবে একই সময়ে তাদের ক্ষুধা লাগতো, একই সময়ে ঘুম লাগতো এবং একই সময়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরোনের ডাক পড়তো। তাদের বিয়ের বয়স হলে ট্রেডিশনাল আলেমরা ফতোয়া দিলেন এরা যেহেতু দুইজন বোন সুতরাং একজন পুরুষের কাছে তাদের বিয়ে দেয়া যাবেনা। আর যেহেতু দুইজন পুরুষের কাছে তাদের বিয়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠেনা সুতরাং সারাজীবন

www.pathagar.com

তাদেরকে অবিবাহিত অবস্থায় কাটাতে হবে। মাওলানা ভিন্ন মত পোষণ করলেন। তাঁর উদার মন ও গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই মেয়ে দু'টির দেহ দুইটি হতে পারে কিন্তু তাদের ব্যক্তিসত্তা এক অভিন্ন। কারণ তারা জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণ করে একসাথে সুতরাং এক পুরুষের কাছে তাদের বিয়ে দেয়া যেতে পারে। এই মতামত প্রকাশের ফলে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত লংঘনের অপবাদ তাঁকে দেয়া হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু তাঁর এই মতামতের ফলে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে তিনি আরো একবার প্রমাণ করে দিলেন যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো কতো উদার ও ব্যাপক।

**পাঁচ.** তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার পড়াশুনা ছিলো প্রচুর। বর্তমান দুনিয়া এবং ইসলাম দু'টি বিষয়ের উপরই ছিলো তার দখল। তার নিজের ভাষায় সমানভাবে। আমার জাহেলী যুগে আমি অসংখ্য গ্রন্থ পড়েছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য আলমারী উজাড় করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কুরআন পাক পড়লাম তখন মনে হলো এ যাবত যতো পড়াশুনা করেছি সবই নস্যি। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত। চিঠিপত্রের জবাব বিকালের আসর এবং 'রাসায়েল মাসায়েল' যতোটুকু জানা যায় তিনি প্রায় ১৫০০ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এইসব প্রশ্ন স্ত্রী তালাকের ফতোয়া থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি সহ মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে যতো সমস্যা আছে সে সকল সমস্যা সম্পর্কিত ছিলো। কিন্তু আশ্চার্য তার কাছে কোনো একটি সমস্যার ইসলামি সমাধান চেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি তার সদুত্তোর দিতে পারেননি এমন কখনও হয়নি। এসব উত্তর দিকে গিয়ে তিনি না জেনে জানার ভান করেছেন বা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এই রূপ অপবাদ কেউ তাকে কোনো দিন দিতে পারেনি।

তিনি পাশ্চাত্যের নাম করা বহু দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী যেমন ডেকার্টে, হবস, স্পিনোজার, লিবনিজ, লক, ডেভিড হার্টকেস, জোসেফ, প্রিষ্টালি, ভলটেয়ার রুশের পালিলিও, নিউটন বার্বুলী, কান্ট এবং আরো অনেকের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কারো সম্পর্কে না জেনে তিনি একটি কথাও বলেননি। হেগেলের ডাইলেকটিজম, ...মেটেরিয়েলিজম এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হয়ে তাদের সমালোচনা করেছেন এবং তাদের মতবাদের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এবং এই তুলনামূলক আলোচনাই আধুনিক মনকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। কুরআন বলেছে 'হে মুহাম্মদ আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি এক হতে পারে?' নিশ্চয়ই না। আর মাওলানা যে, যারা জানে সেই দলেরই একজন ছিলেন তা সন্দেহাতীত।

www.pathagar.com

**ছয়.** মাওলানা অন্যান্য দশজন ধর্মীয় নেতার মতো শুধুমাত্র বর্তমান সভ্যতার সমালোচনা করেই বসে থাকেননি। তিনি প্রতিটি সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান পেশ করেছেন। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মোকাবিলায় ইসলামি অর্থনীতির রূপরেখা পেশ করেছেন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ত্রুটি বিশ্লেষণ করে ইসলামি সমাধান দিয়েছেন। এইভাবে মানব জীবনের সকল সমস্যায় ইসলামি সমাধান দেয়ার চেষ্টা তিনি করেছেন।

**সাত.** শিক্ষিত সমাজের কাছে মাওলানা এই সত্যটি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরতে পেরেছিলেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে ইসলামের আসলে কোনো বিরোধিতা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এই সব আবিষ্কারকে কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে? মাওলানার এই ঘোষণার পর 'যুগের উন্নতির সাথে ইসলাম তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না'। আধুনিক শিক্ষিতের মধ্যে এই রূপ ভুল ধারণার অবসান হয়।

## উপসংহার

সবশেষ দুনিয়াজোড়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন জাগে; আজ থেকে ৯৬ বছর পূর্বে ১৯০৩ সালে যদি মাওলানার জন্ম না হতো তাহলে কি হতো? এই প্রশ্নের জবাব দেয়া মোটেই সহজ নয়। তবে আমার মনে হয় এই উপমহাদেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইসলামের যে জাগরণ এসেছে মাওলানা মওদূদী রহ. না হলে এ জাগরণ খুব সম্ভব আসতো না। কারণ আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সামনে মাওলানার সাহিত্যের কোনো বিকল্প নেই এবং তার গড়ে তোলা আন্দোলনেরও কোনো বিকল্প নেই। মাওলানা না হলে উপমহাদেশে হয়তো ইসলাম মসজিদ, মাদরাসা আর খানকার চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতো এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে গতিতে দীনের বহুমুখী কাজ হচ্ছে সেই কাজের ও গতি হতো যথেষ্ট মন্থর। অবশ্যই এই ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে।

পরিশেষে আল্লাহর রসূল সা.-এর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাই। আল্লাহর রসূল বলেছেন :

"প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের জন্য এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি উম্মতের মধ্যে দীনকে নতুন করে চালু করবেন। (আবু দাউদ)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বহুমুখী কাজকে সামনে রাখলে মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে তিনি দীনকে নতুন করে চালু করে গেছেন। এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভিন্নি মতের অবকাশ আছে। কিন্তু মাওলানার জীবন এবং তাঁর আন্দোলনকে আমি যতোটুকু বুঝতে পেরেছি এবং দেশে বিদেশে তাঁর কাজের যে ফলাফল দেখেছি তাতে এই ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

৭

# আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী রহ.*

আবদুস শহীদ নাসিম

## ১. পৃথিবীতে মানুষ ও ইসলামের আগমন

মহাবিশ্বের স্রষ্টা, পরিচালক ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের মালিক মহান আল্লাহ্ এক সময় মানুষ সৃষ্টি করে তাকে তাঁর মহা সাম্রাজ্যের অতীব ক্ষুদ্র একটি অংশ এই পৃথিবী নামক গ্রহের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার এবং পৃথিবীকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্যে তিনি তার জন্যে দীন বা জীবন-পদ্ধতিও পাঠিয়েছেন। তবে সেই সাথে তিনি তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতাও (freedom of choice) দিয়েছেন। এই স্বাধীনতা অনুযায়ী সে ইচ্ছা করলে তার স্রষ্টা ও মালিকের দেয়া দীন অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে, চলতে পারে মনগড়া পথে, তৈরি করে নিতে পারে স্বগত মতবাদ। মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ই জানেন– কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে তার অকল্যাণ আর ধ্বংস। তিনি আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.-এর মাধ্যমে মানুষের জন্যে ইসলাম নামক দীন বা জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়ে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই জীবন-পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়ে তার ভিত্তিতে জীবন যাপন করলেই তোমাদের পৃথিবীর জীবন হবে সুখ, শান্তি আর কল্যাণময়। মৃত্যুর পরের জীবন হবে সাফল্যমণ্ডিত আর সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত। ইসলামি জীবন পদ্ধতির মূল কথা হলো :

১. স্পষ্টজ্ঞান ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তাঁর দাসত্বের জীবন যাপন করা।

২. পরকালীন অনন্ত জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের জন্যে দুনিয়ার জীবনকে নিয়োজিত ও নিবেদিত করা।

---

* ১৯ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ

www.pathagar.com

৩. আল্লাহ্‌র কিতাব বা অহী এবং তাঁর নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নতে রসূলের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা।

আল্লাহ্ তা'আলা এই সঠিক ও সাফল্যের জীবন যাপন পদ্ধতিকে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া বাকি সমস্ত পথ মত ও মতবাদকে গুমরাহী ও ধ্বংসের পথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশ্বের সকল জনপদে আল্লাহ্ তা'আলা নবী রসূল পাঠিয়েছেন তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ্‌র আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তিনি–

১. আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা আল ইসলামকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করে গেছেন।

২. ইসলামের শান্তি কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন।

তাঁর পরে বিশ্ববাসীকে ইসলামের সুমহান কল্যাণময় আদর্শের দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উম্মত বা অনুসারীদের উপর অর্পণ করেন। জীবনের মিশন হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করা তাদের জন্যে অপরিহার্য করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"এভাবে আমি তোমাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছি একটি সর্বোত্তম সত্যপন্থী আদর্শিক দল হিসেবে, যাতে করে তোমরা বিশ্ববাসীর সামনে তোমাদের সত্য-সঠিক আদর্শের সাক্ষ্য প্রদান করো, আর আমার রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্য থাকে।" (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৪৩)

## ২. ইসলামী সমাজের বিস্তার ও জাহেলিয়াতের প্রবেশ

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন। এর আগে ১৩ বছর ধরে তিনি এ রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার উপযোগী লোক তৈরি করেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী শক্তিতে পরিণত হয়। স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল সা.-এর হাতে গড়া সাহাবায়ে কিরাম ইসলামের সাক্ষ্য বয়ে নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন দিক দিগন্তে। বিশ্বের এক বিশাল আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি খেলাফত। মানুষ দলে দলে এসে সমবেত হতে থাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে রসূলুল্লাহ সা. ইহকাল ত্যাগ করেন। তিনি ইসলামকে তাঁর অবিকলরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সকল

www.pathagar.com

প্রকার কার্য সম্পাদন করেন। তাঁর পরে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা.-এর ন্যায় আদর্শ নেতা ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনায় রসূলুল্লাহ সা. কে হুবহু অনুসরণ করেন। তাঁরা তাঁর কার্যধারাকে পরিপূর্ণতা দান করেন। অতপর হযরত উসমান রা. নেতৃত্ব লাভ করেন। তিনি প্রথম ক'বছর পূর্ববর্তী দুই খলিফার পদাংক অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁর খেলাফত কালের মাঝামাঝি থেকে জাহেলিয়াত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এর পরিণতিতে তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হয় নির্মমভাবে। তারপর হযরত আলী রা. খলিফা হন। দেখা দেয় প্রতিবিপ্লব। প্রতিবিপ্লবীরা প্রথম দুই খলিফার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। তারা সৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নবুয়্যতি আদর্শ থেকে দুরে সরে যায়। রাষ্ট্রের সর্বস্তরের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সেইসব লোকদের হাতে চলে যায়, যারা বিজিত হয়ে কিংবা ইসলামের বিজয় দেখে ইসলামে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় ইসলামি সমাজের উপর বিস্তার করে জাহেলিয়্যতের কালো ছায়া। এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সাইয়েদ মওদূদী রহ. বলেন :

"রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর জাহেলিয়্যত ক্যানসার ব্যাধির ন্যায় ধীরে ধীরে সমাজদেহে তার বাহু বিস্তার করতে থাকে। কেননা কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এখন ইসলামের পরিবর্তে তার হাতে ছিলো এবং রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার পর তার প্রভাবের অগ্রগতি রোধ করার ক্ষমতা ইসলামের ছিলো না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিলো এই যে, জাহেলিয়্যত উলঙ্গ ও আবরণ মুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি বরং সে এসেছিলো 'মুসলমান'-এর রূপ ধারণ করে। প্রকাশ্য নাস্তিক, মুশরিক বা কাফেরের মুখোমুখি হলে হয়তো মোকাবিলা করা সহজ হতো। কিন্তু সেখানে প্রথমেই ছিলো তৌহিদের স্বীকৃতি, রিসালাতের স্বীকৃতি, নামায ও রোযা সম্পাদন এবং কুরআন ও হাদিস থেকে যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ আর এসবেরই পেছনে জাহেলিয়্যত তার নিজের কাজ করে যাচ্ছিলো। একই বস্তুর মধ্যে ইসলাম ও জাহেলিয়্যতের সমাবেশ এমন কঠিন জটিলতা সৃষ্টি করে যে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করা হামেশাই প্রকাশ্য জাহেলিয়্যতের সঙ্গে মোকাবিলা করার চাইতে বেশি কঠিন প্রমাণিত হয়েছে। উলঙ্গ জাহেলিয়্যতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে লক্ষ লক্ষ মুজাহেদিন মাথায় কাফন বেঁধে সহযোগিতা করতে অগ্রসর হবে এবং কোনো মুসলমান প্রকাশ্যে জাহেলিয়্যতকে সমর্থন করতে পারবে না। কিন্তু এই মিশ্রিত জাহেলিয়্যতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে শুধু মুনাফিকরাই নয়, অনেক খাঁটি মুসলমানও তার সমর্থনে কোমর বেঁধে অগ্রসর হবে। শুধু তাই নয়, বরং ঐ জাহেলিয়্যতের সঙ্গে যুদ্ধকারীকে উল্টো দোষারোপ করা হবে।" (ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন)

www.pathagar.com

তখন থেকেই ক্রমান্বয়ে ইসলামি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে থাকে জাহেলিয়্যত। নতুন নতুন এলাকায় ইসলামের আগমন, নও মুসলিমদের ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও চরিত্র অর্জন না করা, শাসকদের ইসলামের প্রতি ঔদাসিন্য এবং এক শ্রেণীর উলামায়ে কিরামের আপোষকামীতার কারণে ইসলামে প্রবেশ করে নানান প্রকার জাহেলিয়্যত। সাইয়েদ মওদূদী রহ. এসব জাহেলিয়্যতকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো :

১. নিরেট বস্তুবাদী-ভোগবাদী জাহেলিয়্যত।

২. শিরক্ মিশ্রিত জাহেলিয়্যত।

৩. বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়্যত।

এই তিন প্রকার জাহেলিয়্যত ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করে ক্যান্সারের মতো।

নির্ভেজাল বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জাহেলিয়্যত মুসলমানদের রাষ্ট্র ও সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়। আমির-ওমরাহ, শাসকবর্গ, গভর্ণরবৃন্দ, সেনাবাহিনী ও সমাজের কর্তৃত্বশালী লোকদের জীবনে কম-বেশি নির্ভেজাল জাহেলিয়্যতের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার লাভ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নৈতিক বৃত্তি ও সামাজিকতাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়।

শিরক্ মিশ্রিত জাহেলিয়্যত জনগণের উপর হামলা করে তাদেরকে তৌহিদের পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহির অসংখ্য পথে নিক্ষিপ্ত করে দেয়। একমাত্র সুস্পষ্ট মূর্তিপূজা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি, নয়তো এমন কোনো ধরনের শিরক্ ছিলো না, যা 'মুসলমানদের' মধ্যে প্রচলিত হয়নি। পুরাতন জাহেলি মতবাদে বিশ্বাসী জাতিসমূহের যে সমস্ত লোক ইসলামের আওতায় প্রবেশ করে, তারা অনেকে শিরকের ধারণা ও মতবাদ নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এখানে তাদেরকে শুধু এতোটুকু কষ্ট করতে হয় যে, পুরাতন মাবুদগণের স্থলে তাদেরকে মুসলিম মনীষীদের মধ্য থেকে কতিপয় নতুন মাবুদ তালাশ করতে হয়। পুরাতন মঠ-মন্দিরের স্থলে আউলিয়া-দরবেশগণের সমাধির উপর সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ইবাদতের পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানের স্থলে নতুন আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করতে হয়। এ কাজে দুনিয়াদার আলেম সমাজ তাদেরকে বিপুলভাবে সাহায্য করে এবং শিরক্কে ইসলামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতো তা দূর করে দেয়। তারা অত্যন্ত দু:সাহসিকতার সঙ্গে কুরআনের আয়াত ও হাদিসের বাণী বিকৃত করে ইসলামে আউলিয়া পূজা ও কবর পূজার জন্যে স্থান সংকুলান করে। শিরকের কাজ করার জন্যে ইসলামের পরিভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে নেয়।

www.pathagar.com

বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়্যত ওলামা, মাশায়েখ, সুফী ও পরহেজগার লোকদের উপর হামলা করে। এ জাহেলিয়্যতের প্রভাবে মুসলিম সমাজে প্লেটোবাদী দর্শন, বৈরাগ্যবাদী চারিত্রিক আদর্শ এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে। রাজনীতিকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এ জীবন দর্শনটি শুধু সাহিত্য ও জ্ঞান সাধনাকেই প্রভাবিত করেনি বরং প্রকৃত পক্ষে সমাজের সৎ লোকদেরকে মরফিয়া ইনজেকশান দিয়ে স্থবিরত্বে পৌঁছে দেয়। সমগ্র দীনদারীকে কতিপয় বিশেষ ধর্ম-কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

## ৩. হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলাম ও জাহেলিয়্যত

হিজরি প্রথম শতাব্দীতেই এই উপমহাদেশ ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হয়। সম্মানিত সাহবায়ে কিরামের বরকতময় পদধূলি থেকেও এ উপমহাদেশ বঞ্চিত হয়নি। তবে এ উপমহাদেশে এমন সব বিজয়ী এবং দিক-বিজয়ীদের আগমন ঘটে, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলামে নব দীক্ষিত। তুর্কি ও মোগল বিজয়ীগণেরও এখানে আগমন ঘটে। তবে তাদেরও অধিকাংশই ছিলেন ইসলামে নবদীক্ষিত। সাধারণত তারা ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে ছিলো অনভিজ্ঞ। তাদের সেনাবাহিনীতে নওমুসলিমদের সংখ্যাই ছিলো অধিক। শিক্ষা দীক্ষার অবস্থা ছিলো আরো করুণ। খাইবার গিরিপথ দিয়ে এদেশে আগমনকারীদের অধিকাংশ লোকই ইসলাম সম্পর্কে ছিলো অজ্ঞ। একথা তিক্ত হলেও সত্য যে, এই রাজা-বাদশাহদের ব্যবহারিক জীবন ও রাজনৈতিক কর্মপন্থা ইসলাম সম্পর্কে এমন সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে দেয়, যা এক দীর্ঘ নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। সার কথা, এই উপমহাদেশের বিরাট একটি অংশে ইসলামের এমন সব পতাকাবাহী এসেছিলেন যারা নিজেরাই সঠিক ইসলামি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়া যতোটুকু তারা জানতেন সে অনুযায়ী আমল করতেন না। ফলে যে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র আকীদা-বিশ্বাস ও সর্বজনীন জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর বিজয়ী হবার জন্যে এসেছিলো, ভারত উপমহাদেশে এসে তা শিরক এবং জাহেলিয়্যতের স্তুপে ঢাকা পড়ে যায়। হিজায থেকে তাওহীদের যে অনাবিল স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিলো, গঙ্গা-যমুনা-মেঘনার মিলিত ধারা তাকে অস্বচ্ছ ও ঘোলাটে করে ফেলে। তাওহীদি আকীদা বিশ্বাস শিরকের সংমিশ্রণে বিবর্ণ হয়ে যায়। সত্য দীনের পরিচ্ছন্ন জীবন পদ্ধতি এখানে এসে জাহেলি রীতিনীতির স্পর্শে শিকার হয়ে পড়ে বহু ধরনের বিকৃতির।

## ৪. মুজাদ্দিদের জরুরত ও আগমন

ইসলামি সমাজে এসব জাহেলিয়্যতের অনুপ্রবেশের ফলে জরুরত দেখা দেয় ইসলামকে তার আসল স্বরূপে পুনরুজ্জীবিত করার। সে জন্যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়



www.pathagar.com

প্রতিটি যামানায় ইসলামি সমাজে এমনসব ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যাঁরা সর্বপ্রকার জাহেলিয়্যতের উচ্ছেদ সাধন করে ইসলামকে তার প্রকৃত রূপে পুনরুজ্জীবিত করার প্রাণান্তকর আন্দোলন করেন। এ ধরনের মুজাদ্দিদগণের আগমন সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. ভবিষ্যত বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

(أبو داود)

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্যে এমনসব ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা উম্মতের জন্যে দীনকে পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবেন। (আবু দাউদ : আবু হুরাইরা রা.)

আলহামদুলিল্লাহ রসূলুল্লাহ সা.-এর ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক শতাব্দীতে ইসলামি উম্মাহর মধ্যে এমনসব ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটতে থাকে যারা দীনকে সর্বপ্রকার জাহেলিয়্যতের কলুষতা থেকে মুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ করে গেছেন।

হুসাইন ইবনে আলী রা. উমর ইবনে আবদুল আযীয, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, মালিক ইবনে আনাস, নুমান বিন সাবিত, আহমদ ইবনে হাম্বল, হাসান বসরী, শাফেয়ী, গাজ্জালি, ইবনে তাইমিয়া, শায়খ আহমদ সরহিন্দী, শাহ অলি উল্লাহ দেহলভী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রাহেমাহুল্লাহ-এঁরা সকলেই বিভিন্ন যুগে দীনের পুনরুজ্জীবনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।

## ৫. আধুনিক বিশ্ব ও আধুনিক জাহেলিয়্যত

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় আধুনিক বিশ্বের। তখন থেকে সর্বগ্রাসী এক আধুনিক সভ্যতা গ্রাস করে চলে আধুনিক বিশ্বকে। এই আধুনিক সভ্যতার বড় বড় স্তম্ভগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. বস্তুবাদ ও ভোগবাদ।
২. ধর্মহীন বস্তুবাদ নামক কুমাতার গর্ভজাত :
    ক. পুঁজিবাদ,
    খ. সমাজতন্ত্র,
    গ. ফ্রয়োডীয় যৌনবাদ।
৩. ধর্মদ্রোহিতাবাদ।
৪. সেক্যুলারিজম অর্থাৎ ধর্মহীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।
৫. জাতি পূজার জাতীয়তাবাদ।

www.pathagar.com

৬. গণসার্বভৌমত্বের গণতন্ত্র।
৮. ধর্মান্ধতাবাদ তথা ইহুদিবাদ ও ব্রাহ্মন্যবাদ। এবং সেই সাথে ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারের মতো ইসলামের ছদ্মবেশী।
৯. শিরক মিশ্রিত জাহেলিয়্যত।
১০. পলায়নমুখী বৈরাগ্যবাদ এবং
১১. বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠানবাদ।

আধুনিক সভ্যতার নামে এ সব আধুনিক জাহেলিয়্যত বিগত দেড় শতাব্দী যাবত বিশ্বকে এক ভয়ংকর নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই আধুনিক জাহেলিয়্যত বিশ্বগ্রাসী হবার কারণে সে সবচেয়ে বড় আঘাত হানে ইসলামি আকীদা বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজ ব্যবস্থার উপর।

মূলত আধুনিক জাহিলিয়্যতের উপাদানসমূহ আধুনিক সভ্যতার বাহকদের প্রভুর (Lord) আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। এর বাহকরা এসব উপাদানের দাসত্ব করে চলেছে। এজন্যে মুহাম্মদ কুতুব আধুনিক সভ্যতার উপাদান সমূহকে False gods of twentieth century বলে অভিহিত করেছেন।

## ৬. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন

আলহামদুলিল্লাহ আধুনিক বিশ্বে প্রবল ইসলামি পুনর্জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আলজিরিয়া, মরক্কো, সুদান, মিশর, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সৌদী আরব, জর্ডান, ইয়েমেন, মরক্কো, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সহ দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও বেশি কোথাও কম। এই জাগরণ কোথাও স্রোত সৃষ্টি করতে পেরেছে কোথাও স্রোত সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করছে। ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও মাদরাসার মধ্যেই এখন আর সীমাবদ্ধ নয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও আজ সে নিজ স্থান দখল করে নিচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইখওয়ানুল মুসলেমুন, তিউনিসিয়ায় আল নাহদা, আলজিরিয়ায় ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট, সুদানে হারাকাহ আল ইসলামি, তুরস্কে নুরুসি আন্দোলন ও জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, হিমালয়ান উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামী, মালয়েশিয়ায় পার্টি ইসলাম বা PAS এবং ABIM. ইন্দোনেশিয়ায় আল মাজলিস লিদ্দাওয়াহ আল ইসলামিয়া এবং নাহদাতুল উলামা ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও আজ জেগে উঠেছে মুসলমানরা। ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে তারাও গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সংগঠন। যেমন ইউরোপ আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন

www.pathagar.com

অব আমেরিকা এন্ড কানাডা, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা, ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা, ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ, ইউ. কে. ইসলামিক মিশন, দাওয়াতুল ইসলাম যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ড, ইউরোপের প্রায় সকল দেশে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট ইসলামিক সোসাইটি (FOSIS) ইন ইউ. কে. এন্ড আয়ারল্যান্ড, ইয়ং মুসলিম অর্গেনাইজেশন প্রভৃতি। এসব সংগঠন ছাড়াও স্থানীয়ভাবে এলাকা ভিত্তিক অসংখ্য ইসলামি সংস্থা গড়ে উঠেছে যারা বিভিন্ন স্থানে মসজিদ মাদরাসা ও ইসলামিক সেন্টার কায়েম করে পাশ্চাত্যে ইসলামের প্রদীপ প্রজ্জলিত করে চলছে।

আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রকার মিথ্যা খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে একালেও আবির্ভাব ঘটেছে অনেক ইসলামি মনীষী ও মুজাদ্দিদের। এঁদের মধ্যে তিনজন -এর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী এবং সুদূর প্রসারী। তাঁরা হলেন :

১. বদীউয যামান সাঈদ নুরসী (১৮৭৭-১৯৬০) তুরস্কে।

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯) হিমালয়ান উপমহাদেশে।

৩. শায়খ হাসান আল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) মিশর তথা মধ্যপ্রাচ্যে।

আধুনিক জাহেলিয়্যতের সয়লাবে মুসলিম খিলাফতের পতাকা সর্বশেষ যে দেশ থেকে ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিলো– তা ছিলো তুরস্ক। খিলাফতের পতাকা পতিত হবার কিছু পূর্ব থেকেই তুরস্কের ঘুনে ধরা মুসলিম সমাজে সাঈদ নুরসী ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন শুরু করেন। এর মধ্যে মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের ধর্মহীন– সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইসলামের বীর মুজাহিদ নুরসী শত রকম জেল যুলুম-এর শিকার হয়েও ইসলামি পুনর্জাগরণের কাজ চালিয়ে যান বীরদর্পে। সারাদেশে তিনি তাঁর ইসলামি পুনর্জাগরণ-এর মুখপত্র 'রিসালা-ই নূরের' পাঠচক্র চালু করেন ব্যাপকভাবে। যুবকরা এ পাঠচক্রে জড়িত হয় দলে দলে। ফলে আধুনিক সেক্যুলার তুরস্কে পুনরায় কুরআনের মর্মবাণী বুকে ধারণ করে জেগে উঠে যুবসমাজ। সৃষ্টি হয় ইসলামি পুনর্জাগরণ।

আধুনিক জাহেলিয়্যতে ভেসে যাওয়া মিশরে আল্লাহ্‌র কলেমা বুলন্দ করার নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান শায়খ হাসানুল বান্না। সর্বপ্রকার আধুনিক জাহেলিয়্যতের মোকাবেলা করে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যে তিনি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইখওয়ানু মুসলেমুন বা মুসলিম ব্রাদারহুড। তাঁর আকর্ষণীয় দাওয়াতের প্রভাবে যুবকরা দলে দলে এসে সংঘবদ্ধ হয় ইখওয়ানের ছায়াতলে। প্রশিক্ষিত যুবকরা ছড়িয়ে পড়ে সারা মিশরে, সারা মধ্যপ্রাচ্যে।

www.pathagar.com

অবশ্য জ'হেলিয়্যতের ধারক বাহকরা তাদের মরণ আঘাত হানার চেষ্টা করে ইখওয়ানের উপর। ফলে হাসানুল বান্না, আবদুল কাদের আওদাও এবং সাইয়েদ কুতুবের মতো নেতৃবৃন্দকে বরণ করতে হয় শাহাদাত। হাজার হাজার নেতা কর্মীর বরণ করতে হয় জেল-যুলুম-নির্বাসন। কিন্তু কোনো কিছুই দমাতে পারেনি ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের এই অদম্য কাফেলাকে। আজ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের

অস্তিত্বের মতোই ইখওয়ান মধ্যপ্রাচ্যের এক ইমার্জিং ইসলামি আন্দোলন। ইখওয়ানের এই অদম্য প্রচেষ্টার ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

## ৭. 'একক বিশ্বব্যবস্থা' ও 'সভ্যতার সংঘাতে'র নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

গত শতাব্দীর শেষভাগে অনুষ্ঠিত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখন মুসলিম বিশ্বকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যায় 'খল-চরিত্র' হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 'লাল অপশক্তি'র অবর্তমানে তারা এখন ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনসমূহের অদম্য অগ্রযাত্রা দেখে মুসলিম বিশ্বকে নতুন 'সবুজ অপশক্তি' বলে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। Samuel P-Huntington-এর The Clash of Civilization এবং Francis Fukuyama-র The End of History-তে এ ধরনেরই আভাস পাওয়া যায়। ঘোরতর শঙ্কার ব্যাপার হলো, বিশ্ব এখন আরেকটা রেখা বরাবর দু'ভাগে বিভক্ত হতে যাচ্ছে বা হয়ে গেছে। একপক্ষে রয়েছে অবিশ্বাসীদের ফ্রন্ট আর অপরপক্ষে রয়েছে বিশ্বাসীদের দল বা ইসলামি বিশ্ব। ইসলামি বিশ্ব ছাড়া আর কারোই New World Order বা একক বিশ্বব্যবস্থায় একীভূত হতে মূলত তেমন কোনো আপত্তি নেই, আপত্তির কারণও নেই। আর এতে মুসলিম বিশ্বেরও কেবল সেই লোকদেরই আপত্তি, যারা সত্যিকার মুসলিম থাকতে চায়। জার্মান মুসলিম চিন্তাবিদ Dr. Murad Hofmann-এর মতে, New World Order বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা'র অনুসারীদের কালচার বা আচরণে এক ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকবে। আর তা হলো, তারা সবাই CNN দেখবে, হ্যামবার্গার খাবে, Coca Cola পান করবে, জিন্স পরিধান করবে, Marlboro সিগারেট টানবে, Bauhaus আকারের অট্টালিকায় বাস করবে, (আদি ধর্মবিশ্বাস যাই থাকনা কেন) রবিবাসরীয় গীর্জার প্রার্থনা সভায়ও যাবে।

'নতুন বিশ্বব্যবস্থা'র ধারকদের মতে, এভাবেই সারা বিশ্ব একই ধরনের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং সামাজিক রীতি-নীতির ভিত্তিতে তাদের 'নতুন বিশ্বব্যবস্থায়' একীভূত হয়ে যাবে। তাদের মতে তাদের এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার সব রীতি-নীতিই হবে পশ্চিমা মূল্যবোধ ভিত্তিক। অ-পশ্চিমা জনগোষ্ঠির রীতি-

www.pathagar.com

নীতি বা সভ্যতাসমূহ দ্রবীভূত হয়ে যাবে শক্তিশালী, সর্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে।

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সারা বিশ্বে ইসলামের নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। জাগরণ সৃষ্টি হয় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয় পুরুষ-নারী ও যুবক-যুবতীদের মাঝে। এরি মধ্যে মুসলিম দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামের পক্ষে সৃষ্টি হয়েছে আন্দোলন, সংগঠন। কোনো কোনো দেশে সৃষ্টি হয়েছে বিপ্লব। ইসলামের শান্তিময় সুমহান আদর্শের ঢেউ লেগেছে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও। ফলে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠি তাদের পতনমুখী ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে। ইসলামি জাগরণকে ঠেকাবার জন্যে তারা মরিয়া হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক অস্ত্র। সেই সাথে জীবাণু অস্ত্রের মতো আরেকটি মারাত্মক অস্ত্রও তারা ব্যবহার করছে। তা হচ্ছে অপপ্রচারের অস্ত্র বা তথ্য সন্ত্রাস। তারা ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করছে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায়। এই তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে একদিকে তারা ইসলামকে মৌলবাদ এবং ইসলাম পন্থীদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে চলেছে। অপরদিকে ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করার জন্যে নিয়োগ করেছে অসংখ্য দালাল, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ।

এর সাথে যেসব মুসলিম দেশে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন অগ্রসরমান এবং যেসব দেশে ইসলাম ক্ষমতার কাছাকাছি উপনীত হয়েছে, তাদের প্রতিহিংসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে তারা সেসব দেশের প্রতি।

সুদান, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, সোমালিয়া, মরক্কো, পাকিস্তান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ সহ যেসব দেশে কিছুটা হলেও ইসলামি শিক্ষা চালু রয়েছে, ইসলামি আইন চালু হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে, ইসলামের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে– এসব দেশকে তারা সন্ত্রাসী দেশ কিংবা সন্ত্রাসের উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করছে। এসব দেশকে তারা ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নিয়েছে। এসব দেশের উপর বিভিন্ন অযৌক্তিক শর্তারোপ করে তারা অর্থ, বাণিজ্য ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। ইতোমধ্যে তারা অপ্রমাণিত ও অযৌক্তিক ছুতোনাতায় আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর বর্বর হামলা চালিয়ে দেশ দু'টিকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে তারা তাদের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অফিস খুলে এবং সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করে মুসলিম দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

তাদের টারগেট হলো মুসলিম দেশগুলোতে তাদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তার করে সেগুলোকে তাদের নতুন বিশ্বব্যবস্থার সাথে দ্রবীভূত করা

www.pathagar.com

কিংবা অনুগত করে রাখা। আর তাদের এই স্বার্থ ও আধিপত্যের জন্যে সবচেয়ে বড় হুমকি হলো ইসলামের উত্থান এবং ইসলামি পুনর্জাগরণ। তাই তাদের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো, ইসলামি পুনর্জাগরণের পতাকাবাহী দেশ, দল ও ব্যক্তিবর্গ।

## ৮. হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন

সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে হিমালয়ান উপমহাদেশে তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন মুজাদ্দিদের সংস্কার আন্দোলনও অবশ্যি পর্যালোচনায় আনা প্রয়োজন। তাঁর এবং তাঁর পূর্ববর্তী এই তিন মুজাদ্দিদের সময়কাল হলো :

১. শায়খ আহমদ বা মুজাদ্দেদে আলফে সানী রহ. (১৫৬৩-১৬২৪ ঈসায়ী)।
২. শাহ অলী উল্লাহ দেহলভী রহ. (১৭০৩-১৭৬৩ ঈসায়ী)।
৩. সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী রহ. (১৭৮৬-১৮৩১ ঈসায়ী)।
৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. (১৯০৩-১৯৭০ ঈসায়ী)

এই চার মনীষীর সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শায়খ সরহিন্দীর জন্ম এবং শাহ সাহেবের মৃত্যুর মাঝখানের সময়কাল পুরোপুরি দুই শতাব্দী। তারপর শাহ সাহেবের জন্মের পূর্ণ দুই শতাব্দী পর জন্মগ্রহণ করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। এদিকে সাইয়েদ ব্রেলভী শাহাদাত বরণ করেন ১৮৩১ ঈসায়ীতে। অপরদিকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সূচনা করেন এর পূর্ণ এক শতাব্দী পর ১৯৩১ ঈসায়ীতে।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কোনো শতাব্দীতেই এই উপমহাদেশকে দীনের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এবং পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখেননি।

১৭০৩ সালে শাহ অলী উল্লাহ দেহলভী রহ.-এর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত উপমহাদেশে শায়খ সরহিন্দীর সংস্কার কাজের প্রভাব বিরাজ করছিল এবং অবশেষে যখন সে প্রভাব বিলীন হবার উপক্রম হয়, তখন শাহ সাহেব তাঁর সংস্কার কাজ আরম্ভ করেন।

১৯৩১ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা আরম্ভ করার পূর্ববর্তী প্রায় দুইশত বছর এই উপমহাদেশে মূলত কমবেশি শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর চিন্তাধারার প্রভাবাধীন পুনরুজ্জীবন কার্যক্রমই চলছিলো। এক্ষেত্রে একথাও উল্লেখ্য যে, সাইয়েদ ব্রেলভী রহ. মূলত শাহ সাহেবের চিন্তাধারা ও তরিকা দ্বারাই প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৩১ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর মাধ্যমে শুরু হয় এ উপমহাদেশে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নবযাত্রা, যা আমাদের সময়কালে ধারণ করেছে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক রূপ।

www.pathagar.com

## ৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর পূর্ববর্তী তিন মুজাদ্দিদের কর্মধারার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর পূর্ববর্তী তিন মহান মুজাদ্দিদ শায়খ আহমদ, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ এবং সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী রাহেমাহুমুল্লাহ এই উপমহাদেশে তাজদিদের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পরও তাঁদের পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার কয়েকটি কমতি লক্ষণীয়।

১. তাসাউফ তথা পীরি-মুরিদী তরিকা থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেননি। এ তরিকার মধ্যে যেসব ত্রুটি ঢোকে পড়েছিলো তাঁরা সেগুলো সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। এ তরিকা এবং এ তরিকার পরিভাষাসমূহ বর্জন করে খালিস কুরআন সুন্নাহ তথা রসূলে আকরাম সা. ও সাহাবায়ে কিরামের তরিকা ও পরিভাষা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে যে সুফীবাদ মুসলমানদের থেকে ইসলামের মূল সঞ্জীবনী শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের করে ফেলেছিলো নির্জীব, তাঁরা মুসলিম জনগণকে তা থেকে মুক্ত করে, পুনরায় সেই তাসাউফেরই 'নির্ভেজাল বড়ি' খেতে নসীহত করেন। এটা ছিলো মূলত ডায়বেটিস রোগীদের 'হালাল নির্ভেজাল চিনি' খাওয়ার নসীহত করার মতোই ধ্বংসাত্মক।

ফলে তাদের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের কাজ মুসলমানদের উপর ঘুম পাড়ানির গানের মতোই নির্জীব ক্রিয়া করে। শহীদাইনে বালাকোট তাঁদের জীবদ্দশায় মুসলমানদের মধ্যে যে জিহাদী জযবা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের শাহাদাতের পর তাদের অনুসারীরা তাঁদের প্রদর্শিত সেই নির্ভেজাল তাসাউফের পথ ধরে ঝিমিয়ে পড়েন। ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় পুনর্জাগরণ আন্দোলন।

২. সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী রহ. এবং তাঁর সঙ্গী সাথিরা বাহির থেকে গিয়ে সীমান্ত এলাকায় খেলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে জিহাদ শুরু করেন এবং কিছু কিছু এলাকা দখল করে খিলাফত কায়েমের ঘোষণা প্রদান করেন। অথচ যেসব এলাকায় তাঁরা খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং যাদের উপর আল্লাহ্‌র আইন জারি করার দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন, পূর্ব থেকে তারা এর জন্যে তাদের মনমানসিকতা তৈরি করেননি, খিলাফতের বোঝা বহনের প্রশিক্ষণ তাদের দেননি। ঐ এলাকার লোকেরা মুসলমান ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি তাদের জযবাও ছিলো, কিন্তু খিলাফতের বোঝা বহনের জন্যে যে ধরনের মানসিক, নৈতিক ও কর্মকৌশলগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, তাদেরকে সে প্রশিক্ষণ না দিয়েই তাঁরা তাদের মাঝে খিলাফত কায়েমের লড়াইতে অবতীর্ণ হন। ফলে এর ক্ষণভংগুর পরিণতি ছিলো একেবারেই স্বাভাবিক।

৩. যে যুগে সাইয়েদ শহীদ সীমান্ত এলাকায় খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সে যুগে ইউরোপে গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। শিল্প, বাণিজ্য,

www.pathagar.com

অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা এতোটা উন্নতি ও দক্ষতা অর্জন করেছিলো যে, শায়খ সাইয়েদের সাথিগণ চরিত্র ও আমলের দিক থেকে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের প্রায় সমপর্যায়ে পৌছা সত্ত্বেও বৈষয়িক ও পার্থিব যোগ্যতা দক্ষতার দিক থেকে ছিলেন প্রতিপক্ষের চেয়ে বহুগুণে পিছিয়ে। ফলে ইংরেজদের আক্রমণের মুখে ঈমানী বলে শাহাদাতের জযবা প্রদর্শন ছাড়া পার্থিব প্রতিরক্ষা ও সাফল্য অর্জনের কোনো সম্ভাবনাই তাঁদের ছিলনা। বৈষয়িক যোগ্যতা-দক্ষতার এই বিরাট শূন্যতার ফলে অবশেষে অঙ্কুরেই উৎপাটিত হয়ে যায় সীমান্তের ইসলামি খিলাফতের শিকড়।

## ১০. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নকীব

অবশেষে মুজাদ্দেদে আলফে সানি, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী এবং সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী রাহেমাহুমুল্লাহর সংস্কার কর্মের প্রভাব ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আধুনিক জাহিলিয়্যত সমূহ এবং শিরক, বিদ'আত ও ইসলামের অপূর্ণাংগ ভাবধারা হিমালয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের চিন্তাধারাকে চরমভাবে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করে নেয়। এই বিশাল ভুখণ্ডের দিকভ্রান্ত মুসলমানদের সঠিক পথ দেখাবার জন্যে এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ আবির্ভাব ঘটে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর শাহাদাতের একশত বছর পর ১৯৩১ সাল থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. সূচনা করেন তাঁর বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলন। তিনি তাঁর বিপ্লবী সংস্কার কর্মের প্রসার ঘটান বিপুল সংখ্যক সাহিত্য রচনা, সংগঠন কায়েম এবং কুরআন মজিদের তাফসির লেখার মাধ্যমে। আধুনিক ধর্মদ্রোহী বস্তুবাদী জাহিলিয়্যত সমূহ এবং ধর্মের ছদ্মবেশী শিরক, বিদ'আত ও বৈরাগ্যবাদী জাহিলিয়্যত সমূহকে তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও অকাট্য দলিল প্রমানের সাহায্যে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়েন। এগুলোকে তিনি একেবারেই অবাস্তব, অকার্যকর, অকল্যাণকর, ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক প্রমাণ করে ছাড়েন। পক্ষান্তরে কুরআন সুন্নাহর নির্ভেজাল জ্ঞান আহরণ ও অনুসরণের জন্যে মুসলিম উম্মাহর বিবেকের প্রতি হৃদয়স্পর্শী আহ্বান জানান। ফলে জেগে উঠে সুপ্ত হয়ে থাকা ঈমান। ইসলামকে আঁকড়ে ধরা ও বিজয়ী করার জন্যে জেগে উঠে শিক্ষিত সমাজ। জেগে উঠে ছাত্র ও যুব সমাজ। জেগে উঠে বুদ্ধিজীবি সমাজ, আলেম সমাজ। জেগে উঠে নারী, জেগে উঠে সর্বাস্তরের মুসলিম। তাঁর ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ঢেউ উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে খরতপ্ত জৈষ্ঠ্যের বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছে আজ সারা ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে। বর্ষিত হচ্ছে মস্কো, বেইজিং, সিউল, টোকিও, ক্যানবেরা, ক্যাপ্টাউনে। তাই আধুনিক বিশ্বে ইসলামি রেনেসাঁর নকীব তিনি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.।

www.pathagar.com

## ১১. আধুনিক যুগ মানসে আবেদন সৃষ্টিকারী তাফসির গ্রন্থ প্রণয়ন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর এক অনন্য অবদান তাঁর প্রণীত তাফসির গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. মূলত আল কুরআন এবং কুরআন প্রদত্ত সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থাকেই মানব জীবনের সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান মনে করেন। কুরআন সম্পর্কে তাঁর অবিস্মরণী অনুভূতি হলো :

"I have studied a large number of books, particularly in the days of my early gropings in the dark (Jahiliah). It would not be an exaggeration to submit that I have tried to imbibe quite a library-books dealing with philosophy-old and new, science (natural and social), economics, politics and what not. But when I studied the Qur'an with the eyes of my soul it opened up a new world before me. The spell of all that I had read in my age of gropings was cast asunder. Then only, I relized that now I have had access to the roots of knowledge, and the world of reality; Kant, Nietzsche, Hegel Marx and other secular thinkers began to look like pygmies. In fact, I began to pity them, for they could not resolve issues, despite grappling with them throughout their life and producing thereon-huge volumes. The Qur'an has resolved these in a few words. This Book alone is my true benefactor. It has changed me altogether. It has transformed the animal in me into a human. It has conducted me from darkness into light. It has endowed me with a beacon, which illumines every dismal corner of life into which I now venture to move. Now reality glows before my eyes without any mask. The key that can open every locked door is called a 'Master-key'. So to me, the Qur'an constitutes the master key, which resolves every problem of human life. It has opened up for me glorious avenues of life and progress. Words fail me to thank the Lord, Allah, subhannahu wata'ala, Who bestowed upon us this Blessed Book.

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তাফসির গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছে। শুধুমাত্র ভারতেই গ্রন্থটি ছয়টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায় দুটি অনুবাদ হয়েছে সাধু ও চলতি

www.pathagar.com

বাংলায়। ইংরেজি ভাষায়ও দু'টি অনুবাদ হয়েছে। রুশ, জার্মান, ফরাসি, স্পেনিশ, চাইনীজ সহ বিশ্বের প্রায় সব বড় বড় ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইউ. কে. ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর খুরশিদ আহমদ বলেন :

"The uniqueness of Tafhim lies in the fact that it looks upon the Qur'an as a book of guidance (hidayah). There is no denying that the Qur'an does deal with aspects of history, geography, socioeco-nomic relations, natural phenomena, etc., but it is not primarily concerned with any of these subject areas. It is a masterpiece of higher literature, but it is not meant to be used as a mere piece of literature. As such, the Qur'an has been approached as the main-spring for guidence, destined to play a decisive role in the reconstruction of thought and action, of institutions and society; as was the case when it was revealed to the Prophet Muhammad (peace be on him)."

"Sayyid Mawdudi also emphasizes that the Qur'an is a book of a movement. It presents a message, invites the whole human race to a view a reality and society, organies those who respond to this call into an idealogical community and enjoyes upon this community the necessity to strive for the socio-moral reconstruction of humanity, both individually and collectively. The Qur'an wants to produce a universal ideological movement and constiutes a guide-book for this movement." (তাফহীমুল কুরআন ইংরেজি সংস্করনের ভূমিকা)

### ১২. দেড় শতাধিক গ্রন্থ রচনা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর আরেক অসাধারণ অবদান হলো তাঁর প্রণীত দেড় শতাধিক গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন, কুরআন, সুন্নাহ, ব্যক্তি গঠন, দাম্পত্য জীবন, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইন, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, ব্যাংক ব্যবস্থা, ইতিহাস, আন্দোলন, সংগঠন ও প্রশিক্ষণ সহ মানবজীবনের প্রায় সকল বিষয়ে আধুনিক যুগমানস উপযোগী করে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের অকাট্য জবাব দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাবলী ডজন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থ শতাধিক ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায় এযাবত তাঁর ১৪৫টি গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছে।

www.pathagar.com

তাঁর গ্রন্থাবলী সারা বিশ্বের সব দেশের মুসলমানদের এবং বিশেষ করে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন সমূহের পাঠ্যবই।

### ১৩. আন্দোলন পরিচালনার জন্যে মজবুত সংগঠন প্রতিষ্ঠা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন অনন্য সাধারণ অন্তরদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক বিশ্বে ইসলামের সংস্কার ও বিজয়ের কাজ একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় এবং একব্যক্তির জীবনকালেই এ কাজের পূর্ণতা সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন আধুনিককালের উপযোগী এক মজবুত পরিপাটি সংগঠন বা জামায়াত। প্রয়োজন এমন একটি জামাত, যার নেতা থেকে কর্মী পর্যন্ত পুরো জনশক্তি হবে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী। তারা হবে এমন প্রশিক্ষিত জনশক্তি, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইসলামের বিজয় ছাড়া যাদের জীবনে অন্য কোনো স্বপ্ন থাকবেনা। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার জালেহিয়্যতের মোকাবেলায় জান মালের সর্বোচ্চ কুরবানী দিতেও যারা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেনা। এই সুদূর প্রসারী চিন্তা অনুযায়ী ১৯৩১ সালে সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করার দশবছর পর ১৯৪১ সালে তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত লোকদের নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর স্বপ্নের সেই সংগঠন, জামায়াতে ইসলামী। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের বাহক জামায়াত ইসলামী আজ শুধু উপমহাদেশের সবগুলো দেশে দুর্জয় বিকাশমান সংগঠনই নয়, বরং সেই সাথে সারা বিশ্বের সবদেশেই এই সংগঠন ও তার গড়া জনশক্তি বিতরণ করে চলছে ইসলামের অনাবিল আলোকরশ্মি।

### ১৪. আধুনিক বিশ্বে ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব

আজ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামকে সঠিকভাবে জানার, মানার ও প্রতিষ্ঠিত করার যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এ জাগরণের বাস্তব পরিস্থিতি (Objective Situation) সৃষ্টিতে প্রাণশক্তি যুগিয়েছে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর সংস্কার মূলক চিন্তাধারা। তাঁর তাফসির ও সাহিত্য ভাণ্ডার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন ও সংগঠন। তাঁর এই মৌলিক কার্যাবলী ও কর্মধারার মাধ্যমে তিনি মানুষের চিন্তা ও চরিত্রের জগতে তথা সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ধরনের কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি এবং যে অনন্য সাধারণ সংস্কার ও বিপ্লব সাধন করেছেন তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

**১. সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র :** সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. রাজনীতিতে মানবজীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। খেলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর মুসলমানদের মধ্যেও আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব বিষয়ে চিন্তার চরম অধপতন ঘটে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

www.pathagar.com

রহ. কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলিল দিয়ে ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব যে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি ছাড়া আর কেউই যে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারেনা, সে ধারণা পুনরায় ইসলামি উম্মতের ধ্যান-ধারণায় বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।

**২. ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা :** সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর আগমনের সময় পর্যন্ত এসে দেখা যায় স্বয়ং মুসলমানরাই ইসলামকে বিভিন্ন ভাগে খণ্ড বিখণ্ড করে সাত অন্ধের হাতি দেখার মতো একেবারে সংকীর্ণ করে ফেলেছিল। আংশিক আংশিক ইসলাম নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিলো। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে পুনরায় অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে মানব সমাজের সম্মুখে দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে তুলে ধরেন। তাঁর অসাধারণ সংস্কার চিন্তা ও বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে 'ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা' এই ধারণা তিনি পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

**৩. দাবি নয়, কাজ করলেই মুসলমান থাকা যায় :** বহুকালের গাফলতীর কারণে মুসলিম সমাজে এই ধারণা জন্ম নেয় যে, ইসলাম পালন করা হোক বা না হোক মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলিল দিয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাধারা থেকে এই ভ্রান্ত ধারণা মুছে দেন। তিনি এই প্রকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, দাবি নয়, কেবল নির্ভেজাল ঈমান এবং তার ভিত্তিতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলমান থাকা যায়।

**৪. দীন বিজিত থাকার জন্যে নয়, বিজয়ী হবার জন্যে এসেছে :** আল্লাহ্‌র দীন ইসলাম মানুষের মনগড়া বিধান ও মতবাদের অধীনে থাকার জন্যে আসেনি। মুসলিম উম্মাহর উপর আল্লাহ্ পাক তাঁর দীনকে বিজয়ী করা ও বিজয়ী রাখার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অথচ বহু শতাব্দী থেকে উম্মত তাদের সে দায়িত্বের ব্যাপারে গাফিল হয়েছিল। বরং তারা তাদের সেই গুরুদায়িত্বের কথা ভুলেই বসেছিল। বাতিল ব্যবস্থার অধীনে দীন-ধর্ম যতোটুকু পালন করা যায় ততোটুকুতেই তারা বহুকাল থেকে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হয়ে বসেছিল। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তাঁর বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বদ্ধ বিবেকের দুয়ার খুলে দেন। তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেন, আল্লাহ্‌র দীন বিজিত থাকার জন্যে নয়, বিজয়ী হবার জন্যে এসেছে। তাঁর প্রচেষ্টায় আজ মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার জন্যে অদম্য আন্দোলনে শরীক হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

**৫. জামাতী যিন্দেগী ফরয :** তিনি মুসলমানদের মধ্যে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করা, বিজয়ী রাখা এবং শক্তিশালী উম্মত গঠন করার জন্যে মুসলমানদের জামাতবদ্ধ থাকা ফরয।

**৬. সংগঠন ও আন্দোলন সৃষ্টি :** সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. মুসলমানদের চিন্তার জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে নিজেই প্রত্যয়দীপ্ত মুসলিমদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন মজবুত সংগঠন ও আন্দোলন।

**৭. মানব রচিত মতবাদ সমূহের বিনাশী চেহারা উন্মোচন :** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণসার্বভৌমত্বের গণতন্ত্র, জাতি পূজার জাতীয়তাবাদ, বস্তুবাদ, ভোগবাদ, পুজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, যৌনবাদ, সংশয়বাদ এবং বৈরাগ্যবাদসহ মানব রচিত সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদসমূহের কুফরি চেহারা তিনি একেবারে উন্মোচিত বিবস্ত্র করে রেখে দিয়েছেন।

**৮. ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা প্রতিষ্ঠা :** বহু শতাব্দী থেকে আলেম উলামা, পীর-মাশায়েখ ও মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে এই ধারণাই তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামের কোনো স্বতন্ত্র অর্থনীতি আছে। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কথাতো তারা চিন্তাই করেননি। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত তাঁর তরজমানুল কুরআন পত্রিকার মাধ্যমে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা পেশ করেন। এতে করে মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেমদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হয়ে যায়। এরি সুত্র ধরে প্রথমে মিশরে এবং পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে। তাহলো : Modern Islamic Banking was conceived in Hyderabad and born in Egypt.

৯. ইসলামে রাজনীতি হারাম নয়, বরং ফরয, তিনি এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১০. দীন মুক্ত দুনিয়ার ধারণা তিনি নিরসন করেছেন।

১১. ব্যক্তিদেরকে নয়, আল্লাহ্‌র রসূলকে অনুসরণ করার ধারণা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

১২. তিনি কাদিয়ানী মতবাদের কুফরি চেহারা উন্মোচন করে পরিষ্কারভাবে তার অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

১৩. হাদিস ও সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত দর্শনের ঢাকনা তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

১৪. নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দীন কায়েমের আন্দোলন পরিচালনার ধারণা সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

১৫. আল্লাহ্‌র আইন প্রবর্তনের শ্লোগান জনপ্রিয় করেছেন।
১৬. তাকওয়া পরহেযগারীর সঠিক ধারণা ও আত্মশুদ্ধির নবুয়্যতী পদ্ধতি চালু করেছেন।
১৭. রসূল সা.-এর পদ্ধতিতে আন্দোলনের উপযোগী লোক তৈরির প্রক্রিয়া চালু করেছেন।
১৮. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সততা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপনের উপযুক্ত নেতৃবৃন্দ তৈরি করেছেন।
১৯. দলের অভ্যন্তরে তাকওয়া ভিত্তিক সৎ নেতৃত্ব ও নির্বাচনী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।
২০. দীনদারির ভিত্তিতে মিষ্টার ও মাওলানার মধ্যে ব্যবধান নিরসন করেছেন।
২১. দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে মজবুত সংগঠন ও আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন।
২২. নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রীসহ সর্বমহলে ইসলামি আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন।
২৩. কুরআন বুঝা ও মানার ধারণা ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।
২৪. সঠিক পর্দা প্রথার প্রচলনে নারী পুরুষকে উদ্যোগী করেছেন।
২৫. আদর্শ ইসলামি পরিবার সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করছেন।
২৬. ব্যাপক বই রচনা ও বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।
২৭. ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে স্কুল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী করেছেন।
২৮. ওয়াজ নসীহতের সহীহ ধারা প্রবর্তনের সহায়তা করেছেন।
২৯. শিরক, বিদআত ও জাহিলিয়্যত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন।
৩০. নামাযের জামায়াত ও মসজিদ কায়েমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।
৩১. ইসলামি ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও মতপার্থক্য দূরীকরণে উদার মানসিকতা সৃষ্টি করেছেন।

## ১৫. বাংলাদেশে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব

পঞ্চাশের দশক থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর বাংলা ভাষায় গ্রন্থাবলী অনূদিত হতে থাকে। এরি মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত তাফসির তাফহীমুল কুরআন সহ তাঁর বিপুল সাহিত্য ভান্ডার বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে গেছে। তিনি ইসলামকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং বিজয়ী হবার জন্যে আসা এক বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সাহিত্যরাজি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে সচেতন মানুষের বিবেককে। তাঁর তাফসির ও সাহিত্য পড়ে ইসলামের যথার্থ পরিচয় জানতে পেরেছে বাংলাদেশের লাখো কোটি মানুষ। তারা জানতে পেরেছে ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ বিধান এসেছে বিজয়ী

www.pathagar.com

হবার জন্যে, বিজিত থাকার জন্যে নয়। মানুষ জানতে পেরেছে ইসলামই দিয়েছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা, আইন-আদালত, পারিবারিক ও নৈতিক ব্যবস্থার নিখুঁত নীতিমালা। আর ইসলামেরই রয়েছে পার্থিব ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি।

অপরদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীও এ দেশে আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকেই। ফলে একদিকে তাঁর গ্রন্থাবলী এখানে মানুষের চিন্তার জগতে সৃষ্টি করে চলেছে এক অসাধারণ বিপ্লব, অপর দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন ও সংগঠন ইসলামের বিজয় প্রত্যাশীদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তৈরি করে চলেছে ইসলামকে বিজয়ী করার বাস্তব পরিস্থিতি।

## ১৬. মাওলানা মওদূদীর আলমী মাকবুলিয়ত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর পরিচয় পরিচিতি এখন আর কোনো বিশেষ দেশ, জাতি বা সংগঠনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই তিনি গোটা ইসলামি উম্মাহর প্রাণপ্রিয় ইমাম, উস্তায, মুজাদ্দিদ, মুফাক্কির, মুসলেহ ও শায়খ হিসেবে মাকবুল হয়ে গেছেন।

গত ডিসেম্বর (২০০৩) মাসে লাহোরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী ইসলামি পুনর্জাগরণের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্যে অনুষ্ঠিত হয় এক আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন। আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তায প্রফেসর গোলাম আযমের সঙ্গি হিসেবে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে এই প্রবন্ধ উপস্থাপকেরও অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়। সারা বিশ্ব থেকে ইসলামি চিন্তাবিদ ও ইসলামি নেতৃবৃন্দ ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলেমে দীন আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন :

كان امام المودودى رحمه الله مرشد العالم الاسلامى - ما كان امام المودودى مفكرا مجردا بل كان مفكرا مصلحا ومجددا كاملا - كان مفكرا حركيا - المفكرون الفوا الكتب فقط - ولكن الامام المودودى رحمه الله الف الكتب والرجال -

www.pathagar.com

অর্থ : "ইমাম মওদূদী রহ. ছিলেন ইসলামি বিশ্বের মুরশিদ। ইমাম মওদূদী শুধুমাত্র একজন চিন্তাবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ, সংস্কারক এবং মুজাদ্দিদে কামিল। তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ এবং ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। সাধারণত চিন্তাবিদগণ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু ইমাম মওদূদী গ্রন্থাবলী রচনা করে চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করার সাথে সাথে লোকও তৈরি করে গেছেন।"

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তাঁর ঐ ভাষণে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে আরো বলেন, ইমাম মওদূদী রহ.-এর সাথে তাঁর জীবদ্দশায় আমার চারবার সাক্ষাত হয়েছে। আর একবার সাক্ষাত হয়েছে তাঁর ইন্তেকালের পর লাহোরের গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে। ওখানে তাঁর সালাতুল জানাযায় ইমামতি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর প্রতি বিশ্বের মুসলিমদের ভালোবাসার অনন্য নযীর আমি সেখানে দেখেছি।

তিনি আরো বলেন : প্রথম বার তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয় ১৯৬০ সালে আল আযহার ইউনিভার্সিটিতে। তিনি কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে এই সফর করছিলেন। তাঁর মিশর আগমনের সংবাদে উলামা এবং ইখওয়ান কর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। শায়খুল আযহার তাঁর আগমন উপলক্ষে আল আযহার ইউনিভার্সিটিতে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আল আযহারের অধ্যাপকবৃন্দ, মিশরের সেরা উলামা এবং শিক্ষাবিদগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকেরা ইমাম মওদূদীর দারসে কুরআন শুনার দাবি জানায়। সেখানে তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে দারসে কুরআন পেশ করেন। তাঁর দারস শুনে মজলিসে উপস্থিত পন্ডিতবর্গ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। আমাদের সকলের চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব ঘটে যায়। কুরআনের ব্যাপারে খুলে যায় আমাদের হৃদয়ের দুয়ার।

লাহোরের ঐ সম্মেলনে আগত বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে আগত ইসলামি নেতৃবৃন্দ তাঁদের ভাষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. কে আল ইমাম এবং আল উস্তায বলে সম্মোধন করেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে নিজেদের মুরশিদ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁরা বলেন, ইমাম মওদূদী আমাদের কর্মীদের, সঙ্গী সাথিদের প্রিয় মুরশিদ, প্রিয় পথ-প্রদর্শক।

কয়েক বছর আগের কথা। একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে একজন সাবেক সৌদি মন্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। পরিচিতির সময় আমি আমাকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর পরিচালক হিসেবে পরিচয় দিই। সাথে সাথে তিনি 'ইমাম আল মওদূদী রাহেমাহুল্লাহ' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরেন।



www.pathagar.com

আমি লজ্জিত হয়ে যাই। কারণ আমি সাইয়েদ মওদূদীর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে 'রাহেমাহুল্লাহ' বলিনি, আর ইমাম তো বলিইনি।

বিশ্বের সবগুলো বড় বড় ভাষায় সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়েছে। বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম সব দেশেই কমবেশি ইসলামি জাগরণের কাজ হচ্ছে। যেখানে যে নামেই ইসলামি জাগরণের কাজ হচ্ছে, তারা সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর গ্রন্থাবলীকে নিজেদের পাঠ্য ও পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সব মহাদেশের সচেতন মুসলিমদের কাছেই আজ ইমাম মওদূদী একটি প্রিয় নাম।

যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো। কমিউনিস্ট শাসন ছিলো এবং সেখানে প্রকাশ্যে ইসলামের নাম নেয়াও নিষিদ্ধ ছিলো। তখনো সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় লোকেরা হজ্জের জন্যে আসতেন। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মিশর ইত্যাদি দেশের কারো সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে তাদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করতেন 'হাল ইনদাকা কিতাব আল মওদূদী'? আপনার কাছে ইমাম মওদূদীর কোনো কিতাব আছে কি?

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর গোলাম আযম সাহেবের কাছে শুনেছি, সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেক আল মাহদী লন্ডনে অনুষ্ঠিত "Modern Concept of Islamic State and Government" শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর Islamic Law & Constitution গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন : "আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রাচীন ও আধুনিক আরবি সাহিত্য ও বর্তমান ইংরেজি ভাষায় যেসব বই পাওয়া যায়, তা আমি অধ্যয়ন করেছি। শেষ পর্যন্ত এমন একটি বই পেলাম যা আমার আলোচ্য বিষয়ের জন্যে যথেষ্ট। সে বইটি হলো সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর: Islamic Law & Constitution.

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই আধুনিক বিশ্বে যখন ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো, তখন ইসলামের প্রতি শুধু মুসলিম যুব সমাজ আর স্কলাররাই আগ্রহী হয়ে উঠলেননা, সাথে সাথে অমুসলিমরাও ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে শুরু করে। কেউবা জানার জন্যে, কেউবা প্রতিরোধ করার জন্যে। আজ শুধু গোটা মুসলিম বিশ্বেই নয়, ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আধুনিক বিশ্বের ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনের পুরোধা সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর চিন্তাধারা, তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন, তাঁর সমাজ দর্শন ও ইতিহাস দর্শন এবং বিশেষভাবে তাঁর সংস্কার আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য ও আলোচ্য বিষয়। তাঁর চিন্তাধারা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন সংগঠন নিয়েও চলছে ব্যাপক গবেষণা। সৌদি আরবের দু'টি

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ ঈসায়ী এই সাত বছরে জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ আল ইসলামীয়া এবং জামেয়া উম্মুল কোরায় সাইয়েদ মওদূদী রহ. এবং তাঁর অবদানের উপর আটটি পি.এইচ.ডি এবং স্নাতকোত্তর গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। এই গবেষণাগুলোর শিরোনাম হলো :

১- ابو الاعلى المودودى واراؤه فى مجال السياسة الشرعية : محمد على مصطفى الصليبى (لنيل درجة الدكتوراه) فى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ١٤٠٥هـ-١٩٨٥ع

২- ابو الاعلى ومنهجه فى اصلاح الدعوة : صالح بن حسين - جامعة ام القرى١٤٠٣ هـ- ١٩٨٣ ع

৩- ابو الاعلى المودودى منهجه فى الدعوة : منظور الحق حقانى - جامعة الامام ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦ع

৪- الاعلام الاسلامى عند ابى الاعلى المودودى : فاروق عبد الغنى الصاوى - جامعة الامام ١٤٠٦- ١٩٨٦هـ-ع

৫- تربية المرأة بين المودودى وطه حسين : منيرة بنت عبد الله بن عبد العزيز القاسم - جامعة ام القرى ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨ع

৬- ابو الاعلى المودودى وحياته وفكرته العقدى : حمد بن صادق الجمال - جامعة - ١٤٠٦ هـ طبعة الاولى - ١٤٠٦ هـ١٩٨٢-

৭- الفكر التروى عند المودودى : اعتدال الساغى - جامعة الام القرى - ١٤٠٨هـ -١٩٨٨-ع

৮- تفسير تفهيم القران ومنهج ابو الاعلى المودودى : محمد مطيع الاسلام جامع الامام - ١٤١٥هـ-١٩٩٥-ع

www.pathagar.com

আসলে সাইয়েদ মওদূদী রহ. আধুনিক বিশ্বে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নকীব। এসত্য প্রকাশ করতে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, সাইয়েদ মওদূদী এবং শহীদ হাসানুল বান্না রহ.-এর চিন্তাধারা এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সাথে আজকের বিশ্বে ইসলামের বিজয় প্রত্যাশী সকল মুসলিম সক্রিয় কিংবা মানসিক ভাবে জড়িত।

সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর প্রতি ইসলামের শত্রুদের বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করা স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর কাছে সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর অসাধারণ মাকবুলিয়তের সাথে সাথে এ উপমহাদেশে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কিছু উলামায়ে কিরাম সাইয়েদ মওদূদী রহ. সম্পর্কে কিছু বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের দু'একজন পূর্বসূরী সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর সমালোচনা করে দু'একটি অনির্ভরযোগ্য বইও লিখেছেন। এর ফলে তাঁরা নিজেরা সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর গ্রন্থাবলী পড়েন না এবং তাঁদের ছাত্রদেরকেও পড়তে নিষেধ করেন।

আকাশে সূর্য উঠলে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে বলে দিতে হয়না যে, দেখো সূর্য উঠেছে। মাওলানা মওদূদী রহ. আধুনিক ইসলামি বিশ্বের এমন এক পথ প্রদর্শক, যাঁকে পরিচিত করাবার জন্যে আমাদের মতো নস্যিদের অঙ্গুলী নির্দেশের প্রয়োজন নেই। অবশ্য অনাবিল আকাশে সূর্য উদিত হলেও পেঁচা জাতীয় কিছু প্রাণী যেমন তা দেখতে পায়না, তেমনি একদল লোক নবীগণের মধ্যেও অহীর জ্যোতি প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। অন্ধ বিদ্বেষীরা হোসাইন ইবনে আলী, মালিক ইবনে আনাস, আহমদ ইবনে হাম্বল, নোমান বিন সাবিত, শাফেয়ী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইবনে তাইমিয়া, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, শাহ অলী উল্লাহ, হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, সাইয়েদ মোস্তফা আল মাদানীর মধ্যেও ঐহিক ইলমের জ্যোতি খুঁজে পায়নি। একই ধারাবাহিকতায় এই জাতীয় লোকেরা সাইয়েদ মওদূদীর অসাধারণ তাজদীদের কাজকেও দেখতে পায়না। এদের ব্যাপারে আমাদের কোনো কথা নেই। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ঘোষণাই যথেষ্ট :

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

অর্থ : যে (সত্যকে) দেখার নীতি অবলম্বন করবে, তা তার জন্যেই কল্যাণকর, আর যে সত্য থেকে চক্ষু বন্ধ করে রাখবে তা তার জন্যেই ক্ষতিকর। (সূরা আল আনআম : ১০৪)

www.pathagar.com

## ১৭. উপসংহার

আজ বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলন, কেড়ে নেয়া মুসলিম ভূমিসমূহের উদ্ধার আন্দোলন এবং ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-এই তিনটি আন্দোলনকে সম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের উত্থান এবং সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করছে। অথচ মুসলমানদের ভূখণ্ড দখলকারী হানাদারদের, মুসলিম ভূখন্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনকারী নিপীড়কদের এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দানকারী স্বৈরাচারী জালিম শাসকদের তারা সুশাসক উপাধি দিচ্ছে এবং শান্তির দূত বলে আখ্যায়িত করছে। যেনতেন ছুতায় বর্বর আক্রমণ করা হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উপর। হরণ করে নেয়া হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব। শাসনক্ষমতায় বসানো হচ্ছে তাবেদার শাসক ও স্বৈর শাসকদের। চরম নিপীড়ন চালানো হচ্ছে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর। এমতাবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ, অমুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ, সারা বিশ্বের অমুসলিম দেশসমূহে অবস্থানকারী মুসলিম জনগোষ্ঠি এবং ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনসমূহকে কয়েকটি বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

১. ইসলামের যথার্থ দাওয়াত ও সঠিক উপস্থাপনা : এ কথা সকলেরই ভালোভাবে বিবেচনা করা দরকার যে, ইসলাম হলো জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনাদর্শ। সুতরাং প্রথমেই ইসলামের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব, মহাকল্যাণময়তা ও সার্বজনীনতার ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানরাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্যে বক্তৃতা, লেখনী ও চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক দাওয়াত ও উপস্থাপনা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি নেতৃবৃন্দ, চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, বক্তা, উলামা সকলেরই এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা জরুরি।

এভাবে বিশ্ব সমাজে ইসলামের পক্ষে মানসিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সাইয়েদ মওদূদী রহ.-এর তাফসির এবং তাঁর গ্রন্থাবলী সবচাইতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই তাঁর গ্রন্থাবলী মানুষের ঘরে ঘরে, প্রতিটি যুবক যুবতীর হাতে হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমেই ইসলামের পক্ষে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করা ছাড়া কিছুতেই ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্ভব নয়।

২. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন : দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামের প্রচার, বিজয়, প্রতিরক্ষা ও অগ্রযাত্রার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে ইসলাম কখনো বিজয়ী হয়নি এবং

www.pathagar.com

ভবিষ্যতেও হবেনা। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সা. সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমেই ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভবিষ্যতেও কেবল তাঁর পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, অন্য কোনো পন্থায় ইসলামের বিজয় সম্ভব নয়। আধুনিক কালের ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের তিন নকীব ইমাম মওদূদী, ইমাম হাসানুল বান্না এবং সায়ীদ জামালুদ্দীন নুরসী ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থাটি চালু করে গেছেন এবং নিয়মতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রের নির্বাচনী পন্থাকেই একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করার অসীয়ত করে গেছেন।

৩. আধুনিক উপায় উপকরণ অবলম্বন : ইসলামের প্রচার, ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি, ইসলামি আন্দোলন পরিচালনা এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে ইসলামি আন্দোলনসমূহ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্য অবশ্যি আধুনিক কালের উদ্ভাবিত পন্থা ও উপায় উপকরণসমূহ সংগ্রহ ও অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া জরুরি :

ক. ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার জগতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

খ. প্রিন্টিং মিডিয়ার জগতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

গ. চিন্তাবিদ গবেষক লেখক ও শিল্পী সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্প জগতে প্রাধান্য অর্জন।

ঘ. সাইয়েদ মওদূদী রহ. শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়েত কুতুব, প্রফেসর গোলাম আযম, ইউসুফ আল কারযাভীসহ ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের লেখা তাফসির ও গ্রন্থাবলী বিশ্বের সকল জীবন্ত ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ঙ. স্থানীয় পরিষদ ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মন্ত্রী সভায় অংশগ্রহণ করে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করাকে অতীব জরুরি বিষয় মনে করে পদক্ষেপ নেয়া।

৪. অটুট ঐক্য গড়া : আলেম-উলামাসহ সকল ইসলামি গ্রুপের ঐক্যকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা। খুঁটিনাটি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত মতভেদ ও মতপার্থক্যকে ঐক্যের চাইতে বেশি গুরুত্ব না দেয়া। ঐক্যবদ্ধ হওয়া, ঐক্যবদ্ধ করা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার নীতি অবলম্বন করা।

৫. ইসলাম প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহযোগিতা : যেসব দেশে ইসলামি সমাজ ও সরকার কায়েম হয়েছে, গোটা মুসলিম উম্মাহকে তাদের প্রতি সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থনের হাত প্রসারিত করা উচিত। স্বদেশে এবং বিশ্বের যেখানেই নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও বিজয়ী করার চেষ্টা-সংগ্রাম চলছে, বিশ্বের সকল মুসলমানের উচিত তাঁদের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থনের হাত বাড়ানো।

www.pathagar.com

## ১৮. সাইয়েদ মওদূদী লেখা থেকে

"আধুনিক কালের জাতিপূজারী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে আমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের ভিত্তিক মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর এই খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।"

"জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আমরা জনগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ব্যক্তির রাজত্ব, একনায়কের কর্তৃত্ব এবং শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষের ইজারাদারীর আমরা ততোটাই বিরোধী, আধুনিক কালের কোনো বড় গণতন্ত্র পূজারী এগুলোর যতোটা বিরোধী। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে সকল মানুষের সমান অধিকার, সমমর্যাদা এবং উন্মুক্ত পরিবেশের ব্যাপারে আমরাও ততোটা জোর দিয়ে থাকি, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কোনো বড় সমর্থক যতোটা জোর দিয়ে থাকে। আমরা চাই, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসকদের নির্বাচন হবে দেশের সকল নাগরিকের স্বাধীন ইচ্ছা ও রায়ের ভিত্তিতে। আমরা এমন ব্যবস্থার চরম বিরোধী, যার অধীনে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা সমাবেশের স্বাধীনতা এবং কাজের স্বাধীনতা থাকবে না। এমন সমাজ ব্যবস্থারও আমরা কঠোর বিরোধী, যেখানে জন্ম, বংশ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কিছু লোকের বিশেষ অধিকার নির্ধারিত হয় আর কিছু লোকের জন্যে নির্ধারিত থাকে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা।

এই জিনিসগুলোই মূলত গণতন্ত্রের সারনির্যাস। এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের গণতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলোর মধ্যে একটি জিনিসও এমন নেই, যেটা পাশ্চাত্যের লোকেরা আমাদের শিখিয়েছে। এই গণতন্ত্রকে আমরা তখন থেকেই জানি এবং বিশ্বকে এর সর্বোত্তম নমুনাও আমরা দেখিয়েছি, যখন পশ্চিমা গণতন্ত্র পূজারীদের জন্ম হতে শত শত বছর বাকী ছিলো।

আসলে পাশ্চাত্যের এই নব উদ্ভাবিত গণতন্ত্রের সাথে যে যে বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ এবং চরম মতবিরোধ সেগুলো হলো, তারা জনগণের বল্গাহীন সার্বভৌমত্বের মূলনীতি পেশ করে, আর আমরা এটাকে তত্ত্বগত দিক থেকে ভ্রান্ত এবং পরিণতির দিক থেকে ধ্বংসাত্মক মনে করি। প্রকৃত কথা হলো, সর্বোভৌমত্বের অধিকার তো কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন এবং বড় হবার ও বৃদ্ধি লাভের উপকরণ সরবরাহ করছেন। যার আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মানুষের এবং সমগ্র বিশ্বের সত্তা এবং যার দুর্দান্ত আইনের অধীনে বিশ্ব জগতের প্রতিটি জিনিস বন্দী।"

"মানুষের প্রকৃত কল্যাণ একথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে সার্বভৌম অধিকর্তা স্বীকার করে নিয়ে তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে

www.pathagar.com

খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তুলবে। এই খেলাফত ব্যবস্থা হবে অবশ্যি গণতান্ত্রিক। জনগণের রায়ে ভিত্তিতেই নির্বাচিত হতে হবে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী। তাদের রায়ের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হতে কবে শূরা বা সংসদ সদস্যদের। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই পরিচালিত হতে হবে রাষ্ট্রের সমগ্র প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। সমালোচনার পূর্ণ ও প্রকাশ্য অধিকার জনগণের থাকতে হবে। আর এই সমগ্র ক্ষেত্রেই যে অনুভূতি ও চেতনা বিদ্যমান থাকতে হবে তা হলো, রাজ্য আল্লাহ্‌র। আমরা মালিক নই বরং প্রতিনিধি। আমাদের প্রতিটি কাজের জন্যে আসল মালিকের কাছে হিসাব দিতে হবে, করতে হবে জবাবদিহি।"

"এ কাজের জন্যে প্রয়োজন এমন একদল দু:সাহসী যুবকের, যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার উপর পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে থাকবে। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবেনা অন্য কোনো দিকে। পৃথিবীতে যাই ঘটুকনা কেন, নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথ থেকে তারা এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবেনা। পার্থিব জীবনে নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতির সকল সম্ভাবনাকে তারা কুরবানী করে দেবে অকাতরে।"

## ১৯. সহায়ক গ্রন্থাবলী


১. Professor Masudul Hasan-Sayyid Abul A'ala Mawdudi and his thought.
২. Professor Gholam Azam-Political thoughts of Abul A' la Mawdudi.
৩. Misbahul Islam Faruqi- Introducing Maududi.
৪. Murad Wilfried Hofman - ISLAM 2000.
৫. Samuel P-Hungtington-The Clash of Civilizations.
৬. Compiled by Salim Rashid : 'The Clash of Civilizations'-Asian Responses.
৭. Francis Fukuyama-The End of History.
৮. ড. আসাদ গিলানী – আল মওদূদী (আরবি)।
৯. নঈম সিদ্দিকী – আল মওদূদী (উর্দু)।
১০. চৌধুরী আবদুর রহমান আব্‌দ – মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (উর্দু)।
১১. মুহাম্মদ ইউসুফ বাট – মাওলানা মওদূদী আপনি আওর দুসরুঁ কী নযর মে (উর্দু)।
১২. ইদারায়ে মায়ারেফে ইসলামী লাহোর কর্তৃক সম্পাদিত –তাজকেরায়ে মওদূদী (উর্দু)।
১৩. আবাদ শাহপুরী – তা'রীখে জামায়াতে ইসলামী (উর্দু)।
১৪. ড. আসাদ গিলানী – তা'রীখে জামায়াতে ইসলামী (উর্দু)।
১৫. মুহাম্মদ আকরাম খান – মাওলানা মওদূদী কি সিয়াসী আফকার (উর্দু)।
১৬. মুহাম্মদ আকরাম খান – মাওলানা মওদূদী কি মায়াশী তাসাব্বুরাত (উর্দু)।


www.pathagar.com

১৭. সাইয়েদ নকী আলী – সাইয়েদ মওদূদী কা আহাদ (উর্দু)।
১৮. প্রফেসর খুরশিদ আহমদ – আদবিয়াতে মওদূদী (উর্দু)।
১৯. ড. তাসাদ্দুক হোসাইন রাজা – সাইয়েদ মওদূদী মরদে আস্‌র ও সুরতগেরে মুসতাকবিল (উর্দু)।
২০. প্রফেসর খুরশিদ আহমদ – তরজমানুল কুরআন, ইশায়াতে খাস ১-২, অক্টোবর ২০০৩ ও মে ২০০৪ (উর্দু)।
২১. অধ্যাপক গোলাম আযম – ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান।
২২. অধ্যাপক গোলাম আযম –ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা।
২৩. অধ্যাপক গোলাম আযম – মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
২৪. আব্বাস আলী খান – মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস।
২৫. আব্বাস আলী খান – মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান।
২৬. এ. কে. এম নাজির আহমেদ – ইসলামী আন্দোলনের তিন পথিকৃত।
২৭. Abul A'la Maudoodi - Towards Understanding the Qur'an.
২৮. Abul A'la Maudoodi - Towards Understanding Islam.
২৯. Abul A'la Maudoodi - Revivalist Movement in Islam.
৩০. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী–আধুনিক যুগে ইসলাম: কৌশল ও কর্মসূচি।
৩১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী – সত্যের সাক্ষ্য।
৩২. আব্বাস আলী খান সম্পাদিত – বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী।
৩৩. আব্বাস আলী খান – আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী।

www.pathagar.com

৮

# মাওলানা মওদূদী রহ.-এর জীবনে তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ

বদরে আলম

ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর সম্বল ও পাথেয় অপরিসীম প্রয়োজন। ইসলামি আন্দোলনের পথে বিপদ আপদ ও বাধা বিপত্তির যে তুফান উঠে তার মুকাবিলা করতে হয় ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে। আর এই ধৈর্য মজবুত হয় তখনই যখন বান্দা পুরোপুরিভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন।

মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর তাফসির তাফহীমুল কুরআনের সূরা ইউসুফের পটভূমিতে লিখেছেন :

'ইহা হইতে দ্বিতীয় শিক্ষা পাওয়া যায় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ) ও আল্লাহর নিকট অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের। যেসব লোক ন্যায় ও সত্যের চেষ্টার আত্ম নিয়োগ করেছে, তারা যদি এই মহাসত্যকে সম্মুখে রাখে, তাহলে তারা অসীম সান্ত্বনা লাভ করতে পারবে। আর বিরোধী শক্তিগুলো বাহ্যত ভয়ংকর পদক্ষেপ ও আয়োজন দেখিয়ে তার কিছুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত করতে পারবেনা। বরং তারা ফলাফলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে অবিচল হয়ে থাকবে।'

মাওলানা মওদূদী রহ. জীবনে দেখা যায় তিনি কিছুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত্র না হয়ে ফলাফলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে ইসলামি আন্দোলনের দায়ি হিসাবে আল্লাহর উপর কতোটা তাওয়াক্কুল করতেন সে বিষয়ে মূল্যায়ন করি তখন আমরা তাঁকে আল্লাহ নির্ভরশীলদের শীর্ষস্থানীয়গণের অন্তর্ভুক্ত পাই।

১৯৫৩ সালে লাহোরে কাদিয়ানী সমস্যা নামক পুস্তক রচনার অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং মোকদ্দমা চালিয়ে তাঁকে ফাঁসির শাস্তি দেয়া হয়। ফাঁসির শাস্তির কথা শুনার পরে মাওলানা মওদূদী রহ. বলেন 'জীবন মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে হয়না।' ফাঁসির কামরায় লৌহগরাদের ফাঁক দিয়ে পুত্রকে তিনি নসিহত করেন, 'বেটা এতোটুকু ভয় পেওনা আমার প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া মঞ্জুর করেন তাহলে এ বান্দা সানন্দে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আর যদি তিনি কাছে নিয়ে যেতে না চান তাহলে যারা ফাঁসি দিতে চায় উল্টা তারাই শাস্তি পাবে,

www.pathagar.com

আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারবেনা।' মওলানা মওদূদী রহ.-কে অনেকে করুণা ভিক্ষার আবেদন জানাতে বলেন, সরকারও তাই চাচ্ছিলো। কিন্তু এসব আবেদন-নিবেদন সত্বেও মাওলানা মওদূদী রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভাই আমার মতাদর্শ আপনাদের অজানা নয়। যারা আমার অপরাধ হিসেবে শাস্তি প্রদান করেছেন তারা জানে আমার অপরাধ কতোটুকু সেটা ভালো করেই জানেন, তাদের কাছে ক্ষমার আবেদন জানানোর চেয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ অনেক ভালো।

সুবহানাল্লাহ! কতো বড় তাওয়াক্কুল নিজের প্রভুর উপর। এরপর তিনি ২৭ বৎসর দুনিয়াতে জীবিত থাকেন এবং প্রমাণ করেন যে মুমিনের তাওয়াক্কুল তাঁর প্রভুর উপর কতোটা হওয়া উচিত।

মাওলানা মওদূদী রহ. সূরা আশ-শূরার ২৬ নম্বর আয়াতে তাওয়াক্কুল শব্দের তাফসিরে লিখেছেন :

'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করাকে এখানে ঈমানের অনিবার্য দাবি এবং পরকালীন সাফল্যের জন্য এক জরুরি পূর্ণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাওয়াক্কুল এর অর্থ হলো :

**প্রথমত :** আল্লাহর পথ প্রদর্শনের উপর পূর্ণ ভরসা করা, এই কথা মনে করা যে, প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে যে ইলম, নৈতিক চরিত্রের যে আদর্শ ও নীতি, হালাল-হারামের যে সীমা এবং দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য যে নিয়ম কানুন ও পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন, তাই সত্য এবং তা মেনে ও অনুসরণ করে চলাতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

**দ্বিতীয়তঃ** নিজের শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, নিজস্ব উপায় উপাদান, নিজস্ব চেষ্টা-যত্ন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভরতা রাখবেনা এগুলোকেই যথেষ্ট মনে করবেনা বরং মানুষ এই কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখবে যে, ইহকালে সাফল্য নির্ভর করে আল্লাহর মর্জির উপর। আর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ারও সে যোগ্য অধিকারী হতে পারে তখন যখন সে খোদার সন্তোষ লাভ করাকে স্বীয় লক্ষ্য বানায়, তারই নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে কাজ করে।

**তৃতীয়তঃ** আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও নেক আমলের নীতি অবলম্বনকারীদের এবং বাতিলের পরিবর্তে সত্যের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ বান্দাদের জন্য যেসব ওয়াদা করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে আর সেসব ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রেখে বাতিল পথে চলে যেসব স্বার্থ, সুবিধা ও স্বাদ-আশ্বাস অর্জিত হতে পারে সেগুলোর প্রতি উপেক্ষা দেখাবে এবং সত্য পথে দৃঢ় হয়ে চলার কারণে যেসব ক্ষতি, দুঃখ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবি তা অকাতরে ও অকপটে বরদাশত করবে।

www.pathagar.com

তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যার আলোকে মাওলানা মওদূদী রহ. নিজে পুরো জীবন আমল করে গেছেন।

## ১৯৬৩ সালের একটি ঘটনা

অক্টোবর মাসে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির একটি সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মওদূদীর উদ্বোধনী ভাষণ শুরু হওয়ার মিনিট দশেক পর সভাস্থলে হঠাৎ কিছু গুণ্ডার অনুপ্রবেশ দেখা গেলো ও পিস্তলের গুলির শব্দ শোনা গেলো। মাওলানাকে লক্ষ করেও কয়েকবার গুলি করা হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি গুলিই লক্ষভ্রষ্ট হয়। এসময় চারদিক থেকে বলতে শোনা যায়– 'মাওলানা বসে পড়ুন, মাওলানা বসে পড়ুন।' কিন্তু মাওলানা দাঁড়িয়ে থেকেই বলেন, 'আমি যদি বসে পড়ি, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? তিনি নির্ভিক চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। আদর্শের প্রতি কতো নিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবন কুরবানী করার কতো সাহস! আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ছাড়া এ দরজায় পৌঁছানো যায় না।

এই সম্মেলনে গুণ্ডাদের গুলিতে জামায়াতের এক কর্মী আল্লাহ বখশ শহীদ হন। এই গুণ্ডাদেরকে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্দেশে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নওয়াব অব কালাবাগ তার এলাকা কালাবাগ থেকে ভাড়ায় এনেছিলেন যাতে জামায়াতের সম্মেলন পণ্ড করে দেয়া যায়। মাওলানা মওদূদীকে বলা হলো, এ ব্যাপারে আদালতে কেস্ করে দিন। মাওলানা বললেন আমি সবচেয়ে বড় আদালতে মোকদ্দমা করে দিয়েছি। দুনিয়ার মোকদ্দমায় কোনো লাভ হবে না।

এ ঘটনার তিনি-চার মাস পরই কালাবাগের নওয়াব নিজের বাড়িতে নিজের ছেলের দ্বারা পিস্তলের গুলিতে মারা যান।

মাওলানা মওদূদী রহ. প্রথম জীবনে তাওয়াক্কুলের একটি ঘটনা। ১৯৩০ সালে হায়দারাবাদ থেকে মাসিক তরজুমানুল কুরআন বের করেন। সে সময় হায়দারাবাদ রাজ্যের ধর্ম বিষয়ক দফতর এর কয়েকশত কপি ক্রয় করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিলি করতো।

একবার পত্রিকা ক্রয় বন্ধ করে দেয়া হয়। নওয়াব জুলকদর জং বাহাদুর এগুলো ক্রয়ের অনুমোদন দিতেন। নওয়াব সাহেব চাচ্ছিলেন যে, মাওলানা মওদূদী নিজে গিয়ে তাঁকে পত্রিকা ক্রয়ের অনুরোধ করলে তিনি অনুমোদন দিবেন।

মাওলানা মওদূদীকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে মাওলানা বলেন, আমি কেয়ামত পর্যন্ত একাজের জন্য তাঁর কাছে যাবোনা। এটা আমার কাজ নয় দীনের কাজ। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করলেও মাওলানা নওয়াবের দ্বারস্থ হননি। আজ পর্যন্ত সেই তরজুমানুল কুরআন পত্রিকা চালু আছে, বন্ধ হয়নি– কতোবড় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল।

www.pathagar.com

ইসলামি আদর্শ প্রচারের জন্য মাওলানা মওদূদী রহ. অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এগুলো বিরাট আয়ের উৎস। কিন্তু তিনি নিজের জন্য কয়েকখানা বই রেখে বাকি সব বই জামায়াতের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। এই অল্প আয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখা বিরাট তাওয়াক্কুলের পরিচয়।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল মাওলানা মওদূদী রহ.-কে সাহস যুগিয়েছে বৃটিশ ইন্ডিয়াতে সরকারি আদালত বয়কট করতে। সেখানে বিচারের জন্য না যেতে। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভূমিকা পালন করতে। আলেমদের কুফরি ফতওয়াকে উপেক্ষা করে ইসলামের কাজ করে যাওয়া, ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর সমস্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা।

মাওলানা মওদূদী রহ. এই বিংশ শতাব্দীতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। এটাকে মানুষের সমাজ কায়েম করার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর চিন্তাধারা যেভাবে সারা দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছে সেটা অনুমান করা এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভবিষ্যতই ফয়সালা করবে।

একটি হাদিস দিয়ে আমার কথা শেষ করতে চাই, এ হাদিসটি মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর তাফহীমুল কুরআনের সূরা আয-যুমারের ৩৬ নম্বর আয়াতে তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : যে ব্যক্তি সকল মানুষের মাঝে সবচাইতে বেশি শক্তিশালী হতে চায়, তার উচিত আল্লাহর প্রতি ভরসা করা। যে লোক সব চাইতে বেশি ধনী হতে চায় তার উচিত আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তার উপরই অধিক ভরসা ও নির্ভর করা। আর যে লোক সব চাইতে বেশি সম্মানিত হতে চায় তার উচিত কেবল মহান আল্লাহকেই ভয় করা।

মাওলানা মওদূদী রহ. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল সম্পর্কে যা বলেছেন ও লিখেছেন তার উপর নিজে আমল করে দেখিয়ে গেছেন ও আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষা রেখে গেছেন। আমরা কি এই শিক্ষা গ্রহণ করবো?

www.pathagar.com

৯

# মাওলানার জানাযায় অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে*

## আব্বাস আলী খান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো শহরের হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর লাহোরে জানাযার পর তাঁর দাফন কার্য সমাপন করা হয়। তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। এ সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কিছু পরিবেশন করতে চাই প্রিয় পাঠক সমাজের কাছে।

২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল বেলা মফস্বল থেকে ঢাকায় ফিরে দুঃসংবাদ পেলাম মাওলানা মওদূদী ইন্তিকাল করেছেন। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মুখ থেকে ইন্নালিল্লাহ .... বেরিয়ে এলো বটে কিন্তু মনে হলো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। জানাযার জন্যে আমাকেই যেতে হবে এবং যতো শিগগির পারি। পরদিন ভিসা বিমানের সীট এবং অন্যান্য সব ঝামেলা চুকিয়ে পঁচিশ তারিখে পিআইএ-র বিমানে করাচি পৌছালাম। বন্ধুরা এসেছিলেন বিমান বন্দরে। তাঁরা বুকে জড়িয়ে ধরে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আমার অবস্থাও ছিলো অনুরূপ। ঐদিনই বেলা সাড়ে দশটায় লন্ডন থেকে মাওলানা মরহুমের মাইয়েত (কফিন) করাচি পৌছে এবং জানাযার পর লাহোর রওয়ানা হয়ে যায়।

জনৈক বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটালাম। রাত সাড়ে ন'টায় মাওলানার জানাযাসহ তাঁর জীবনের উপরে কিছু ফিচার দেখানো হলো পাকিস্তান টেলিভিশনে। প্রবল অশ্রুধারা টিভি দেখতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিলো।

বড় আশা ছিলো মাওলানার শেষ দীদার লাভের কিন্তু তা অপূর্ণই রয়ে গেলো। রাতে লাহোরগামী বিমানের কোনো সীট পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে পরদিন সকালের। সকাল সাড়ে দশটায় লাহোরে জানাযা হবে। বিমান লেট হলে জানাযাও ভাগ্যে জুটবে না। এমন এক দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম।

---

* লেখাটি মরহুম আব্বাস আলী খান প্রণীত 'মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে নেয়া।

www.pathagar.com

পরদিন সকাল সাতটায় লাহোর রওয়ানা হলাম। হঠাৎ ঢাকা থেকে আমার এক সাথি ছুটে গিয়েছিলো। আমি যখন ঢাকা বিমান বন্দরে বিমানে উঠতে যাচ্ছি, তখন পেছন থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত কণ্ঠে আওয়াজ এলো, খান সাব, আল্লাহর শোকরিয়া শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম। পেছন ফিরে দেখি ডা. আজিজুল হক চৌধুরী। শুকনো মুখ, উস্কো খুস্কো চেহারা যেনো উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক। প্রেমিকই বটে। বিমানে উঠার পর একটু জিরিয়ে নেয়ার পর আমার কাছে এসে বললেন, মাওলানাকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাই বড় সাধ মরণের পর একবার দীদার লাভের।

বললাম বলুন, আল্লাহ আমাদের আশা পূরণ করুন।

করাচি থেকে লাহোরের পথেও কয়েকজন বন্ধু জুটে গেলো। তাদের মধ্যে ছিলেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইমপ্যাকট' পত্রিকার সম্পাদক জনাব হাশির ফারুকী এবং করাচির 'জং' পত্রিকার সাংবাদিক জনাব আরিফুল হক। ন'টায় লাহোর বিমান বন্দরে নামলাম। জীবনে বহুবার এ বিমান বন্দরে উঠানামা করেছি। কিন্তু আজ তার এক ভিন্ন রূপ দেখলাম। যেখানে হর হামেশা মানুষ গিজগিজ করে, সে স্থানটি বলতে গেলে জনমানবহীন। বিমান বন্দরের বাইরে এক শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ– একটা মর্মান্তুদ বিচ্ছেদ বেদনার মূর্ত প্রকাশ। নিশ্চিত ছিলাম যে বিমান বন্দরে কেউ আসবে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখছি না। হয়তো করাচির বন্ধুরা শোকের আতিশয্যে খবর দিতে ভুলে গেছেন অথবা অন্য কোনো কারণ ঘটেছে।

জনাব ফারুকীর বন্ধু গাড়ি নিয়ে এসেছেন তাকে নেয়ার জন্যে। আমাদের সকলের গন্তব্যস্থল একই। তাই তারা আমাদের দু'জনকে তাদের গাড়িতেই উঠালেন। বললাম, ভাই সোজা ইছড়া চলুন, যদি আখেরী দীদার হয়ে যায়।

নতুন ফিয়াট গাড়ি শাঁ শাঁ করে ছুটছে, লেজ আকাশে তুলে যেমন ধারা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে একলা মাঠে ফেলে আসা গো-শাবক তার মায়ের কাছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা মুজাং চুঙ্গী হয়ে ফিরোজপুর রোডে এসে পড়েছি। একটু দূরে দক্ষিণে ইছড়া মোড় ঘুরে বামে ঢুকতে হবে যায়লদার পার্ক লেনে। ৫/এ যায়লদার পার্ক মাওলানার বাসভবন। আমাদের গাড়ি ইছড়া মোড়ে পৌঁছতেই জনৈক শোকাকুল পথচারী বলে দিলেন– ঐ দেখুন দক্ষিণ দিকে জানাযার মিছিল চলছে।

সামনে জনসমুদ্র নজরে পড়লো। প্রশস্ত ফিরোজপুর রোডে মানুষ থৈ থৈ করছে। তার মধ্যে প্রাইভেট কার, বাস, পিকআপ, রিজার্ভ করা ট্রাক-অটোরিক্সা, স্কুটার, সাইকেল, শোকাকুল গণমিছিল। মুখে উচ্চঃস্বরে কালেমায়ে শাহাদাত এবং 'আল্লাহু আকবার'।

www.pathagar.com

সামনে অর্ধ মাইল দূরে 'মাইয়েত' বলে মনে হয়। ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চলতে পারে কই? কখনো কখনো এগুচ্ছে ধীরে ধীরে কচ্ছপ গতিতে। অগত্যা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরোজপুর রোড থেকে বাম দিকে কেটে পড়ে অন্য পথে দ্রুত পৌঁছে গেলাম গাদাফী স্টেডিয়ামে। এখানেই জানাযা হবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ, দীনের আলেমকুলশিরোমণী, বিশ্বব্যাপী ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনের কর্ণধার, বিশ্ববরেণ্য আল-উস্তাজ, আল-মুরশিদুল আম আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদীর।

গাদাফী স্টেডিয়াম পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ। মাইয়েত পৌঁছুবার আগেই বিরাট বিশাল স্টেডিয়ামের আধখানা ভরে গেছে। স্টেডিয়ামের আটটি ফটক দিয়ে ক্রন্দনরত মানুষের প্রবলস্রোত ভেতরে ঢুকছে। সারা দেশ থেকে আগত ইসলামি আন্দোলনের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার তাগড়া নওজোয়ান শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত। শৃঙ্খলার কঠিন বেড়াজাল ডিঙিয়ে সামনে এগুবার উপায় নেই। অসহায়ের মতো চারদিকে তাকাচ্ছি। চোখের পানিতে রুমালখানা ভিজে জবজবা হয়েছে। সাথিরা কোথায় হারিয়ে গেছেন।

সংবাদপত্রের জনৈক ফটোগ্রাফার আমাকে দূর থেকে চিনে ফেলেছেন। চিৎকার করে বললেন, আসুন মাওলানা! আপনাদের মতো বিদেশী মেহমানদের জন্যে প্রথম কাতার। এবার স্বেচ্ছাসেবকদের কড়া বেষ্টনী ভেদ করে সামনের কাতারে গিয়ে স্থান নিলাম। ডা. চৌধুরীও এসে গেলেন। খানিক পরে 'মাইয়েত' মাঠে পৌঁছে গেলো এবং আমাদের সামনে রাখা হলো। সঙ্গে মাওলানা মরহুমের ছেলেরা, মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ, অধ্যাপক খুরশীদ, মাওলানা হামিদী, চৌধুরী জিলানী এবং আরও অনেকে। তাঁদের সাথে বুক মেলাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। বহু চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো কলিজাখানা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

সামনের কাতারে আরও অনেকেই ঢুকতে শুরু করলেন এবং কাতার দু'ধারে প্রসারিত হতে লাগলো। প্রথম স্থান থেকে ডান দিকে খানিকটা সরে যেতে হলো।

সামনের কাতারে যেসব বিদেশী মেহমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সউদী রাষ্ট্রদূত রিয়াদ আল খতীব, জর্দান রাষ্ট্রদূত, আয়াতুল্লাহ খুমেনীর বিশেষ প্রতিনিধি ও ইরান সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. ইউসুফ আবদুল্লাহ আল-কারযাবী, বিশ্ব মুসলিম যুব সংসদের সহ-সেক্রেটারী জেনারেল ড. মুহাম্মদ তুতুঞ্জী, সিরিয়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী শেখ সাঈদ হাওয়া ও শেখ আদনান সাদুদ্দীন, কুয়েত আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ইসলাম সম্পর্কিত বিভাগের ডাইরেক্টর শেখ আবদুল্লাহ আল-আকীল, কুয়েতের প্রখ্যাত

www.pathagar.com

আইনবিদ এবং বহুল প্রচারিত 'আল-মুজতামিয়া' পত্রিকার সম্পাদক শেখ মুবারক আল-মুকাওয়া, মাওলানা মরহুমের বিশিষ্ট বন্ধু শেখ আবদুল আজীজ আল-আলী আল-মোতাওয়া, মিশরের বিশিষ্ট ইখওয়ান নেতা ড. কামাল, হাসানুল বান্না শহীদের পুত্র আইনজীবী শেখ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। সামনের কাতারে আরো ছিলেন জামায়াতে ইসলামি হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক, পাঞ্জাবের গভর্ণর লেঃ জেনারেল সরওয়ার খান, দেবল শরীফের পীর সাহেব এবং সামরিক বাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

পি পি পি ব্যতীত পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বহু উলামায়ে কেরাম, সুধী ও সরকারি বেসরকারি কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানাযায় শরীক হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফতী মাহমুদ, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, আযাদ কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইয়ুম খান, সরদার শওকাত হায়াত খান, চৌধুরী জহুল এলাহী, খাজা খায়রুদ্দীন, আল্লামা ইহসান ইলাহী জহীর প্রমুখ। ভারত থেকে আগত প্রায় পৌনে দু'শ আলেম ও ইসলামি আন্দোলনের কর্মী জানাযায় শরীক হন।

জানাযার 'কফিন' জড়ানো রয়েছে কালিমায়ে তাইয়িবাহ সম্বলিত জামায়াতে ইসলামীর পতাকা ও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সামরিক ইউনিফরমের উপর হাতে কালো ব্যাজ পরেছেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, কোনো সরকারি কর্মচারী ইচ্ছা করলে মাওলানার জানাযায় শরীক হতে পারে। জানাযার পূর্ব মুহূর্তে স্টেডিয়ামের দৃশ্য হৃদয়বিদারক, বিস্ফোরণোন্মুখ। স্টেডিয়ামের ভেতরে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ এবং ভেতরে ঢুকতে না পেরে বাইরে হাজার হাজার মানুষ বুক চাপড়ে মাতম করছে। লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদত, শোকের মর্সিয়া-ইয়া সাইয়িদী, মুরশিদী, মওদূদী-মওদূদী। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের হাহাকার ও মর্সিয়া স্টেডিয়ামের চারধারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উর্ধ্বাকাশ বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে আরশে পাকের দিকে। জনতা মাইয়েতকে এক নজর দেখার জন্যে, মাওলানার জাসাদে খাকীর (মাটির দেহ) শেষ দীদার লাভের জন্যে এবং হাত দিয়ে মাইয়েতের একটু পরশ লাভের জন্যে উন্মত্তের মতো সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। নওজোয়ান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রাণপণ শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টায় নিয়োজিত।

ইমামে কা'বা শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সাবিইয়িল জানাযার ইমামতি করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু মক্কা মুয়াযযামা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অনিবার্য কারণে তাঁর সফর বিলম্বিত করতে হয়েছে। অতঃপর ইমামতির ভার দেয়া হলো কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. ইউসুফ আবদুল্লাহ আল-কারযাবীর উপর। তিনি কায়রো জামিয়া আজহার থেকে



www.pathagar.com

ইসলামিয়াত ও দীনিয়াতে ডকটরেট লাভ করেছেন। প্রখ্যাত আলেমে দীন এবং মাওলানার প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তিনি ইমামতির আগে জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন, সাইয়েদ মওদূদী তাঁর বিশ্বজনীন দাওয়াত ও চিন্তাধারার জন্যে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর শতাধিক অমূল্য সাহিত্য রেখে গেছেন। আর রেখে গেছেন লক্ষ-কোটি রূহানী আওলাদ। আমি হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসিনি আপনাদেরকে কোনো সান্ত্বনার বাণী শুনাতে। বরং এসেছি একথা বলতে যে, দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ তাঁর চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে কাজ শুরু করেছে। আমরা মাওলানার আন্দোলনকে নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলবো। পাকিস্তানের জন্যে একমাত্র এটাই মঙ্গলজনক যে, এখানে সত্যিকার ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করা হোক। আপনারা যারা মাওলানার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তারা এর জন্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।

ড. কারযাবীর ভাষণের পর লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো– সাইয়েদী মুরশিদী-মওদূদী-মওদূদী। স্টেডিয়ামের বাইরে অপেক্ষমান হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো– সাইয়েদী মুরশিদী-মওদূদী-মওদূদী। সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো আকাশে-বাতাসে, চারধারের বৃক্ষরাজিতে, দালান-কোঠায়, প্রতিটি আনাচে-কানাচে।

জানাযার পর জনসমুদ্রের বাধ ভেঙ্গে গেলো। সকলের লক্ষ্য মাইয়েত। শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লো। বহু কষ্টে ভিড়ের চাপ থেকে বাঁচিয়ে মাইয়েত স্টেডিয়ামের বাইরে নিয়ে ট্রাকে উঠানো হলো। চারদিক থেকে মানুষের অসম্ভব চাপের মধ্যে দম বেরিয়ে যাচ্ছিলো। ডা, চৌধুরী ও আমি একে অপরকে চেপে ধরে বাইরে চলেছি। ডা. চৌধুরী তাগড়া পালোয়ানের মতো। তাই কতকটা ভরসা ছিলো নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবো। বাইরে রাস্তায় নামার পর হঠাৎ আমাদের সামনে দু'তিনটি যুবক সংজ্ঞাহীন হয়ে ধরাশায়ী হলো। আমার পালোয়ান সাথিটি আর নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। আমিও পড়লাম। শুধু পড়েই গেলাম না। অর্ধ ডজন মানুষ আমার উপরে। কি করে বেঁচে গেলাম জানি না। তবে কালেমা পড়ছিলাম নিশ্চয়ই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দু'তিন জন আমাকে ধরে তুলে বাইরে বের করে দিলেন। আমার সাথিটি কোথায় হারিয়ে গেলেন। আমার জামা-কাপড় ধুলো মলিন। কয়েক স্থানে আঘাতও পেলাম।

তাগড়া যুবকদের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার ঘটনা এই একটি নয়– বহু। এমনটি হবেই না বা কেন? মাওলানার জানাযার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের দূর-দূরান্ত ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে লোক লাহোরের দিকে ছুটেছে উন্মত্তের মতো। ট্রেনে, বাসে, বিমানে, স্কুটারে, সাইকেলে– যে যেভাবে পেরেছে

www.pathagar.com

এসেছে। কেউ এসেছে পনেরো বিশ মাইল পায়ে হেঁটে। শোক-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও প্রখর রৌদ্র তাপ উপেক্ষা করে।

সবচেয়ে বড় কারণ হলো, মাওলানার সাহিত্য, তাঁর বিশ্বজনীন ইসলামি দাওয়াত এবং তাঁর আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব লক্ষ লক্ষ যুবককে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। জাহিলিয়াতের ঘন অন্ধকার থেকে তাদেরকে তাওহীদের উজ্জ্বল আলোকের দিকে টেনে এনেছে। মাওলানার প্রতি তাদের বিরাট আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালোবাসার এই একটি মাত্র কারণ। মাওলানার মৃত্যু তাদেরকে পাগল ও দিশেহারা করেছে। এতোবড় এবং এ ধরনের শোক তাদের জীবনে এই প্রথম। তারা সব মাওলানার রূহানী আওলাদ। তাই যুবকবৃন্দ নির্বিশেষে অনেকেই এ শোকের আঘাতে মুষড়ে পড়েছেন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন।

যাহোক, আধ মাইল দূরে রাখা হাশির ফারূকীর গাড়িখানা বহু কষ্টে খুঁজে বের করলাম। গাড়িতে কেউ নেই। শরীর কাঁপছে। দু'টি চোখ দিয়ে পাহাড়ি ঝরনা ছুটছে। মিনিট দশেক পর ডা. চৌধুরী এলেন। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন সর্বনাশ হয়েছে।

বললাম, বেঁচে তো আছেন। এরপর সর্বনাশটা কিসের শুনি?

বললেন, আমি মরে গেলে দুঃখ ছিলনা। আমার সাধের ক্যামেরাটি ভেঙ্গে-চূর্ণ-বিচূর্ণ। বড় সুন্দর সুন্দর বিশ-বাইশটি স্ন্যাপ নিয়েছিলাম। যা সম্বল করে ঘরে ফিরতাম– তাই আমার চলে গেলো।*

একটু পরে হাশির ফারূকী ও তাঁর বন্ধু এসে পড়লেন। মাইয়েতসহ ট্রাক আগেই রওয়ানা হয়েছে। তবে গতি অত্যন্ত মন্থর। ট্রাকে রয়েছেন মাওলানার পুত্রগণ– উমর ফারূক, আহমদ ফারূক, মুহাম্মদ ফারূক, ও হুসাইন ফারূক। আরও রয়েছেন মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ ও অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ। বিদেশীদের মধ্যে ড. কারযাবী, ড. তুতুঞ্জী এবং শেখ মুবারক আল-মুকাওয়া।

যায়লদার পার্কের সংকীর্ণ গলি দিয়ে মাওলানার বাসভবনে মাইয়েতসহ ট্রাক যাবে যেখানে দাফন কার্য সমাপন করা হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে যাবে কি করে? তাই শুধু বিশিষ্ট লোককে গলির মধ্যে ঢুকতে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশী মেহমান জামায়াত নেতৃবৃন্দ এবং জনাব আলতাফ হাসান কুরায়শীসহ চার-পাঁচ জন সাংবাদিক মাওলানার বাসভবন পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন।

মাওলানার খাস কামরার সামনে একটা উঁচু জায়গায় মাইয়েত রাখা হয়েছে। দু'পাশের বাড়ির বারান্দা ও ছাদের উপরে হাজার শোকার্ত মেয়ে-পুরুষ তাদের সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে মাইয়েতের উপর। মাওলানার চিরন্তন বাসস্থান তৈরি হতে একটু বাকি। সংকীর্ণ পরিসর হলেও কয়েক হাজার লোক ভিড় করে আছে।

---

* জনাব আজিজুল হক চৌধুরী ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

এমন সময় এক অপরূপ অথচ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখা গেলো। বাড়ির ভেতর থেকে দু'টি কচি শিশু বেরিয়ে মাইয়েতের নিকটে এলো। একজন অপরজনকে বলছে– ওদিকে যেয়ো না দাদাজান ঘুমুচ্ছেন।

অন্যজন বলছে এতো লোক এখানে কেনো? দাদাজানের যে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। এতোগুলো মানুষ রোজ এখানে এলে দাদাজান কাজ করবেন কি করে?

মাসুম বাচ্চাদের মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো যাদের কানে পৌঁছলো, তারা না কেঁদে পারলো না। কচি বাচ্চাদের কতো দরদ, কতো চিন্তা তাদের প্রিয় দাদাজানের জন্যে। কিন্তু দাদাজান যে তাদেরকে ফেলে চলে গেছেন, দূরে-বহুদূরে– ধরা ছুয়ার বাইরে।

একটু পরেই সাইয়েদ ও মুরশিদ মওদূদীকে শয়ন করানো হলো তাঁর চিরন্তন শয্যায়। মানব ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল অধ্যায়ের যবনিকাপাত হলো। হয়তো আমাদের শ্রুতির অগোচরে ধ্বনিত হলো–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي-

"হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি তোমার পরিণামের জন্যে তুষ্ট এবং তুমি প্রিয়পাত্র তোমার রবের কাছে। অতএব আমার নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।" *(সূরা আল-ফজর : আয়াত ২৭-৩০)*

শেষের কথাগুলো কিন্তু পরদিন সত্যি সত্যিই নিজ কানে শুনতে পেয়েছিলাম। সকাল ন'টার দিকে গেস্ট হাউজ থেকে গেলাম ৫/এ যায়লদার পার্ক। এটা কোনোদিনই ভাবিনি যে, এ স্থানটিতে আসবো আর মাওলানাকে দেখতে পাবো না– দেখবো তাঁর চিরন্তন শয্যাঘর। বুকখানা অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিলো। দেখলাম মাওলানার মাজার ঘিরে বিশ-পঁচিশ জন লোক। তাঁদের মাঝে রয়েছেন দেবল শরীফের পীর সাহেব। সকলের হাত উপরে উঠানো দোয়ার জন্যে। পীর সায়েবের মুখে প্রথমে একথাই শুনলাম–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ..... وَادْخُلِي جَنَّتِي-

দোয়ার জন্যে হাত উঠানোই রয়েছে এবং তিনি বলেই চলেছেন : সাইয়েদ মওদূদী সারা জীবন হক কথা বলেছেন, হকের দাওয়াত দিয়েছেন, হকের উপর শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন। মানুষ টেপ রেকর্ডের মতো। আপনারা যে টেপ রেকর্ডার দেখেন তা মানুষের তৈরি। মানুষ টেপ রেকর্ডার আল্লাহর তৈরি। মানুষের তৈরি টেপ হাসে, কাঁদে, গান গায়, কথা বলে। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদী

www.pathagar.com

আল্লাহর তৈরি এমন এক টেপ, যা দুনিয়াতেও হক কথা বলেছে, কবরেও বলছে এবং আখেরাতেও বলবে–

পীর সাহেব এমনি সব বলেই চলেছেন আর শ্রোতাদের চোখ দিয়ে টস টস করে অশ্রু ঝরছে।

পীর সাহেব দোয়া শেষ করে মুখ ফেরাতেই তাঁকে সালাম মুসাফাহ করলাম। বড্ডো ভালো লাগলো তাঁর কথাগুলো। এ ছিলো তাঁর আন্তরিক অনুভূতির অভিব্যক্তি।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ। আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে একটু পেছনে ফিরে যাই। লাহোর থেকে চিকিৎসার জন্যে মাওলানার বিদেশ যাত্রা এবং সেখান থেকে পরপারে যাত্রার কিছু বিবরণ জেনে রাখা দরকার মনে করি।

চিকিৎসার জন্যে মাওলানার বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা মোটেই ছিলো না। হয়তো তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, চিকিৎসায় কোনো লাভ হবে না। কারণ সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু এমন এক ঘটনা ঘটেছিলো যা তাঁর বিদেশ যাত্রা তরান্বিত করে।

সউদী আরবের বাদশাহ খালিদ তাঁর বিশেষ চিকিৎসক ডা. মারূফ দাওয়ালিবিকে পাঠান মাওলানাকে দেখার জন্যে। তিনি মাওলানার সাথে দু'ঘন্টা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করেন। আলাপ চলাকালে মাওলানা কাউকে এটা অনুভব করতে দেননি যে, তাঁর স্নায়ুগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তারপর যেই মাত্র ডা. দাওয়ালিবি মাওলানার কক্ষ ত্যাগ করলেন মাওলানা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। এ ঘটনাটি সকলকে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল করে তোলে। ডা. আহমদ ফারূক মাওলানাকে চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু বেগম মওদূদী এবং বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলেও মাওলানাকে রাজি করানো গেলো না। মাওলানা তাঁর পাসপোর্ট গোপনে রেখে দিয়েছেন। সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে মাওলানার হিসাবরক্ষক জনাব বশীর আহমদ বাট ফন্দিফিকির করে মাওলানার নিকট থেকে পাসপোর্ট হস্তগত করেন। তারপর ২৬ মে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ এবং ইসলামাবাদ থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে মাওলানা লন্ডন রওয়ানা হন। লন্ডন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান। বেগম মওদূদীও মাওলানার সাথে যান এবং শেষ পর্যন্ত মাওলানার পাশেই ছিলেন।

নিউইয়র্ক থেকে সাড়ে চারশ মাইল দূরে বাফেলো শহরে মিলার ফিলমোর হাসপাতালে অপারেশনের জন্যে মাওলানাকে ভর্তি করানো হয়। মাওলানার দ্বিতীয় পুত্র আহমদ ফারূক মওদূদী একজন প্রখ্যাত ডাক্তার। (ব্রেইন স্পেশালিস্ট) এবং তিনিও এখানে থাকেন। হাসপাতালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাওলানার অপারেশন হয়। নাড়িতে ক্ষতের কারণে অপারেশন করতে হয়।

www.pathagar.com

ডাক্তার বলেন, এরূপ অবস্থায় রোগী অসহ্য বেদনা অনুভব করে। কিন্তু মাওলানার তা হয়নি। আগের দিন মাওলানা কথাবার্তা বলতে পারেননি। অপারেশনের পর অবস্থা সন্তোষজনক ছিলো। ঐদিন বেলা চারটায় মাওলানার জনৈক বন্ধু ডা. আমীরুল্লাহ হুসাইনী তাঁকে দেখতে যান। শরীর কেমন জিজ্ঞেস করলে মাওলানা বলেন যে, তিনি ভালো আছেন। ডাক্তার সাহেব দোয়া করতে বললে মাওলানা কুরআনের নিম্ন দোয়া করেন :

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

"তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-১০১)

পরদিন ৫ সেপ্টেম্বর হৃদরোগের আক্রমণ হয়। আবার সাত তারিখ থেকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। ১৯ তারিখ আবার হঠাৎ অবনতি ঘটে এবং হৃৎপিণ্ডের ব্যাথা খুব বেড়ে যায়। ২১ তারিখ দিনগত রাতে বেগম মওদূদী অনেক রাত পর্যন্ত স্বামীর শয্যাপাশে বসে সূরায়ে ইয়াসীন ইত্যাদি এবং দোয়া কালাম পড়ে তাঁকে আল্লাহ তায়ালার উপর সোপর্দ করে আসেন।

পরদিন অধিক সময় মাওলানা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটান। কিন্তু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামাযের সময় তাঁর ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি উঠানামা করতো– যা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। ২২ সেপ্টেম্বর (১৯৭৯) সকাল পৌনে ন'টায় ৭৬ বছর বয়সে মাওলানা তাঁর প্রকৃত মা'বুদের সাথে মিলিত হন– ইন্না লিল্লাহে...।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ৪৮ ঘন্টার আগে হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ অপসারিত করা যায় না। সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট দেয়া হয়। তারপর কফিন বাক্স তৈরি হবে। মৃতদেহ রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হবে। তারপর মৃতদেহ অপসারণ করা যাবে। এতে অন্তত ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে। আবার কোনো মৃতদেহ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নিতে হলেও সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত বলতে হবে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্চর্যজনকভাবে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বিকেল চারটায় হাসপাতাল থেকে বাফেলো শহরের উপকণ্ঠে উইলিং রোডে অবস্থিত ডা. ফারূক মওদূদীর বাসস্থানে মাইয়েত স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে মাওলানার সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম, নওমুসলিম ও শোকার্ত জনতার ভিড় জমতে থাকে উইলিং রোডে। ২২ সেপ্টেম্বর বাফেলো শহরে তিনবার নামাযে জানাযা আদায় করা হয়। প্রথমবার নামায পড়ান মাওলানা শরীফ বোখারী, দ্বিতীয়বার টরেন্টোর (কানাডা) কারী সাহেব এবং তৃতীয়বার লাহোর বাগে জিন্নাহ

www.pathagar.com

মসজিদের খতীব এবং আঞ্জুমানে খোদ্দামুল কুরআনের সভাপতি ডা. ইসরার আহমদ। তাঁরা শিকাগো থেকে বিমান যোগে পৌঁছেন। এই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত টরেন্টো, নিউইয়র্ক, শিকাগো, ডেট্রয়, মিশিগান, ইন্ডিয়ানা এবং অন্যান্য শহর থেকে অবিরাম লোক আসতে থাকে। ইরানের কাউন্সেল জেনারেল সংবাদ পাওয়া মাত্র বাফেলোয় এসে প্রথম জানাযায় শরীক হন। মাইয়েতকে উইলিং রোডে যখন আনা হয়, তখন ডা. আহমদ ফারুক, বেগম মওদূদী, মাওলানার জামাই সাইয়েদ মাসউদ এবং বেগম মওদূদীর ভাই উপস্থিত ছিলেন। ডা. আহমদ ফারুক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "মাওলানা মওদূদী মরহুম যে মিশন নিয়ে সারাজীবন কাটালেন, সে মিশন নিয়ে আমাদের সকলকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। আমাদের জন্যে আনন্দের বিষয় এই যে, মাওলানা তাঁর প্রকৃত সম্মানদানকারী আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাযির হয়েছেন। আমরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুধু পাকিস্তানেই নয় বরং সারা বিশ্বে ইনশাআল্লাহ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবো।"

ডা. আহমদ ইরানের কাউন্সেল জেনারেলকে বলেন, "মাওলানা বলেছিলেন তাঁর স্বাস্থ্য অনুমতি দিলে তিনি নিশ্চয়ই ইরানে যাত্রা বিরতি করে আসতেন। মাওলানা এ কথাও বলেছিলেন ইরানের ইসলামি বিপ্লব আমার হৃদয়ের স্পন্দন।"

মাওলানা ২২ জুলাই উত্তর আমেরিকার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত পঁয়ত্রিশ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাৎ দান করেন। এ সাক্ষাৎকার ডা. আহমদ ফারুকের বাসস্থানে হয়। মাওলানা তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন ও অনেক সমস্যার সমাধান পেশ করেন। এ সময়ে তাঁর শরীরের অবস্থা বাহ্যত ভালো মনে হতো। মেজাযও বেশ হাসিখুশী ছিলো। আলাপচারির মধ্যে স্বভাবসুলভ রসিকতাও করেন।

এ সময়ে নিউইয়র্ক থেকে একজন মাওলানার জন্যে পান নিয়ে আসেন। তারপর পান নিয়ে কথা উঠলো। জনৈক আনওয়ার বেগ বললেন, "মাওলানা, মনে হয় আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতে পান অবশ্যই রেখে থাকবেন।"

তার উত্তরে মাওলানা রসিকতা করে বলেন, "ভাই, আপনার হয়তো জানা নেই যে, পান আসলে জান্নাতেরই পাতা এবং সেখান থেকেই যমীনে এসেছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ সরানো এবং তা আবার দেশান্তরে নিয়ে যাওয়া এক অতি দুষ্কর ব্যাপার আগে বলেছি। এ সব ব্যবস্থাপনা সূচারুরূপে সমাধা করার ব্যাপারে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে আগত মাওলানার ভক্ত অনুরক্তগণ যথেষ্ট সাহায্য করেন। নিউইয়র্কে জানাযার জন্যে সেখান থেকে বারবার টেলিফোনে অনুরোধ আসতে থাকে। ব্যবস্থাপনা কতোদূর কি হলো এ

www.pathagar.com

সম্পর্কেও বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্বেগের সাথে টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিলো। ডা. আহমদের বাড়িতে অবিরাম টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করছিলো।

ওদিকে মাওলানার মৃত্যু সংবাদ শুনামাত্র আল্লামা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খুমেনী বলেন, "মিল্লাতে ইসলামিয়া একজন প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ হারালো।" অত:পর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বাফেলোতে বেগম মওদূদীকে জানান যে, ইরানের বিমান মাওলানার মাইয়েত বহন করার মতো মহান খিদমতের জন্যে প্রস্তুত। মৃত্যু সংবাদে বাদশাহ খালেদ মর্মাহত হয়ে বলেন, "আল-উস্তাজ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ইন্তেকাল মুসলিম বিশ্বের জন্যে এক মর্মন্তুদ ঘটনা।" তিনিও জানিয়ে দেন যে, সউদী এয়ার লাইন্সের বিমান মাওলানার মাইয়েত বহনের সৌভাগ্য লাভের জন্যে প্রস্তুত। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক মাওলানা মৃত্যু সংবাদে শোকে অধীর হয়ে পড়েন এবং মাওলানার মাইয়েত বহনের জন্যে পি আই এ-র খিদমত পেশ করেন।

বেগম মওদূদী এসব সরকারের প্রতি এবং বিশেষ করে আল্লামা খুমেনী, বাদশাহ খালেদ এবং জেনারেল জিয়াউল হকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি তাঁর সারা জীবনে কোনোদিন একটি বারের জন্যেও কোনো বিষয়ে কারও কাছে হাত পাতেননি, তাঁর মৃত্যুর পর এ ধরনের খিদমত গ্রহণে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাই দেখানো হবে। আমি সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলছি, আমরা আমাদের আপন সাধ্যানুযায়ী এ কাজের আঞ্জাম দেবো।"

একটা চার্টার্ড বিমানে বাফেলো থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর বিকাল চারটায় মাইয়েত নিউইয়র্ক রওয়ানা করে এবং নিউইয়র্ক থেকে রাতে পানামের বিমানে লন্ডন পাঠাবার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

এক শোকার্ত পরিবেশে অবিরাম অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধেয় মুরশিদে আ'ম-এর মাইয়েতকে শেষ বিদায় দেয়া হলো। তার আগে বেলা আড়াইটায় চতুর্থ বার বাফেলোতে নামাযে জানাযা পড়া হলো। অত:পর চার্টার্ড বিমানখানি বাফেলোকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে আকাশে তার পাখা মেলে উড়ে চললো। নিউইয়র্ক থেকে পানাম বিমান মাইয়েতসহ রাতের আঁধার চিরে লন্ডনের উদ্দেশ্যে আটল্যান্টিক মহাসাগরের আকাশপথে উড্ডীন হলো।

লন্ডন ও পাকিস্তানে সকলে এ ধারণা পোষণ করতেন যে, আটচল্লিশ ঘন্টার আগে মাইয়েতের উপস্থিতি আশা করা যায় না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে নিউইয়র্ক থেকে বিমান রওয়ানা হওয়ার পর এ সংবাদ লন্ডনে পৌঁছানো হয়।

জনৈক চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়াসীন মাওলানা ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাওলানার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় তিনিও শরীক ছিলেন। তিনি লন্ডনে ব্যবসা করেন। মাওলানাকে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর লন্ডন ফিরে আসেন এবং

www.pathagar.com

সব সময় ডা. আহমদ ফারুকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তিনি বলেন, "হঠাৎ ২৩ তারিখ রাতে আমরা লন্ডনে খবর পেলাম মাওলানার মাইয়েত নিউইয়র্ক থেকে রওয়ানা হয়েছে। তখন কোনো পত্রিকায় সংবাদ দেয়ার সময় ছিলো না। শুধু টেলিফোনের মাধ্যমে সকল স্থানে খবর পৌছানো হলো।"

নিউইয়র্ক থেকে বিমানটি পরদিন অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় লন্ডন বন্দরে অবতরণ করেন। 'আল্লাহু আকবার' লন্ডন বিমান বন্দরের ইতিহাসে এতো বড় গণজমায়েত অতীতে কখনো হয়নি। বিমান পৌছুবার পূর্বেই বিমান বন্দর লোকে লোকারণ্য হয়। বিমান বন্দরের দিকে অবিরাম অশ্রুকাতর মানুষের স্রোত দেখা যায়।

বিমান থেকে মাইয়েতের সাথে অবতরণ করেন বেগম মওদূদী, ডাঃ আহমদ ফারুক ও সাইয়েদ মাসউদ। বিমান বন্দরে ক্রন্দনরত হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ থেকে কালেমায়ে শাহাদাত ও আল্লাহ আকবার ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকে। বিমান থেকে মাইয়েতকে নামিয়ে পি. আই. এ-র শালিমার লাউঞ্জে রাখা হয় এবং ৪নং টার্মিনালে নামাযে জানাযার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমবার জনাব খুররম জাহ মুরাদ এবং দ্বিতীয়বার অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। তারপর বার্মিংহাম থেকে কয়েকটি বাসভর্তি লোক এসে হাজির হন। এবার নামাযে ইমামতি করেন ইউ, কে ইসলামিক মিশনের সহ-সভাপতি। তারপরও অবিরাম লোক আসতে থাকে। পিআইএ-র বিমান ছাড়তে বেশ বিলম্ব হয়। তার ফলে আরও দু'বার জানাযার নামায আদায় করা হয়। বিমান বন্দরে দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক উপস্থিত হন। তাঁরা মন্তব্য করেন, শোকে মুহ্যমান এমন জনসমুদ্র তারা কোনোদিন দেখেননি এবং কল্পনাও করেননি।

মাওলানার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যে বিমান বন্দরে উপস্থিত হন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা জনাব মুয়াযযম আলী, ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালিম আযম এবং বহু দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ।

সন্ধ্যায় বিলম্বে পিআইএ-র বিমান মাইয়েতসহ রওয়ানা হয় এবং আমস্টার্ডাম, দামেশক ও দুবাই হয়ে পরদিন (২৫-৯-৭৯) সকাল দশটায় করাচি বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।

## ২৫ তারিখে করাচির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা

সকাল ন'টা থেকে করাচি বিমান বন্দরে লোক জমা হতে শুরু হয়েছে। এ দিন ছিলো করাচি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচনের দিন। অধিকাংশ যানবাহন নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত। তথাপি বহু কষ্টে লোক বিমান বন্দরের দিকে ছুটছে।

www.pathagar.com

সাড়ে ন'টায় জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানের আমীর মিঞা তুফাইল মুহাম্মদ করাচি জামায়াত নেতৃবৃন্দ এবং দশ-বারোজন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারসহ ভি আই পি লাউঞ্জে প্রবেশ করছেন। চেহারা মলিন ও শোকার্ত। পিয়াসীর স্বেচ্ছাসেবকগণ সারিবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে দণ্ডায়মান। বাইরে বারান্দায় কয়েকজন বোরকা পরিহিতা মহিলা ক্রন্দনরত। হাজার হাজার লোক বিমানের অপেক্ষায়। ঘোষণা করা হলো, বিমান পৌঁছুবার পনেরো মিনিট পরে এক মাইল দূরে বিমান বন্দর স্টেডিয়ামে জানাযার নামায হবে। লোক সেদিকেই দৌড়াতে থাকে।

মিঞা সায়েব ভি আই পি লাউঞ্জে শোকার্ত জনতার মধ্যে নির্বাক বসে আছেন। খানিক পরে সরদার শেরবাজ মাজারী লাউঞ্জে প্রবেশ করে মিঞা সায়েব, জান মুহাম্মদ আব্বাসী এবং অন্যান্যের সাথে সাথে গলা মিলিয়ে শোক প্রকাশ করতে থাকেন।

এমন সময় জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী মিঞা সায়েবকে সালাম করে বলেন, "আমি আসছি রাশিয়া থেকে। সেখানে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিলাম। যখনই সম্মেলনে মাওলানার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলো, তখন স্বত:স্ফূর্তভাবে লোকের হাত উপরে উঠলো দোয়ার জন্যে।"

তিনি আরও বলেন, " মাওলানার মৃত্যুতে ক্ষতি শুধু তাঁর পরিবার ও জামায়াতে ইসলামীর নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কথাগুলো বলেন।

ঠিক দশটায় বিমান রানওয়েতে নেমে পড়ে ভি আই পি লাউঞ্জের সামনে দাঁড়ালো। শত শত লোক ভেঙে পড়লো। কয়েকজন শোকে মুহ্যমান হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

বিমান থেকে প্রথমে নামলেন ডা: আহমদ ফারূক। অত:পর বেগম মওদূদী। তাঁর পেছনে অধ্যাপক খুরশীদ, সাইয়েদ মাসউদ এবং 'ডন ট্রাভেলস লন্ডন'-এর চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়াসিন। এ পাঁচজন এলেন মাইয়েতের সাথে।

ভিড়ের মধ্যে বহু কষ্টে মাইয়েতকে ট্রাকে উঠানো হলো। ট্রাকের উপরে মিঞা সায়েব, ডা. আহমদ, অধ্যাপক খুরশীদ প্রমুখ নেতাগণ। জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে ট্রাকটি বিমান বন্দর স্টেডিয়ামের দিকে রওয়ানা হলো। এগারোটা পাঁচ মিনিটে জানাযার নামায পড়ালেন মিঞা তুফাইল মুহাম্মদ সায়েব।

নামাযের পর মাইয়েতকে আবার ট্রাকে উঠানো হলো। এবার ট্রাকে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন সিন্ধুর গভর্নর জেনারেল আব্বাসী। এতোক্ষণ পর্যন্ত লোক অসীম ধৈর্যের সাথে নিজেদেরকে সংযত রেখেছিলেন। কিন্তু এবার তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। অসংখ্য মানুষ সারা শহর থেকে বিমান বন্দরে হাযির হয়েছে।

www.pathagar.com

এমন কে আছে যে শেষ বিদায়ের সময় তার প্রিয় নেতার মুখখানা শেষবারের মতো দেখে নেবে না? সকলে উন্মাদের মতো ট্রাকের পিছনে ছুটছে। সকলেরই বাসনা একবার মাইয়েত স্পর্শ করবে– একবার জ্যোতির্ময় চেহারাখানা প্রাণভরে দেখে নেবে। এ যে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত। যিনি তাদের সুপ্ত আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছেন, বিবেকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি আজ নিজেই সুপ্ত ও নীরব। তিনি তাঁর কাজ সমাধা করে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। বারবার ধ্বনিত হতে লাগলো– 'আল্লাহু আকবর' এবং তার সাথে 'সাইয়েদী-মুরশেদী-বিদায়-বিদায়'।

মাইয়েতকে বিমানে উঠানোর দৃশ্য আরও হৃদয়-বিদারক। কতোজন একে অপরকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। কতোজন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। বেলা একটায় মাইয়েত বিমানে উঠানোর পর বিমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। দেড়টায় বিমান লাহোরের পথে আকাশে তার দু'টি পাখা মেলে উপরে উঠে। বিমানের বিকট শব্দ শোক-সন্তপ্ত প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আঘাত করতে থাকে। যদি তাদেরও দু'খানা করে পাখা থাকতো, তাহলে পাখির ঝাঁকের মতো বিমানের সাথে উড়ে চলতো। তাই হতাশা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু– এ তিনের সাথে তাদের মুখে ছিলো প্রিয় মুরশিদের জন্যে প্রাণভরা দোয়া।

লাহোর বিমান বন্দর। আশ্বিনের প্রখর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়েছে। যে মর্দে মুমিন গত ২৬ মে এই বিমান বন্দরে দুঃখ ভারক্রান্ত ইসলামি জনতাকে খোদা হাফেয বলে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন, কে জানতো এ ছিলো তাঁর শেষ বিদায়? তিনি আর লাহোরে ফিরে আসতে পারলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে সব প্রিয় বান্দাহদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, 'রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারাদু আনহু'- তাঁদের মধ্যে তিনি একজন এবং তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর প্রভুর সান্নিধে চলে গেছেন। শুধু তাঁর অচেতন মাটির দেহখানি লাহোরে আজ ফিরে এসেছে। তাঁর মাইয়েতকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে জনস্রোত ছুটছে লাহোর বিমান বন্দরের দিকে। মাইয়েতসহ বিমানটি তিনটায় অবতরণ করার কথা।

এর মধ্যে লক্ষাধিক লোক বিমান বন্দরে জমায়েত হয়েছে। যারা বিমান বন্দর পর্যন্ত যেতে পারেনি, তারা বিমান বন্দর থেকে মাওলানার বাসভবন ইছড়া পর্যন্ত পথের দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাওলানার মাইয়েতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যে।

বিমান বন্দরে যাঁরা এসেছেন, তাঁর মধ্যে জামায়াত নেতৃবৃন্দ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসলামি আদর্শ কাউন্সিলের সভাপতি বিচারপতি আফজাল চীমা, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফের নেতৃত্বে শতাধিক লোকের প্রতিনিধি দল, জর্দান থেকে ডা: লতিফের নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধি দল

www.pathagar.com

এবং মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতগণ, জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিনিধিবৃন্দ, ইসলামিক স্টুডেন্ট মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিগণ এবং আফগান মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দ।

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন চৌধুরী জহুর ইলাহী, মালিক কাসিম, খাজা খায়রুদ্দিন, সাহেবযাদী মাহমুদা বেগম, সরদার শওকাত হায়াত এবং আরও অনেকে। আরও এসেছেন একটি কাল রঙের গাড়িতে মাওলানার পরিবারের মহিলাগণ। নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মতো-শোকের মূর্ত প্রতীক। অশ্রু চোখের কোণায় জমাট বেঁধেছে।

ঠিক বেলা তিনটায় প্রতীক্ষিত বিমানখানা যখন বিমান বন্দরের আকাশে চক্কর দিতে থাকে, তখন অধীর জনতা প্রবল শোকাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে কালেমায়ে শাহাদাত ও তাকবীর ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকে আকাশে বাতাসে।

তিনটা পাঁচ মিনিটে বিমানখানি অবতরণ করে ভি আই পি লাউঞ্জের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। বিমানের জানালা ঘেষে একখানি পি আই এ-র ট্রাক গিয়ে দাঁড়ালো। মাইয়েত নামানোর জন্যে বিমানে উঠে পড়লেন– হুসাইন ফারুক মওদূদী, চৌধুরী জহুর ইলাহী, কাজী হুসাইন আহমদ এবং পিয়াসীর কর্মী মৌলভী রফিক আহমদ।

মাইয়েত ট্রাকে উঠানোর পর ধীর ও মন্থর গতিতে ট্রাকখানি চললো মাওলানার বাসভবনের দিকে। ট্রাকের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল চলেছে। খয়বর থেকে কোয়েটা, আযাদ কাশ্মীর থেকে মুলতান পর্যন্ত প্রতিটি শহর ও জনপদের লোক এসেছে-যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে। পথের দু'পাশ থেকে প্রতিটি দালান কোঠার উপর থেকে অসংখ্য নরনারী এ শোক মিছিল দেখে অশ্রু বিসর্জন করছে এবং মাইয়েতের উপর পুষ্প বর্ষণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। ট্রাকের সাথে প্রাইভেট কার, স্পেশাল বাস, স্টেশন ওয়াগান, স্কুটার, অটোরিক্সা, সাইকেল প্রভৃতির মাইলব্যাপী দীর্ঘ সারি চলেছে এবং তার সাথে লক্ষ লক্ষ শোকাতুর মানুষ চলেছে পায়ে হেঁটে। কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই, হৈ-চৈ হট্টগোল নেই। যে শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ এতোদিন তারা পেয়ে এসেছে, তা পুরোপুরি বজায় রেখে সামনে এগিয়ে চলেছে জনস্রোত। পেছনে একটি গাড়ি থেকে লাউড স্পীকারে কালেমায়ে শাহাদাত ও তাকবীর ধ্বনি করা হচ্ছে। সাড়ে তিনটায় এ কাফেলা চলা শুরু করেছে বিমান বন্দর থেকে। শাহেরাহে কায়েদে আযম, চেয়ারিং ক্রস, শাহেরাহে ফাতেমা জিন্নাহ, মুজাং চুঙ্গী হয়ে ফিরোজপুর রোড এবং তারপর ইছড়া মোড় পৌছে সন্ধ্যা ছ'টায়। অতঃপর বহুকষ্টে মাইয়েতসহ ট্রাক মাওলানার বাসভবনে পৌছে। চারদিকের মসজিদের মিম্বর থেকে মাগরিবের আযান ধ্বনি

www.pathagar.com

হচ্ছে। চারপাশের কোনো মসজিদে তিল পরিমাণ স্থান নেই লোক দাঁড়ানোর। এদিকে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেকেই শোকের আতিশয্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

মাগরিবের পর ঘোষণা করা হলো, রাত ন'টা পর্যন্ত শুধু মহিলারা মাইয়েতের শেষ দীদার লাভ করতে পারবে। অতঃপর রাত দশটা থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত শুধু পুরুষদের জন্যে দীদার লাভের সুযোগ থাকবে।

মাওলানা খাস কামরার সামনে উঁচু স্থানে মাইয়েত রাখা হয়েছে। এক ফটক দিয়ে মানুষ ভিতরে প্রবেশ করবে, এক নজর মাইয়েতকে দেখবে– অন্য ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে মহিলাদের সারি চলেছে ৫/এ যায়লদার পার্কের ফটকের ভেতর এবং রাত ন'টা পর্যন্ত অবিরাম চলেছে এ স্রোত।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ তিনখানা বাস বোঝাই হয়ে এসেছে। তাদের সকলের কণ্ঠে শোকের কান্না। আকাশে বাতাসে যেনো শুনা যাচ্ছে কান্নার রোল, কাঁদে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, কাঁদে কুল মাখলুকাত।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শেষ দীদারের জন্যে এলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক। কিছুক্ষণ মহিলাদের থামিয়ে তাঁর দীদারের সুযোগ করে দেয়া হলো। মিঞা তুফাইল মুহাম্মদ জেনারেল জিয়াউল হককে সাথে করে মাওলানার বাসভবনে প্রবেশ করেন। পাকিস্তান-প্রেসিডেন্টের সাথে ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর জেনারেল সরওয়ার খান, চীফ সেক্রেটারি এবং অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। তাঁদের সাথে আরও ছিলেন ইসলামী জমিয়তের প্রধান জনাব লিয়াকত ভালুচ। জেনারেল জিয়াউল হক মাওলানার দীদার লাভ করার পর কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর দু'টি গণ্ড বেয়ে প্রবাহিত হয় প্রবল অশ্রুধারা।

জেনারেল জিয়াউল হক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "এ যে একেবারে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল।" তারপর মাওলানার সন্তানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "মাওলানার তিরোধান এক অপূরণীয় ক্ষতি। এ ক্ষতি তাঁর পরিবারের নয়, পাকিস্তানের নয় বরং সারা মুসলিম বিশ্বের। তিনি যে মহান খিদমত করে গেলেন, তা আগামী কয়েক শতক পর্যন্ত মুসলমান জাতির পথ নির্দেশ করবে। আমি আশা করি মাওলানা হেদায়েতের যে দীপশিখা জ্বালিয়ে গেলেন, তাঁর সন্তানগণ তা আলোকিত রাখার চেষ্টা করে যাবেন।"

মিনিট দশেক পরে তিনি বিদায় হন।

রাত সাড়ে ন'টা থেকে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক সারি বেঁধে ক্ষণিকের জন্যে হলেও মাওলানার শেষ দীদার লাভ করেন।

www.pathagar.com

ঠিক বেলা ন'টার ভেতরে লোকের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জানাযার জন্যে মাইয়েতকে পুনরায় ট্রাকে উঠানো হয়। ঠিক এ সময়ে আমি লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করি। এর পরের বেদনায়ক দৃশ্যগুলো আগেই বর্ণনা করেছি।

সাতাশে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্জুমান ইত্তিহাদে তালাবার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফয়সল অডিটরিয়ামে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ। এখানে দেশ-বিদেশের বহু মনীষী ও পণ্ডিত মাওলানার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তৃতা করেন।

কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, সাইয়েদ মওদূদীর জানাযা ছিলো একটি গণভোট। পাকিস্তানের জনগণ ইসলামের পক্ষে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বমুসলিম যুব সংসদের সহ-সেক্রেটারী জেনারেল ড. মুহাম্মদ আহমদ তুতুঞ্জী বলেন, মাওলানার চিন্তাধারা মন-মস্তিষ্ককে কিয়ামত পর্যন্ত আলোকিত করতে থাকবে। কুয়েতের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ইসলাম বিষয়ক বিভাগের ডাইরেক্টর শেখ আবদুল্লাহ আল আকীল বলেন, ইসলামকে মসজিদ-মাদ্‌রাসার চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখার ষড়যন্ত্র মাওলানা মওদূদী নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সউদী আরবের সরকারী প্রতিনিধি ড. তাহা আবির বলেন, সাইয়েদ মওদূদী বর্তমান শতকে আল্লাহর দীনকে পুনর্জীবিত করেছেন। কুয়েতের জনৈক মনীষী আবদুল আবীর আল মোতাওয়া বলেন, সাইয়েদ মওদূদী এমন এক জামায়াত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, যা সারা দুনিয়ার ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তৎপর। জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফ বলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, মাওলানা মওদূদী তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে গেছেন। আমি বলেছিলাম, মাওলানার সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মানসিক বিপ্লব এনে দিয়েছে। সিরিয়ার জনৈক মনীষী শেখ সাঈদ হাওয়া বলেন, মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের সুবাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইসলামী জমিয়ত সভাপতি লিয়াকত বালুচ বলেন, মাওলানার সাহিত্য ও চিন্তাধারা এ দেশসহ মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি যুবককে ইসলামের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বানিয়েছে। আজ যদি তাদের প্রাণের বিনিময়ে মাওলানাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো, তা হলে তাঁর জন্যে লক্ষ লক্ষ যুবক তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলো।

ইখওয়ানুল মুসলিমুন-এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ হাসানুল বান্না শহীদের পুত্র শেখ সাইফুল ইসলাম বলেন, শেখ হাসানুল বান্না শহীদ হওয়ার পর ইখওয়ানের কর্মীগণ মনে করেছিলো তাদের নেতৃত্ব দেয়ার কেউ নেই। কিন্তু তারা অল্পকাল

www.pathagar.com

পরেই উপলব্ধি করলো যে, এখন আল উস্তাজ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীই তাদের মুরশিদ-ই-আম, তাদের উস্তাদ ও পথ প্রদর্শক।

সভাপতির ভাষণে মিয়া সায়েব বলেন, মাওলানার চিন্তাধারার প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে আমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করবো।

তারপরেও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এবং লাহোরের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে মাওলানার মৃত্যুতে কয়েকটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রায় সবগুলোতে আমি আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছি।

মাওলানাকে বিগত বাইশ বছর ধরে জানবার চেষ্টা করেছি– জেনেছি এবং দেখেছি। সমগ্র হৃদয় দিয়ে তাঁকে জানবার এবং দেখবার চেষ্টা করেছি। আজ আমি শুস্পষ্ট অনুভব করছি যে, মাওলানাকে তাঁর জীবদ্দশায় যতো বড় ও মহান দেখেছিলাম, মৃত্যু তাঁকে তার চেয়ে শত সহস্রগুণে বিরাট ও মহান বানিয়ে দিয়েছে। দেশ-বিদেশে তাঁর জন্যে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন ছিলো, মৃত্যু তাঁর সে সম্মান-শ্রদ্ধাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি এবার পাকিস্তান সফরে গিয়ে করাচি থেকে লাহোর, লাহোর থেকে পিণ্ডি এবং পিণ্ডি থেকে পেশওয়ার ভ্রমণ করেছি। সর্বত্র আকাশে-বাতাসে পত্র-পল্লবে, সিন্ধু-রাবি-ঝিলাম-আটক নদ-নদীগুলোর কুলকুল নাদে প্রবাহিত তরঙ্গমালায়, পাহাড়ে-পর্বতে শুনেছি শোকের মর্সিয়া। সর্বত্র দেখেছি শোকের মূর্ত ছবি। শুনেছি লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠ মহররমের মাতমের মতো– সাইয়েদী, মুরশেদী, মওদূদী, বিদায়-বিদায়'। বাফেলো থেকে নিউইয়র্ক ও লন্ডন, লন্ডন থেকে করাচি এবং করাচি থেকে লাহোর কতো নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা-অধিত্যকা, কতো শহর, জনপদ ও মরুভূমির উপর দিয়ে সারা বিশ্বকে অশ্রু-সাগরে ভাসিয়ে তাঁর মাটির অচেতন দেহখানি উড়ে এসেছে তাঁর চিরন্তন শয্যায় শায়িত হওয়ার জন্যে। তাই আজ তাঁর মৃত্যুতে– কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তাঁরই মর্সিয়া।

আজ আমি উপলব্ধি করলাম জীবনের সবটুকু দিয়ে– জীবিত মওদূদী এবং এ ধূলির ধরা থেকে বিদায় নেয়া মওদূদীর মধ্যে পার্থক্য ঢের-আসমান ও যমীনের। মওদূদী আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁর বিশ্বজনীন ইসলামি দাওয়াত, তাঁর অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার, তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা তাঁকে অমর করে রাখবে চিরদিন। জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁকে বাঁকা চোখে দেখেছেন। আজ তারা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজ আইয়ুব আমলের আলতাফ গওহর বিবিসির মাধ্যমে মাওলানার জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মাওলানার প্রতি। পি এন এ প্রধান মুফতী মাহমুদ বলেছেন, মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন, কুরআন ও সুন্নাহর 'সনদ-স্বরূপ'।

www.pathagar.com

মাওলানার ইন্তিকালে গোটা মুসলিম বিশ্ব শোকে অভিভূত। শহরে শহরে, মসজিদে মসজিদে গায়েবানা জানাযা ও শোক সভা হতে থাকে। বিভিন্ন মনীষী, জ্ঞানী-গুণী, সুধী, শিক্ষক-ছাত্র, পত্র-পত্রিকায় মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের অশ্রুস্নাত ও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে থাকেন। এমনি যারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মেজর (অবঃ) মুস্তফা শাহীন, ডাঃ মুহাম্মদ কুতুব, সুদানের রাজধানী খার্তুমের প্রখ্যাত সার্জন ডা. আলী আলহাজ্ব, নাইরোবীর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন মন্ত্রী ইউসুফ হাশেম আর রাফায়ী, ফরাসী ভাষাবিদ অধ্যাপক হামীদুল্লাহ, হংকং নিবাসী নাযীর হাসান, আরব জাহানের অন্যতম মনীষী ডা. মুস্তাফা আয যারকা, সংযুক্ত আরব আমীরাতের প্রধান বিচারপতি শেখ আবদুল আযীয আল-মুবারক, ইরানের আল্লামা আয়াতুল্লাহ, এহিয়া নূরী, তুরস্কের ডা. ইবরাহীম আগাহ, আমেরিকার ডা. ইসমাইল রাজী আল-ফারূকী, ভারতের মুফতী আতীকুর রহমান, পাকিস্তানের মুফতী সাইয়াহুদ্দীন কাকাখেল, ভারতের মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, জেদ্দার সাইয়েদ মাসউদ আলী রিজভী, রিয়াদের মুহাম্মদ আমীন, জাপানের হুসাইন খান, ভারতের মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, মদিনা শরীফের আবদুল মুজিব, মাওলানা সদরুদ্দীন রাফায়ী মুজাদ্দেদী, আইনজীবী এ, কে, ব্রোহী, আইন সম্পাদক মুযাফফর বেগ এবং আরব জাহানের সারওত সওলত। এমনি শোকাভিভূত সুধীদের সংখ্যা এতো বেশি যে, তা পত্রস্থ করার জন্যে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন।

**সমাপ্ত**

www.pathagar.com

# শতাব্দী প্রকাশনীর সেরা বই

### মাওলানা মওদূদী রহ. -এর

রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড)
Let Us Be Muslims
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি
সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা
ইসলামী অর্থনীতি
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
কুরআনের মর্মকথা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খণ্ড)
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
আন্দোলন সংগঠন কর্মী
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
ইসলামী বিপ্লবের পথ
ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
ইসলামী আইন
আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত
গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড

### মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও কৌশল
কুরআন রমজান তাকওয়া

### অধ্যাপক গোলাম আযম -এর

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
Political Thoughts of Maulana Maudoodi

### নঈম সিদ্দিকী -এর

মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি

### আব্বাস আলী খান -এর

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)
মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী

### মুহাম্মদ কামারুজ্জামান -এর

নতুন শতাব্দীতে নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি
আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

### সাইয়েদ সাবিক -এর

ফিকহুস্ সুন্নাহ ১ম খণ্ড
ফিকহুস্ সুন্নাহ ২য় খণ্ড
ফিকহুস্ সুন্নাহ ৩য় খণ্ড

### আবদুস শহীদ নাসিম -এর

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদ্‌সী
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
আসুন আমরা মুসলিম হই
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
মানুষের চির শত্রু শয়তান
ঈমান ও আমলে সালেহ্
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?-অনূদিত
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী-অনূদিত
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা-অনূদিত
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?-অনূদিত
ইসলামের জীবন চিত্র-অনূদিত
যাদে রাহ্-অনূদিত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২

www.pathagar.com